শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-কথা-সংগ্রহ

প্রথম খণ্ড।

শ্রীশিশিরকুমার বসু, বি এ, সম্পাদিত।

প্রথম সংস্করণ

সন ১৩৩৫ সাল।

প্রাপ্তিস্থান—

কমলা বুক্‌ডিপো

১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

মুখার্জ্জী এণ্ড কোং

১৭২নং বউবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

মূল্য ১৷৶০ টাকা।

প্রকাশক—

শ্রীমতিলাল চক্রবর্ত্তী, বি এ,

কলিকাতা।

"জয়দূত" ও "শিশির-পাব্লিশিং হাউস" প্রভৃতির সহিত এই গ্রন্থকারের কোন সংস্রব নাই।

প্রকাশক।

কলিকাতা,

২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,

নিউ সরস্বতী প্রেস হইতে

শ্রীমিহিরচন্দ্র ঘোষ দ্বারা

মুদ্রিত।

উৎসর্গ।

যখন সত্যলাভের জন্য নানাদিকে পথের সন্ধানে ব্যস্ত ছিলাম, তখন এক শ্রাবণ-সন্ধ্যায় যিনি আধ্যাত্ম-পথে চালিত করিবার গুরু-ভার লইয়া এ হৃদয়ে জ্ঞানের বর্ত্তিকা জ্বালিয়াছিলেন তাঁহারই শ্রীচরণে—

শিশিরকুমার।
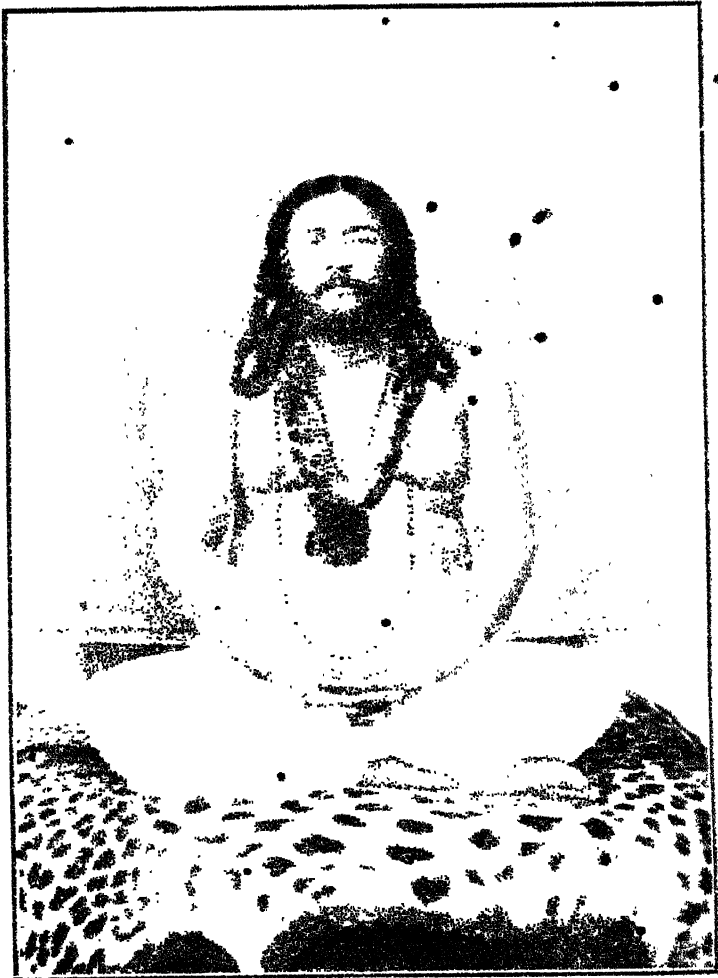
শ্রীশ্রীনিগমানন্দ পরমহংস

ভূমিকা।

মহাপুরুষগণের জীবনী ও উপদেশাবলী সাধারণে প্রচার করিবার ইচ্ছা তাঁহাদের শিষ্যভক্তগণের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে উহা তাঁহাদের জীবদ্দশায় প্রকাশিত না হওয়ায় উহার সত্যতা সম্বন্ধে সাধারণের মনে স্বতঃই সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে এবং প্রকৃতপক্ষে অনেক সময় শিষ্যের কথা গুরুর মুখে প্রকাশ করা যে হয় না তাহাও নহে। প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ না করা পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ এবং উহা গুরু-মুখে শ্রবণ করিয়া সাধারণে প্রকাশ করিতে যাওয়া—বিশেষতঃ তাঁহার জীবদ্দশায়, অত্যন্ত দায়িত্বমূলক। কারণ একই তত্ত্ব অধিকারী ও ভাবভেদে নানাপ্রকারে গৃহীত হইয়া থাকে। একটী কথা * আছে, একসময় উপদেশপ্রার্থী হইয়া দেব, দানব ও মানবগণ পিতামহ ব্রহ্মার সমীপে উপনীত হইলে ব্রহ্মা বলিলেন, "দ"। দেবতারা স্বভাবতঃই ভোগী, সুতরাং তাঁহারা মনে করিলেন, ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে ভোগস্পৃহা "দমন" করিতে বলিয়াছেন। অসুরগণের হৃদয় অত্যন্ত নির্ম্মম, তাঁহারা মনে করিলেন ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে "দয়ার্দ্র" হইতে উপদেশ দিয়াছেন, এবং মানবগণ অত্যন্ত স্বার্থপর, সুতরাং তাঁহারা মনে করিলেন ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে "দান" করিতে উপদেশ দিয়াছেন। সুতরাং দেখা যায় ভাবভেদে একই তত্ত্ব বিভিন্ন ভাবে গৃহীত হয়।

বর্ত্তমান গ্রন্থে প্রকাশিত তত্ত্ব এবং উপদেশগুলি আমি নিজ প্রয়োজনে মদীয় আচার্য্য পরমারাধ্য শ্রীমৎস্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেবের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছিলাম এবং উহা সংরক্ষণার্থ

* ১৯৯ পৃষ্ঠায় ১৬২ নম্বর দ্রষ্টব্য।

পরে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। অতঃপর ঐগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া আমার সহৃদয় গুরুভ্রাতাভগ্নী এবং ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনগণের নিকট প্রকাশ করিবার ইচ্ছা একসময় আমার মনে স্বতই উদয় হয়। তত্ত্ব ও উপদেশগুলি আচার্য্যদেবের শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিয়া আমি নিজ লেখনী-মুখে প্রকাশ করিতেছি,—ইহাতে ঐ অমূল্য উপদেশগুলির প্রকৃত ভাব প্রকাশে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি জানি না· তবে যদি পাঠকগণ ভাষা-দুষ্টি ও ত্রুটি বিচ্যুতি ধরিবার ইচ্ছাপ্রণোদিত না হইয়া উহা পাঠ করেন তবে আশা করি তাঁহাদের পরিশ্রম বৃথা যাইবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশ প্রকাশ করিতে গিয়া অনেকস্থলে নিজের কথা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছি। তাহার কারণ ঐ সমস্ত স্থলে নিজের কথা প্রকাশ না করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা প্রকাশ করা যায় না। যদি কেহ ইহা আত্মপ্রচার-বুদ্ধি-প্রণোদিত বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের নিকট আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি।

এই গ্রন্থের অনেক স্থলে বাধ্য হইয়া ইংরেজী শব্দ ব্যবহার ও ইংরেজী পুস্তক ও সংবাদপত্র হইতে স্থানবিশেষ উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইয়াছি। ঐ সমস্ত অংশ বাদ দিয়া পড়িলেও প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করিবার অসুবিধা হইবে না।

ডোমরা,
পোঃ আজগড়া,
খুলনা।
৫শে শ্রাবণ ১৩৩৫ সাল।

শ্রীশিশিরকুমার বসু

পরমহংস শ্রীমৎস্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী মহারাজের কর্ম্মজীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

এই গ্রন্থে যে মহাপুরুষের উপদেশগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে বর্ত্তমান ভারতে তাঁহার নূতন করিয়া পরিচয় প্রদান আবশ্যক মনে করি না। তথাপি তাঁহার জনহিতকর বিরাট প্রতিষ্ঠানগুলির সম্বন্ধে সকলের বিস্তারিতভাবে জানিবার সুযোগ না হইতেও পারে; তজ্জন্য তাঁহার কর্ম্মজীবনের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

উক্ত মহাপুরুষ তেইশ বৎসর বয়সে বৈরাগ্য উদয়ে গৃহত্যাগ করিয়া প্রত্যক্ষ-জ্ঞান লাভের আশায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে পরিভ্রমণ করেন, এবং হিমালয়ের নিভৃত প্রদেশে নানাপ্রকার কৃচ্ছ্র সাধনার পর সত্য লাভ করিয়া পরমহংস শ্রীমৎস্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অন্যান্য মহাপুরুষের ন্যায় তিনিও জীবের কল্যাণের জন্য স্বীয় সাধনলব্ধ জ্ঞান ও প্রেম-ভক্তি প্রচার মানসে হিমগিরি হইতে লোকালয়ে নামিয়া আসিয়া ১৩১৯ সালে আসাম প্রদেশের শিবসাগর জেলার অন্তর্গত কোকিলামুখ নামক স্থানে "সারস্বত মঠের" প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ মঠ ক্রমে বর্দ্ধিত হওয়ায় বর্ত্তমানে একটী বিরাট জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে এবং সমগ্র বঙ্গদেশে উহার শাখা প্রশাখা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।

শ্রীশ্রীপরমহংসদেব তন্ত্র, জ্ঞান, যোগ ও প্রেম প্রভৃতি বিভিন্ন সাধনা দ্বারা যে সত্য লাভ করিয়াছেন তাহা তাঁহার শ্রীহস্ত-লিখিত ব্রহ্মচর্য্য-সাধন, তান্ত্রিকগুরু, জ্ঞানীগুরু, যোগীগুরু ও প্রেমিকগুরু নামক

সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়া ভারতে তথা বর্ম্মা ও সিংহল প্রভৃতি দেশে প্রচার হওয়ায় ধর্ম্মলিপ্সু সাধকগণের এক মহাকল্যাণ সাধিত হইয়াছে, এবং বিভিন্ন সাধনার ভিতর যে সমস্ত আবর্জ্জনা প্রবেশ করিয়াছিল তাহা এই গ্রন্থগুলির দ্বারা আমূল সংশোধিত হইতেছে।

প্রচার কার্য্যের সুবিধার জন্য বাংলার পাঁচটী বিভাগে পাঁচটী শাখা-আশ্রম স্থাপন করিয়া মঠের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। যথা, (১) প্রেসিডেন্সি বিভাগে দক্ষিণবাংলা সারস্বত আশ্রম, হালিসহর, ২৪ পরগণা। (২) ঢাকা বিভাগে মধ্য-বাংলা সারস্বত আশ্রম, জয়দেবপুর, ঢাকা। (৩) রাজসাহী বিভাগে উত্তর-বাংলা সারস্বত আশ্রম, বগুড়া। (৪) চট্টগ্রাম বিভাগে পূর্ব্ব-বাংলা সারস্বত আশ্রম, ময়নামতী, কুমিল্লা, এবং (৫) বর্দ্ধমান বিভাগে পশ্চিম-বাংলা সারস্বত আশ্রম, খড়কুসুমা, মেদিনীপুর। ঐ সমস্ত শাখা-আশ্রমেও মঠের আদর্শে ঋষি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তথায় শিক্ষা এবং সেবামূলক কার্য্যেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সমস্ত আশ্রমের বাৎসরিক ব্যয় ন্যূনাধিক ষোল হাজার টাকা। এতদ্ব্যতীত নদীয়া জেলার অন্তর্গত মেহেরপুর মহকুমার অন্তঃপাতী শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের জন্মভূমি কুতুবপুরে একটী স্মৃতিমন্দির, একটী আশ্রম ও একটী মধ্য-ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তথায় একটী দাতব্য চিকিৎসালয় ও রোগীনিবাস প্রতিষ্ঠাকল্পে নদীয়া জেলাবোর্ডে সম্প্রতি সাড়ে চৌদ্দ হাজার টাকা মঠের পক্ষ হইতে জমা দেওয়া হইয়াছে।

মঠের আদর্শ প্রচারার্থ মঠ হইতে "আর্য্য-দর্পণ" নামক একটী মাসিক পত্রিকা বিগত বিংশ বৎসর যাবৎ প্রকাশিত হইতেছে এবং মঠের

আদর্শ যাহাতে বিভিন্ন আশ্রমে প্রবেশ লাভ করে তজ্জন্য মঠের ঋষি বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত সন্ন্যাসিগণ শাখা আশ্রমের অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হইতেছেন।

সারস্বত মঠের অন্তর্গত গৃহীভক্তগণের মধ্যে সঙ্ঘশক্তির প্রতিষ্ঠা ও বিকাশকল্পে ভক্তসাম্মিলনী নামে একটী সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশন হয়। শ্রীশ্রীপরমহংসদেব ঐ সম্মিলনীতে উপস্থিত থাকিয়া উৎসাহ ও উপদেশ প্রদানে সমবেত ভক্তগণকে উদ্বুদ্ধ করেন।

১৩৩৪ সালের ভক্তসম্মিলনীর অধিবেশনে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর সমক্ষে শ্রীশ্রীপরমহংসদেব তদীয় জীবনব্যাপী পরিশ্রমের ফল উক্ত মঠ, এবং তদন্তর্গত শাখা-আশ্রমগুলি, তাঁহার লিখিত পুস্তকাবলীর বার্ষিক আয় অন্যূন ছয় হাজার টাকা এবং অন্যান্য লক্ষাধিক মুদ্রা মূল্যের যাবতীয় সম্পত্তি রেজেষ্ট্রী দানপত্রে দেশের হিতার্থে ছয়জন সন্ন্যাসী এবং পাঁচ জন গৃহীভক্তের হস্তে অর্পণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করতঃ বৎসরের অধিকাংশ কাল ৺পুরীধামে অবস্থিতি করিতেছেন।

বিষয়-সূচী।

বর্ণমালা অনুসারে।

ভ্রম সংশোধন ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ভ্রম	সংশোধন
২০	১	চণ্ডিদাস	চণ্ডীদাস
৪৮	২১	মাতৃত্ত্ব	মাতৃত্ব
৭৬	৭	নিসংশয়	নিঃসংশয়
৭৪	৭	দেশবাশী	দেশবাসী
৮৬	৩	সূষ্য	সূর্য্য
৮৭	৮	বোগী	যোগী
১২০	১	জগদ গুরু	জগদ্গুরু

শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-কথা-সংগ্রহ

প্রথম খণ্ড ।

[১]

নিদ্রিতাবস্থায় দূরদর্শন ।

শিষ্য। অধ্যাত্ম বিদ্যা প্রচারক দুই একটী সম্প্রদায়ের মতে সুষুপ্তির সময় আত্মা দেহ ছাড়িয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়—নানা মৃতাত্মা বা জীবিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ করে। এই সমস্ত সাক্ষাতের সংস্কার (Impression) গুলিই স্বপ্ন। সেই আত্মার সহিত দেহ একটী সূত্রবৎ পদার্থ দ্বারা সংযোজিত থাকে মাত্র। দেহে পুনরাগমনের সময় হইলে সেই অতিবাহক সূত্র ধরিয়া দেহে পুনঃ প্রবেশ করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসিলেন—বলিলেন :—

লক্ষ লক্ষ জীবাত্মা যদি অতিবাহক সূত্র সহযোগে বাহির হয় তবে ঘুঁড়ির সূত্রের যেরূপ কাটাকাটি হয় তদ্রূপ কাটাকাটি হয় নাত বাপু!

নিদ্রার সময় আত্মা দেহ ছাড়িয়া কোথাও যায় না। দেহস্থিত সপ্তলোকের সহিত বাহিরের সপ্তলোকের যোগ আছে। স্বপ্নের সময় আত্মার সূক্ষ্ম দৃষ্টি হওয়ায় দেহের ভিতর হইতে বহুদূর দৃষ্ট হয়। বাহিরে গিয়া আত্মার ঘুরিয়া বেড়াইয়া কিছুই জানিতে হয় না।

[২]

ধ্যান লাগিয়া থাকা ও মন্ত্র জপ।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত বহু গুরুভ্রাতৃবর্গের নানা প্রসঙ্গের আলোচনার ভিতর নিজের মনোগত প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা করিতে ইতস্ততঃ করায় শ্রীশ্রীঠাকুর নিজ হইতেই আমার প্রশ্নটী তুলিয়া বলিলেন :— ধ্যানে ইষ্টমূর্ত্তি দেখিলেই যে সব হইয়া গেল বা আমি একটা কিছু হইয়াছি এসব ভ্রান্ত ধারণা। মনই মূর্ত্তিরূপে পরিবর্ত্তিত হয় অর্থাৎ মন স্থির হইলেই ধ্যেয় মূর্ত্তির আকৃতি (formation)নেয়। মন যদি একেবারে স্থির না হইতে পারে তবে মূর্ত্তি নড়িতে থাকে। মন স্থির হইলেই মূর্ত্তি সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়। তৎপরে মূর্ত্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। অর্থাৎ তখন মূর্ত্তি হাসে—কথা বলে—নানা অঙ্গভঙ্গি করে। ইহাই সব নহে। ইহাতে উৎফুল্ল হইবার কোন কারণ নাই। ইহা সাধনার অতি নিম্ন অবস্থা। মূর্ত্তিই আসল নহে।

শিষ্য। সাধনা কালে যে মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠে—সাধনান্তেও সেই মূর্ত্তি ও জ্যোতিঃ যদি সাধককে ছাড়িতে না চাহে এবং তাহার নিদ্রারও ব্যাঘাত ঘটিতে থাকে, তখন কি কর্ত্তব্য ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। উহাকে ধ্যান লাগিয়া থাকা বলে। জ্যোতিঃ বা মূর্ত্তি যদি না ছাড়ে তবে তোমার দেহ ঘুমাবে। তুমি ধ্যান লইয়া শয়ন করিবে। দেহকে শয্যায় ছড়াইয়া দিবে। দেহ বিশ্রাম লাভ করিবে।

শিষ্য। কিন্তু অনেক সময় আবার শত চেষ্টায়ও মূর্ত্তি দেখা যায় না। মূর্ত্তি যদি না দেখা যায় তবে জপে ফল কি? ঐরূপ জপ কি অন্ধকারে ঢিল্ ছোড়ার ন্যায় নহে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মূর্ত্তি বা জ্যোতিঃ জপের ফল।

শিষ্য। যখন ইষ্টমূর্ত্তির সহিত জ্যোতির্ম্মণ্ডল দৃষ্ট হইবে তখন সাধক নিজেকেও কি সেই জ্যোতির্ম্মণ্ডলের ভিতর স্থানান্তরিত (transfer) করিবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ। তাহা হইলে বাহ্য জগতের সহিত আর কোন সম্পর্ক থাকিবে না।

শিষ্য। এ জ্যোতিঃ কোথা হইতে আইসে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ইহা ব্রহ্মজ্যোতিঃ বা আত্মজ্যোতিঃ।

শিষ্য। যে ইষ্ট মন্ত্র জপ করিতে হয় উহা অনেক সময় স্তব ইত্যাদির মধ্যে উচ্চারিত হয়। অথচ এই মন্ত্র কাহাকেও বলা নিষিদ্ধ। প্রণব বলিলে দোষ হয় না, মন্ত্র বলিলে দোষ হয় ইহার তাৎপর্য্য কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ইষ্টমন্ত্র বা আপন সাধন কথা সর্ব্বদাই গোপন রাখিতে হয়। গোপন রাখিলে সাধনা ফলবতী হয়। ইষ্টমন্ত্র যদি কোন স্তবের ভিতর থাকে তবে তাহা উচ্চারণ করিলে দোষ হয় না। ইষ্টমন্ত্র কাহাকেও ডাকিয়া না বলিলেই হইল। আর প্রণব বৈদিক মন্ত্র—উহা বলিলে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই।

শিষ্য। দাঁত মুখ চাপিয়া কণ্ঠের দ্বারা মন্ত্র মানস জপ করিলে অনেক সময় স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ অনুভূতি-পূর্ব্বক ঠিক উচ্চারিত না হইতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর। ক্ষতি নাই। উহা স্বাভাবিক।

[৩]

ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তম।

শিষ্য। শরীরের ভিতর জীবাত্মার বাস কোথায়? জীবাত্মা ক্ষর কি অক্ষর?

শ্রীশ্রীঠাকুর। জীবাত্মা বলিয়া পৃথক বস্তু নাই; উহা আত্মারই আভাস মাত্র। ঐ চিদাভাসকেই জীবাত্মা বলে; জীবাত্মা হৃদয়ে—যেমন সূর্য্যের প্রতিবিম্ব ঘটে। ঘটের নাশে প্রতিবিম্বেরও নাশ ঘটে। জীবাত্মা ক্ষর; অক্ষর বলিতে যাহা তাহা সহস্রারে।

শিষ্য। পুরুষোত্তম কি আমাদের ভিতর আছেন বলা চলে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। একভাবে আছেন—আবার নাইও।

শিষ্য। তাহা হইলে আমরা উপাসনা করি—অক্ষরের?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ।

শিষ্য। তাহা হইলে আমিই আমার উপাসনা করিতেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ।

শিষ্য। অক্ষরত্ব প্রাপ্তি ঘটিলে তখনই মাত্র পুরুষোত্তমের উপাসনা সম্ভবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ, পুরুষোত্তম—পরমাত্মা, নির্গুণ, অমৃতস্বরূপ। অক্ষরত্ব ঈশ্বরত্ব মাত্র।

[৪]

অষ্টদল পদ্ম ও ইষ্টমূর্ত্তি ।

শিষ্য। অধিকাংশ যোগশাস্ত্রে ষট্‌চক্রের কথা দেখিতে পাই। কিন্তু এক ভাগবতে অষ্টদল পদ্মের কথা দেখিয়া থাকি। এই অষ্টদল পদ্মের সহিত আমাদের সাধনার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। এই পদ্মটী কোথায় কি ভাবে অবস্থিত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। অষ্টদল পদ্ম ষট্‌চক্রাপেক্ষা আরও সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত। এই পদ্মেই ইষ্টমূর্ত্তি চিন্তনীয়া।

শিষ্য। সহস্রার ছাড়িয়া হৃদয়ে এই পদ্মে ইষ্টদেব চিন্তনীয় কেন ? Brain ত মস্তকে। মস্তকে চিন্তা স্বাভাবিক। হৃদয়ে চিন্তা করিতে হইলে মনকে জোর করিয়া হৃদয়ে আনিয়া সংলগ্ন করিতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর। মনের স্থান ললাটে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগে ; সত্ত্বগুণের স্থান হৃদয়ে, সহস্রার নির্গুণ স্থান। সুতরাং মনকে প্রথমতঃ সত্ত্বগুণের স্থান হৃদয়েই সংলগ্ন করিতে হইবে। পরে উচ্চ অবস্থা লাভের সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান মস্তকস্থ হইবে।

শিষ্য। কুণ্ডলিনী এক এক চক্র করিয়া উঠিবে—কি একেবারে সহস্রারে উঠিবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তোমাদের আর চক্রে চক্রে নয় ; প্রথমে একদম হৃদ্‌পদ্মে, তারপরই সহস্রারে।

[৫]

"মায়ের কৃপা" পুস্তকের লুণ্ঠিতকেশ যুবক কে?

শিষ্য। মঠ হইতে প্রকাশিত "মায়ের কৃপা" পুস্তকে দেখিলাম যে লুণ্ঠিতকেশ এক যুবক মায়ের বিশ্বরূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন। 'লুণ্ঠিতকেশ এই যুবক কে' সারাদিন এই চিন্তাই মনে মনে চলিতে লাগিল। রাত্রে স্বপ্নে দেখিলাম আপনি বলিতেছেন "আমিই লুণ্ঠিতকেশ যুবক; আমিই মায়ের বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলাম" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই যুবকটী কে যাঁহার সম্বন্ধে কুমার চিদানন্দ এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমি। আমি তান্ত্রিক সিদ্ধির সময় মায়ের বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলাম।

[৬]

স্বপ্নের সহিত গুরুর সম্বন্ধ।

শিষ্য: একদিন আপনার নিকট যোগৈশ্বর্য্য দেখিবার ইচ্ছা মনে উদয় হয়। রাত্রে স্বপ্নে আমাকে দ্বিবিধ যোগৈশ্বর্য্য দেখাইয়াছিলেন। ঐ যোগৈশ্বর্য্য দর্শনে ভয়ে আমি আর্ত্তনাদ করিয়াছিলাম। দয়া পরবশ হইয়া আপনি উহা সংবরণ করেন। এতদ্ব্যতীত যখনই মনে কোন প্রশ্নের উদয় হয়—স্বপ্নে তাহার মীমাংসা হইয়া যায়। এই সমস্ত স্বপ্নের সহিত আপনার কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে, না উহা আমার নিজ শক্তির স্ফুরণ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তোমার নিজ শক্তির স্ফুরণ না হইলে আমার সহিত স্বপ্নাদিতে যোগই হইতে পারে না। সুষুপ্তির অবস্থাটা আনন্দময় অবস্থা। তৎকালে তোমরা আমার সহিত একত্রিত থাক। বিজ্ঞানময় কোষেই দেবগুরু ইত্যাদির দর্শন লাভ হয়। এই কোষে যখন তুমি অবস্থান কর তখন আমার সহিত যোগ হয়। স্বপ্নের সহিত গুরুর খুব—খুব সম্বন্ধ আছে। উহা দেবশক্তির স্ফুরণ।

শিষ্য। ইং ৪।৭।২৪ তারিখ রাত্রে স্বপ্নে দেখিলাম যে আমার সহিত নিত্যানন্দ প্রভুর সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার বর্ণ উজ্জল শ্যাম—মাথায় লম্বা জটা। তিনি আমাকে বলিলেন "তোর গুরুর কোন শক্তি নাই। তুই যদি আমার সহিত বারানসী যাইতে পারিস্ তবে আমি তোকে ভাল গুরু মিলাইয়া দিতে পারি।"

শ্রীশ্রীঠাকুর। নিত্যানন্দ ত দূরের কথা—স্বয়ং ইষ্টদেবও স্বপ্নে গুরুভক্তি টলাইতে চেষ্টা করিবে। মাঝে মাঝে দেবতারাও কাহারও রূপ ধরিয়া গুরুভক্তি টলাইতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু তাহাতে বিচলিত হইও না।

শিষ্য। স্বপ্ন মাঝে মাঝে হয়ত খুব ঝাঁকে ঝাঁকে আসিতে লাগিল। আবার কিছু দিনের জন্য বন্ধ হইয়া গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর। এইরূপই হয়। কিছুদিন অন্তরই প্রেরনা আইসে।

শিষ্য। স্বপ্নে অনেক সময় সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি বা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দর্শন হয় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। প্রথম প্রথম সাধকের এই সমস্ত জ্যোতিঃ দর্শন হইয়া থাকে।

[৭]

সেতু মন্ত্রের সহিত বীজমন্ত্র জপের তাৎপর্য্য।

শিষ্য। সেতু মন্ত্রের সহিত ইষ্টমন্ত্র জপ বিধেয় কেন? সেতুমন্ত্র ভিন্ন জপ যদি বিফল হয় তবে শুধু সেতু মন্ত্রই জপ করার বিধি নাই কেন? সেতুমন্ত্র বিহীন বীজমন্ত্র জপে যদি ফল না হয় তবে দেখা যায়, সেতুমন্ত্রই একমাত্র মন্ত্র, অন্যগুলি কিছুই নহে।

শ্রীশ্রীঠাকুর। সেতুমন্ত্রের সহিত জপ না করিলেও ক্ষতি হয় না। পুরাণ ও অন্যান্য শাস্ত্রে সেতুমন্ত্রের সহিত বীজমন্ত্র জপের বিধি দেখা যায়। তজ্জন্যই মন্ত্রের সহিত সেতুমন্ত্র গ্রথিত হয়। উহাতে বীজমন্ত্র উচ্চারণের যদি কিছু দোষ থাকে তবে তাহা নিরাকৃত হয়।

শিষ্য। তবে প্রণব সাধনাই সবার কর্ত্তব্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর। প্রণবের সাধনা বড় কঠিন। এতদ্ব্যতীত উহার অধিকার বিচার আছে। সন্ন্যাসীই প্রণবের অধিকারী। তাহারাই প্রণব সাধনা করে ও অন্যান্য মন্ত্র ত্যাগ করে। প্রণব সাধনা কঠিন বলিয়াই অন্য মন্ত্র সবাইকে দেওয়া হয়।

[৮]

প্রণবের বিশ্লেষণ।

শিষ্য। প্রণবের উপরের রেখাটী কি? উহার ভিতর শুন্যটাই বা কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। প্রণবের উপরস্থ রেখা যথা ‿ হইতেছে নাদের প্রতীক। উহার ভিতর শুন্যটী ॰ হইতেছে বিন্দুর প্রতীক।) হইতেছে শব্দের তরঙ্গের প্রতীক। এই তরঙ্গ হইতেই পঞ্চভূতের উৎপত্তি হইয়াছে ও ক্রমে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে।

যুগপৎ একাধিক চিন্তা সম্ভব কি না?

শিষ্য। মন যুগপৎ দুইটী চিন্তা (double thinking) করিতে পারে কি না? ধরুন আমি লালদিঘীর নিকট কোন দোকানে যাইব বলিয়া জনৈক বন্ধুর সহিত বাহির হইলাম। বন্ধুর সহিত বাক্যালাপে এমনিই আবিষ্ট হইলাম, যে কোথায় যাইতেছি ভুলিয়া গেলাম। কিন্তু আমার পা দু'খানি লালদিঘীর দিকে চলিতে থাকিল এবং সেই দোকান ঘরে অবশে গিয়া হাজির হইল। এসব ব্যাপার বাদ দিলেও মনে করুন আমাদের জপাদির কথা। হয়ত জপ করিতেছি; জপ চলিতে থাকিল অথচ অন্য চিন্তাও চলিতে লাগিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর। মন যুগপৎ একাধিক চিন্তা করিতে পারে। একটী প্রদীপের কথা মনে কর। মধ্যে বা কেন্দ্রে দীপশিখা আছে—বাহিরে বা চতুর্দ্দিকে সেই দীপ শিখার স্ফুরণ হইতেছে। তদ্রূপ মন এক কাজে নিবিষ্ট থাকিলেও মন্ত্র জপ চলিতে পারে। কিম্বা মন্ত্রজপ চলিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে অপরের সহিত কথাবার্ত্তাও চলিতে পারে। তবে উভয়কে এক করিতে চেষ্টা করিতে হইবে—অর্থাৎ মনকে কেন্দ্রস্থ করিতে চেষ্টা করিবে—তাহা হইলে জপে মন তন্ময় হইবে।

[১০]

রাধাকৃষ্ণ ও শিবশক্তির উপাসনার পার্থক্য।

শিষ্য। রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলন উপাসনা, আর শক্তির উপাসনায় শক্তিকে শিবের সহিত মিলিত করিবার জন্য উপাসনা। এই উভয় বিধ উপাসনার ভিতর ভাবের বহুল পরিমাণে পার্থক্য লক্ষিত হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর। যুগলের উপাসনা শিবশক্তির উপাসনার উপরের স্তরের। যুগলের উপাসনা মিলিত উপাসনা—আর শক্তির উপাসনা কুণ্ডলিনীকে শিবের সহিত মিলিত করিবার জন্য উপাসনা।

[১১]

সূর্য্যের সহিত হিন্দুর উপাসনার সম্বন্ধ।

শিষ্য। সূর্য্যের সহিত হিন্দুদের আহ্নিকের এত সম্পর্ক কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সূর্য্য আত্মার প্রতিবিম্ব স্বরূপ। আত্মা সর্ব্বত্রই বিদ্যমান কিন্তু আধারের স্বচ্ছতায় প্রতিবিম্ব পরিস্ফুট হয়। সূর্য্যে সত্ত্বগুণের আধিক্যে তাহাতে আত্মার বিশেষ প্রকাশ বশতঃ সূর্য্যও একটা ভগবদ্বিভূতি বলিয়া গণ্য হয়। মানুষ স্থূল বুদ্ধি বশতঃ নিজের ভিতরে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারে না; সুতরাং সূর্য্যকে তাঁহার বিভূতিরূপে উপাসনা করে। তাহাতেও কাজ হয়। সূর্য্যের সহিত হিন্দুদের আহ্নিকের বিশেষ সম্পর্ক আছে। হিন্দুদের ত্রিসন্ধ্যা জন্ম, কর্ম্ম ও মৃত্যু—সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় স্বরূপ।

[১২]

জপকালে অবান্তর চিন্তা আসিলে কর্ত্তব্য।

শিষ্য। জপের সময় নানা চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়। এমন ঘটনা আসিয়া মনে উদয় হয়, যাহা হয়ত দশ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর। জপের সময় নানা চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয় হউক। তোমরা ঠিক সময়ে, পরিমিত সময় অবশ্য অবশ্য জপ করিবা, নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিবা। একটা বাধ্যবাধকতা থাকা চাই—প্রকৃতি পরাজিত হইবেই।

[১৩]

জপকালে শ্বাস রোধ ও ধ্যান অভ্যাস।

শিষ্য। আমরা মন্ত্র-চৈতন্যের কৌশলের সহিত জপ করিতে উপদিষ্ট। এইরূপ জপ করিতে করিতে যদি শ্বাসের বহির্গমন বন্ধ হইয়া যায় তখন কি করা কর্ত্তব্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর। যখন শ্বাস পড়িবে না তখন ১৫।২০ বার জপ করিবে। তখন শ্বাসের তালে লক্ষ্য রাখিবার প্রয়োজন নাই। এইরূপ ১৫।২০ বার জপের পরেই শ্বাসের বহির্গমন হইবে। শ্বাস না পড়াই অভ্যাস করিতে হইবে;

শিষ্য। ভিতরের আলোর উপলব্ধি করিতে হইলে, সম্মুখে স্থূল আলো রাখিয়া ধ্যান জপ ইত্যাদি করা অপেক্ষা অন্ধকার ঘরেই এই সব প্রশস্ত বোধ হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর। আলো না হয় পশ্চাতেই রাখিবে।

শিষ্য। কিছুক্ষণ জপের পর যদি তন্ময়তা আইসে এবং জপ ত্যাগ করিয়া ধ্যান করিতে ইচ্ছা হয় তবে কি জপ কিছুকালের জন্য বন্ধ রাখা যাইবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তন্ময় ভাব আসিলে ধ্যান অবশ্যই বিধেয়।

শিষ্য। জাগ্রতাবস্থায় অধিকাংশ সময় যদি মনে মনে জপ করা যায় তবে ইষ্টমন্ত্র মাঝে মাঝে কর্ণে শ্রুত হওয়াটা কি স্বাভাবিক, না মনের ভ্রান্তি।

শ্রীশ্রীঠাকুর। উহা অস্বাভাবিক বা মনের ভ্রান্তি নহে।

[১২]

সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য আশ্রম।

যখন সংসার ও সন্ন্যাস আশ্রমের ভিতর কোনটী শ্রেয়ঃ এই বিষয়ে আমার মনে ঘোর দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল, তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট হইতে নিম্নে প্রকাশিত উপদেশ পূর্ণ পত্রখানি পাইয়াছিলাম।

জয়গুরু

পুরী—
২০।২।৩২

কল্যাণবরেষু—

পরমশুভাশীষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। বর্ত্তমানে গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস এই দুইটী আশ্রম। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের অভাবে গৃহস্থ অত্যন্ত স্বার্থপর ও সংকীর্ণচেতা হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা অত্যন্ত বহির্মুখীন হইয়া শান্তি সুখ হারাইতেছে। বর্ত্তমানে প্রকৃত জ্ঞানী কিম্বা অবিদ্যামোহিত অজ্ঞান ব্যতীত সংসারে থাকিতে কাহারও সাধ্য নাই। যাহার সামান্য বিবেক জন্মিয়াছে সেই সংসারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং তুমি যে সংসারে লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য হই নাই। সংসারে থাকিয়া কর্ত্তব্য প্রতিপালন পূর্ব্বক মনঃস্থির করিয়া জ্ঞানলাভ করা আমি একেবারে দুঃসাধ্য বলিয়াই মনে করি। প্রকৃত

জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক কঠোর সন্ন্যাস যোগ কিম্বা জ্ঞানী গুরুর সেবা ব্যতীত অন্য উপায় নাই বলিয়া আমি বিশ্বাস করি।

কিন্তু কাহাকেও সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে প্ররোচনা করাও আমি সঙ্গত মনে করি না। বীজ পক্ক হইলেই বৃক্ষ হইতে স্খলিত হইবে, কর্ম্মবীজ পাকিলেই সংসার বন্ধন খসিয়া যাইবে। কেহ বাধা দিতে সমর্থ হইবে না। জোর করিয়া সংসার ছাড়িয়া অনেকেই আবার বমী-ভোজন কারীর ন্যায় পুনঃ সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া সাধারণের হাস্যাস্পদ হইতেছে। কাজেই মনের জোর—প্রাণের বল—শ্রীভগবানের প্রেরণা না বুঝিয়া সংসার ছাড়া অপেক্ষা সংসারে দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়াও সংসার রসে কর্ম্মবীজ পুষ্ট করাই কর্ত্তব্য। তোমাকে আমি সংসারে থাকিতেও আদেশ করিতেছি না সংসার ছাড়িতেও বলিতেছি না। তুমি শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান। ভালমন্দ বিবেচনা করিয়া যে পথই অবলম্বন করিবে আমি তোমাকে সেই পথেই সাহায্য করিব। আমার মত ও বিশ্বাসমাত্র তোমাকে লিখিয়া জানাইলাম।

যদি ইহাতেও স্পষ্ট না বুঝিতে পার কিছুদিন অপেক্ষা করিও। আমি আষাঢ়ের শেষে কিম্বা শ্রাবণের প্রথমে কলিকাতা হইয়া আসাম যাইব। সেই সময়ে সাক্ষাতে আলোচনা করিয়া মীমাংসা করিয়া দিব। অঃমঙ্গল। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবা। ইতি—

* * * * *

শ্রীশ্রীঠাকুর। মনের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে ত ?

শিষ্য। আমার কোন্ পথ অবলম্বনীয়, গার্হস্থ্য বা সন্ন্যাস

শ্রীশ্রীঠাকুর। গার্হস্থ্য।

শিষ্য। সন্ন্যাসমার্গে কি শীঘ্র শীঘ্র আত্মসাক্ষাৎকার হয় না? আমার বিশ্বাস গার্হস্থ্য অপেক্ষা অতি শীঘ্র সন্ন্যাসমার্গে জ্ঞানলাভ হয়। গার্হস্থ্যে যদি ২০ বৎসর সাধনায় আত্মসাক্ষাৎকার হয় তবে সন্ন্যাসমার্গে ১০ বৎসরে হইতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর। না। গার্হস্থ্যজীবনে যদি মানব লক্ষ্যচ্যুত না হয় তবে সন্ন্যাসমার্গে এবং গার্হস্থ্যে তাহার চরম উভয় মার্গে সমান। সংসারে যাহা কিছু তাহার সম্মুখে উপস্থিত হউক না কেন তাহার লক্ষ্য ঠিক রাখা চাই। তাহার সাধন ত্যাগ করিতে নাই। মন বিচলিত হইবার যতই কারণ হউক না কেন অন্ততঃ আসনে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসা চাই—জপ, ধ্যান,ধারণা না আসে তবুও আসনে ঠিক সময়ে পরিমিত সময় চুপ্‌টি করিয়া বসিয়া থাকা চাই। প্রকৃতি পরাজিত হইবেই। এই লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারিলেই গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসমার্গে একই সময় সিদ্ধিলাভ হইবে। তবে সন্ন্যাস মার্গে সাধন ইত্যাদির অনেক সুবিধা আছে। অসুবিধাও যে একেবারে নাই তাহা নহে। আহার ও রোগ পরিচর্য্যা ইত্যাদির জন্য সন্ন্যাসীকেও অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। এই সমস্ত বিষয়ে গৃহস্থের সুবিধা অধিক। সন্ন্যাসী হইলেও হয় না—গৃহস্থ হইলেও হয় না। গৃহস্থ হইয়াও সন্ন্যাসী হইতে পারে। বাসনা ত্যাগেই প্রকৃত সন্ন্যাস। তোমরা জনক রাজা ও শুকদেবের সম্বন্ধে একটী প্রচলিত কথা আছে তাহা বোধ হয় জান। জনক রাজার নিকট শুকদেব ব্রহ্মজ্ঞানের প্রার্থী হইয়া গেলে কয়েক দিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া পরে জনক বলিলেন "ওহে শুক—চল আমরা উভয়ে ধ্যান করি। উভয়ে ধ্যানে বসিলেন; জনক যোগবলে নিজপুর মধ্যে অগ্নি উৎপাদন করিলেন। ভীষণ গোলযোগ উপস্থিত হইল। শুকের ধ্যান হইল না—তিনি ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন।

জনকের আর ধ্যান ভঙ্গ হয় না। পরে শুক তাঁহাকে ডাকিলেন—বলিলেন যে পুরীমধ্যে ভীষণ অগ্নি। জনক উত্তর করিলেন, "তাহাতে আমার কি ?" গৃহী হইলেও হয় না—সন্ন্যাসী হইলেও হয় না। কোন কোন সন্ন্যাসী ঘরবাড়ী ছাড়িয়া গাছতলে থাকে অথচ তাহার সামান্য কৌপীনখানি যদি চুরি যায়—তবে তাহার রাত্রে ঘুম হয় না এত আসক্তি ; অথচ এরূপ লোক আছে যে তাহার জমিদারী চলিয়া গেলেও সে ভ্রূক্ষেপ করে না। শুকের কৌপীনে আসক্তি ছিল—জনকের রাজ্যেও আসক্তি ছিল না।

শিষ্য। বাসনা ত্যাগই যদি সন্ন্যাস হয় তবে বুঝি না তাহাদের গাছতলে এত আসক্তি কেন—কেন তাহাদের বনে আসক্তি হইবে। সন্ন্যাসীর সর্ব্বত্রই সমান, সে বাসনার অতীত হইবে।

ঠাকুর। শোন, ব্রজে এক সন্ন্যাসী ছিল। যমুনার তটে এক গাছতলায় তার আস্তানা ছিল। সে বালি দ্বারা মাথার বালিশ ও পাশবালিশ তৈয়ার করিয়া রাত্রে শয়ন করিত। ঐস্থান দিয়া ব্রজগোপীরা জল আনিতে যাইত। তাহারা সন্ন্যাসীর শয্যা দেখিয়া ব্যাঙ্গ করিয়া বলিল "বা ! সন্ন্যাসীর আরামের ইচ্ছাটী ত বেশ আছে।" বিদ্রূপ বাক্য শুনিয়া সন্ন্যাসী বালির বালিশ ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। গোপীরা ফিরিবার সময় সন্ন্যাসীর শয্যা দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল "সন্ন্যাসী !—তোমার বিছানাটী কোথায় গেল ?" বিদ্রূপ শুনিয়া সন্ন্যাসী চটিয়া গেল ও গালি দিতে লাগিল। ব্রজগোপীরা তখন বলিল "সন্ন্যাসীর সুখের ইচ্ছাটীও আছে—আবার ক্রোধটীও ত বেশ আছে তবে ঘর ছাড়িয়াছিলে কেন ?" ঘর ছাড়িলে কি হয় মন ছাড়িতে পারিলেই হয়।

শিষ্য। আপনি লিখিয়াছেন যে যে মার্গই আমি অবলম্বন করি আমাকে সাহায্য করিবেন। সাহায্য অর্থ কি? আপনি সদ্গুরু বটেন কিন্তু যদি আমি আপনার নিকট হইতে সাধন লইয়া কিছুই না করি—চুপ করিয়া বসিয়া থাকি আপনি আমার কি করিতে পারেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তোমার বসিয়া থাকিবার উপায় নাই। তোমার সংস্কার তোমাকে কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত করাইবেই। তোমার কি ক্ষমতা! তোমায় করিতেই হইবে। যদি তুমি কিছু না কর—সদ্গুরু তোমাকে জোর করিয়া করাইতে পারেন। যাহা ইচ্ছা তাহাই করাইতে পারেন। তুমি আমার নিকট আসিয়াছিলে কেন? আমার আকর্ষণী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া। এই শক্তি তোমার ভিতর কার্য্য করিবে। আর ধরিলাম যদিই বা কেহ কিছু না করে তবে অন্ততঃ তার এজন্মে একটা ভাল সংস্কার হইয়া রহিল ত।

[১৫]

ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে সদ্গুরুর সহিত শিষ্যের যোগ।

শিষ্য। সদ্গুরু সব সময় শিষ্যের সঙ্গে থাকেন কিনা? শিষ্যের সব খবর, প্রত্যহের খবর রাখেন কিনা? যদি রাখেন তবে ভগবান হইতে পৃথকভাবে বা একীভূত হইয়া। এবং যদি তাহাই হয় তবে আপনি আপনার শিষ্যকে চেনেন না কেন? এই "শিষ্যকে না চেনা" প্রশ্নটা ৺ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট উত্থাপিত হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন সাক্ষাৎ না চিনিলেও একটা যোগ আছে। কিন্তু উহাতে সুস্পষ্ট হয় নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর। দেখ, সদ্‌গুরু শিষ্যকে দুইভাবে চেনেন—দুইভাবে দেখেন। এক ব্যষ্টিভাবে আর এক গুরুভাবে। ব্যষ্টিভাবে অর্থে আমি নিগমানন্দ,—তুমি আমার সম্মুখে বসিয়া আছ, তোমাকে দেখিতেছি, চিনিতেছি এইভাবে। এইভাবে আমি আমার কোন শিষ্যের আকৃতি ভুলিয়া যাইতে পারি। কিন্তু গুরুভাবে প্রত্যেককেই চিনি—প্রত্যেককেই জানি—প্রত্যেকের সহিতই আমার যোগ আছে।

শিষ্য। কি ভাবে? পৃথকভাবে কি ভগবানের সহিত মিলিত হইয়া?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যখন আমি গুরুভাবে দেখি তখন তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া—তাঁহার সহিত একীভূত হইয়া দেখি, তাঁর চোখে আমার চোখ—তাঁর কানে আমার কান। এই দুই ভাবে সদ্‌গুরু দেখেন বলিয়া মানুষ গুরু সব চেয়ে বড়।

[১৬]

সদ্‌গুরু শিষ্যের সম্বন্ধে সর্ব্বদাই জাগ্রত।

শিষ্য। অকস্মাৎ কোন কারণ উপস্থিত হইলে সদ্‌গুরুকে আমার সম্বন্ধে জাগাইতে হইলে কি যৌগিক কৌশল তাড়িত সংবাদের ন্যায় (Telegraphic message) কার্য্য করিবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সদ্‌গুরুকে আর জাগাইবার প্রয়োজন নাই। তিনি জেগেই আছেন।

---

[১৭]

যুগল উপাসনায় অদ্বৈত জ্ঞান।

শিষ্য। যুগল উপাসনায় কি অদ্বয় জ্ঞান লাভ হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কেন হবে না? না হবার কারণ? অদ্বয় জ্ঞান মানে কি বোঝ?

শিষ্য। জড় ও জীব জগতের কোনও স্বতন্ত্র সত্ত্বা নাই। তিনিই জগৎ রূপে পরিণত হইয়াছেন এইভাব সত্য বলিয়া যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাহাকেই অদ্বৈত জ্ঞান বলিয়া বুঝি। তখন আমিই সব এই জ্ঞান হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর। গোপীভাবে যুগল উপাসনা করিতে হয়। গোপীভাব শ্রেষ্ঠতম ভাব। ইহা নিগুর্ণ ভাব। সাধক এইভাব অবলম্বন করিয়া যুগল উপাসনা করিবে। গোপী সাক্ষী স্বরূপ—নির্লিপ্ত। তিনি কোন গুণেই নাই—দ্রষ্টামাত্র। যুগলের মিলন জনিত আনন্দ মাত্র ভোগ করেন। প্রকৃতি পুরুষের মিলন জনিত নির্ম্মল আনন্দের ভোক্তা। সমস্ত জগতই প্রকৃতিপুরুষের লীলা। এই লীলাভাবের সহিত গোপীভাবের নিত্য সম্বন্ধ। লীলাভাব ব্যতীত গোপীভাব হইতে পারে না। গোপীভাব নিগুর্ণাত্মক, তাই শ্রেষ্ঠতম ভাব।

শিষ্য। অনেক শাস্ত্রে দেখা যায় যুগল উপাসনায় স্ত্রীপুরুষের বা স্বামী স্ত্রীর সংযোগী হইতে হয়; ইহা কতদূর সত্য? ইহা সত্য হইলে নিগুর্ণাত্মক হয় কি প্রকারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যুগল উপাসনায় স্ত্রী পুরুষ বা স্বামী স্ত্রীর সংযোগী হইতে হয় ইহা ঠিক নয়। উহা সাধারণ নিম্নশ্রেণীর লোককে প্রবৃত্তি মার্গে সাধন পথে চালিত করিবার জন্য মাত্র। উহা অতি নিম্ন স্তরের ও স্থূল। তবে চণ্ডিদাস রজকিনীর সহিত যেরূপ প্রেম করিয়াছিলেন

উহা সাধারণ মানবের পক্ষে অসম্ভব। কারণ চণ্ডিদাস রজকিনীকে স্ত্রীরূপে দেখিতেন না—ইষ্টদেবীর স্বরূপ বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার শরীরের প্রতি দৃষ্টি বা আসক্তি ছিল না। তাঁহার দৃষ্টি ছিল সেই রজকিনীর আত্মার উপর। রজকিনীর দেহ স্বয়ং শ্রীরাধার দেহ বলিয়া মনে করিতেন। এইরূপ ভাবে সাধনা করা এক প্রকার অসম্ভব।

শিষ্য। যুগল উপাসনা কোন্ শাস্ত্র সম্মত?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তন্ত্রশাস্ত্র।

[১৮]

সগুণ উপাসক নিজে নির্গুণস্বরূপ।

শিষ্য। আমার কোন মার্গ? "অহং ব্রহ্মাস্মি" বা "তুমিই সব" এই ভক্তিপথ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ভক্তিমার্গ অর্থাৎ সগুণ ঈশ্বরে ভক্তি। পরে সবাই একস্থানে পৌঁছে। কারণ যে সগুণকে উপলব্ধি করিতেছে সে নিজেই নির্গুণস্বরূপ।

শিষ্য। অর্থাৎ আমি উপলব্ধি করিতেছি সেই আমিই নির্গুণস্বরূপ।

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ।

[১৯]

শিষ্য কি প্রকারে সদ্গুরুকে বুঝিবে।

শিষ্য। জ্ঞানী গুরুর সেবায় জ্ঞান লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। কিন্তু অর্জ্জুন তাহার বিশ্বরূপ না দেখা পর্য্যন্ত বিশ্বাস করেন নাই যে তিনি ভগবান। তখন শিষ্য কি প্রকারে বুঝিবে যে তাহার গুরু জ্ঞানী না সত্যলাভ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর। বুঝিতে পারিবে—ধীরে ধীরে সব অনুভূতি হইবে।

শিষ্য। সদ্গুরু শিষ্যে শক্তি সঞ্চার করিলে সে বুঝিতে পারে কি না?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পারে, কেহ আগে কেহ একটু পরে—সাধনা করিতে করিতে।

[২০]

শিষ্যে ইষ্টদেবের প্রতিষ্ঠা।

শ্রীমৎ কুলদানন্দ লিখিত ডাইরিতে পাওয়া যায় যে ৺ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলিয়াছিলেন "……ভগবানই সদ্গুরু। ভগবানের পদাশ্রিত ভগবজ্জন মহাপুরুষই সদ্গুরু। সদ্গুরু শিষ্য করেন না। তিনি গুরু করেন। শিষ্যের ভিতরে তিনি নিজের ইষ্টদেবতাকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে তারই সেবা পূজা করেন। শিষ্যের দেহ তাঁর দেবমন্দির। দেবমন্দিরে কোন প্রকারে অপচার অনাচার হ'লে সেবক যেমন তাহা দেখে' লজ্জিত

হন, দুঃখিত হন শিষ্যেরও কোন প্রকার দুর্দ্দশা দেখিলে এইগুরু তেমনি নিজের সেবা পূজার ত্রুটী হয়েছে মনে করিয়া মলিন হ'য়ে যান।" এই কথার তাৎপর্য্য কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ইহা সব শিষ্যের পক্ষে নহে। যে সমস্ত শিষ্য জগতের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া একমাত্র গুরুর উপর একান্ত নির্ভরশীল হইয়া তাঁহারই সেবা পূজা করে, এতাদৃশ সন্ন্যাসী শিষ্যের সম্পর্কের কথা।

[২১]

ভক্তিযোগে মন্ত্রজপের কৌশল।

শিষ্য। মন্ত্রযোগে নাকি বহু জন্মে সিদ্ধিলাভ হয়। আমাদের কি যোগ? আমাদের কি মন্ত্রযোগ নহে, মন্ত্র ত আমাদের জপ করিতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর। তোমাদের মন্ত্রযোগ নহে, তোমাদের ভক্তিযোগে মন্ত্রজপ।

শিষ্য। মূর্ত্তি না দেখে মন্ত্রজপ অন্ধকারে ঢিল্ ছোড়ার ন্যায় কি না? পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে একবার প্রশ্ন করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে আমার সন্দেহ একেবারে নিরাকৃত হয় নাই। কারণ মূর্ত্তি ধারণা না করিয়া মন্ত্রজপ মন্ত্রযোগের ন্যায় হইয়া যায়। ভক্তিযোগে মন্ত্র জপের সহিত মূর্ত্তির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর। মূর্ত্তি একটা ভাবের ঘনীভূত প্রকাশ মাত্র। মূর্ত্তি প্রথম কল্পনা করিয়া তাহাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তবে জপ বিধেয়

মূর্ত্তি দেখে' জপ করা প্রথমত সম্ভব না হইতে পারে। তুমি আমার সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছ। আমার সম্পূর্ণ শরীরটা তোমার সম্মুখে, কিন্তু তবুও আমার মুখখানা মাত্র তোমার দৃষ্টিপথে পড়িতেছে। তদ্রূপ শ্রীভগবানের সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন মনুষ্য মূর্ত্তি কল্পনায় দেখিবার চেষ্টা না করিয়া হৃদপদ্মে তাঁহার পাদযুগল লক্ষ্য করিয়া মন্ত্রজপ করিতে হয়। মনটা হৃদয়ে নিবিষ্ট করিবে। প্রথমে মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া পরে মূর্ত্তি না দেখিলেও ক্ষতি নাই। মন্ত্রসাধন-কৌশল যোগে জপ করিয়া যাইবে। নাম আর নামীর সঙ্গে একটা যোগ আছে। পরে সবই প্রকাশিত হইয়া যাইবে।

শিষ্য। ভক্তিযোগ ভাবের সাধনা।

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ। ভাবের সাধনা মাত্রই অপ্রাকৃত। প্রাকৃত ভাব ত আছেই।

[২২]

দীক্ষার পর জ্যোতিঃ প্রভৃতি দর্শন।

শিষ্য। ঠাকুর, আপনার শিষ্যের ভিতর অনেকের দীক্ষার পর প্রথম প্রথম জ্যোতিঃ দর্শন হয়—জ্যোতির্ম্মণ্ডলের ভিতর মূর্ত্তি সুস্পষ্ট প্রকাশ পায়—অভূতপূর্ব্ব আনন্দ লাভ হয়, কিন্তু কিছুদিন পরে ঐ অবস্থাটা নষ্ট হইয়া যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর। উহার দুইটী কারণ আছে। প্রথমে গুরু জ্যোতিঃ প্রভৃতি শিষ্যে প্রকাশ করিয়া দেন বা নিজে সাধককে অগ্রসর করিতে প্রথমে একটু ধরা দেন—বা তাঁর সাড়া সাধকে বুঝিতে দেন—পরে

নিজেই অদৃশ্য হন। সাধকের তখন পূর্ব্বাবস্থা লাভ করিতে দ্বিগুণ উৎসাহ বা ব্যগ্রতা আইসে এবং অনুক্ষণ সেই পূর্ব্বাবস্থার কথা চিন্তা করিতে থাকে, তখন পুনরায় উহা লাভ হয়। এইরূপ উঠা পড়াই সাধন জগতের নিয়ম।

আর এক কারণ বশতঃ হয়; অকস্মাৎ যদি মন সাংসারিক চিন্তায় বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় তবে সাময়িক ভাবে এই সমস্ত অদৃশ্য হয়। পুনরায় সাধন দ্বারা উহা লাভ হইয়া থাকে।

[২৩]

রাত্রি চতুর্থ প্রহরে সাধনার তাৎপর্য্য।

শিষ্য। রাত্রি দেড় ঘটিকার পর মন্ত্র জপাদিতে বাস্তবিক কিছু উপকারিতা আছে কি না? ৬ রামদাস কাঠিয়া বাবার জীবনীতে দেখিয়াছি—তিনি বলিতেন :—

পহেলা পহরমে সবকই জাগে।
দোস্‌রা পহরমে ভোগী॥
তিস্‌রা পহরমে তস্কর জাগে।
চৌথা পহরমে যোগী॥

এই চতুর্থ প্রহরের বিশেষত্ব কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বিশেষত্ব আছে। প্রাতঃকালে সৃষ্টির আরম্ভ—দ্বিতীয় প্রহরে স্থিতি—আর মধ্যরাত্রে লয়। প্রকৃতি এই সময়—দেড়টার

পর হইতে নিস্তব্ধ; এই সময় প্রকৃতির একভাবে লয় বলা যাইতে পারে। তখন প্রকৃতি আর তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। কাজেই সাধকের পক্ষে ঐ সময় বিশেষ কার্য্যকরী হয়।

[২৪]

শক্তি পীঠে বৈষ্ণবের জপাদি নিষিদ্ধ কেন?

শিষ্য: শক্তি পীঠে বৈষ্ণবের জপাদি নিষিদ্ধ কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বৈষ্ণবের ভাব ও শাক্তের ভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন। শক্তি পীঠ যে সমস্ত পরমাণুতে ভরপুর তাহা বৈষ্ণবের পক্ষে হিতকারী নহে। ভাবের পার্থক্য বশতঃ সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়, এবং অনেক সময় ইহাতে বড়ই অনিষ্টপাত হইতে পারে।

শিষ্য। কালীঘাট প্রভৃতি পীঠ স্থানের মাহাত্ম্য পূর্ব্ববৎ আছে কিনা?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পীঠস্থান যতই নির্জ্জন হয় ততই উহার মাহাত্ম্য অধিক। বর্ত্তমানে কালীঘাটের পীঠভাব বিভিন্ন ভাবের বহুলোকের সমাগমে ও লোকালয়ের ভিতর হওয়ায় দূষিত হইয়াছে।

[২৫]

আকাশ কি ভাবে পরমাত্মায় লয় হয়।

শিষ্য। আকাশ কি ভাবে পরমাত্মায় লয় হয়? ক্রমটী (Process) কি? আকাশ ত স্থূল ভূত।

শ্রীশ্রীঠাকুর। আকাশ অর্থে কি বোঝ?

শিষ্য। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ প্রভৃতির লয় হইতে হইতে পরমাণুরূপে পরিণত হয়। সেই পরমাণুসমষ্টির স্পন্দনশীল অবস্থাই আকাশ।

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ; এই পরমাণুর স্পন্দনটা প্রাণশক্তির কম্পন হেতু; এই প্রাণশক্তিটাই পরমাণু হইতে সংহৃত হইয়া পরমাত্মায় লীন হয়। কাজেই জড় পরমাণু নিস্তব্ধ—শান্ত বা স্থির হইয়া শূন্যে অবস্থান করে। পরমাণুর স্পন্দনশীল অবস্থাই আকাশ।

শিষ্য। তা'হলে স্থির পরমাণুরাশির আর লয় হয় না!

শ্রীশ্রীঠাকুর। না,—ঐরূপই থাকে।

[২৬]

ব্রহ্ম সম্পূর্ণ নির্গুণ হন কিনা?

শিষ্য। ব্রহ্ম কি কখনও একেবারে নির্গুণ হন? কোন সময় সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের যুগপৎ লয় হয় কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। না,—ব্রহ্মের একাংশেই এই জগৎ। এই জগতের যুগপৎ লয় হয় না—কোন স্থানের হইতে পারে—জগতের আংশিক লয় হইতে পারে—ব্রহ্ম একেবারে নির্গুণ অবস্থা প্রাপ্ত হন না। এইজন্যই তাঁহাকে পরাপর ব্রহ্ম বলে।

[২৭]

অস্পৃশ্যতা।

শিষ্য। অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন সম্বন্ধে আপনার মতামত কি? অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন প্রয়োজনীয় কিনা? আমরা মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতির স্পৃষ্ট আহার্য্য গ্রহণ করি না কেন, এবং মুচি, ম্যাথর প্রভৃতিকে ঘৃণা করি কেন? আমাদের এ ভেদ বুদ্ধি কি প্রকারে সমর্থন করা যাইতে পারে? মলমূত্র পরিষ্কার করে বলিয়াই যদি ম্যাথর ঘৃণ্য এবং অস্পৃশ্য হয়, তবে আমাদের মাতাও অস্পৃশ্যা। কারণ তিনি বাল্যকালে আমাদের মলমূত্র পরিষ্কার করিতেন। ধর্ম্ম কখন প্রেমের বিরোধী হইতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর। মলমূত্র পরিষ্কার করে বলিয়া ম্যাথরকে কেহ ঘৃণা করে না। সেজন্য সে ঘৃণ্য নহে—সে প্রশংসনীয়। আহারাদি সম্বন্ধে সমগুণসম্পন্ন ব্যক্তি যে জাতিরই হউক না কেন—সে মুসলমান হউক, খৃষ্টান হউক, ম্যাথর হউক, সাত্ত্বিক হইলেই তাহার স্পৃষ্ট আহার্য্য গ্রহণ করিতে পার।

শিষ্য। যদি কাহারও মাতা সমগুণ সম্পন্ন না হন, তবে কি তাঁহার স্পৃষ্ট আহার্য্য পুত্র গ্রহণ করিবে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর। অবশ্যই করিবে। মা সমগুণ সম্পন্ন না হন ভক্তি

নাই। কারণ মায়ের উপর ভক্তিই তাঁহার সব দোষ ঢাকিয়া ফেলে।

শিষ্য। কুকুর বিড়াল ইত্যাদির সংস্পর্শে গুণ সংক্রামিত হয় না, অথচ মানুষের সংস্পর্শে গুণ সংক্রামিত হয় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য উহা একটা যুক্তি বটে! কুকুর বিড়াল ইত্যাদির সহিত মানুষের বিজাতীয় সম্বন্ধ। তাহার সহিত মানুষের বিশেষ সহানুভূতি হয় না,—যেরূপ মানুষের প্রতি মানুষের সহানুভূতি হয়। ইহার কারণ মানুষের সহিত মানুষের স্বজাতীয় সম্বন্ধ, তজ্জন্য একের অপরের প্রতি অতি শীঘ্র সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া যায়। পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হয় ও একে অন্যের ভালমন্দ গুণ সংক্রামিত হয়। এইজন্যই অসৎসংসর্গে লোকের ক্ষতি হয়।

[২৮]

উপবাসের উপকারিতা।

শিষ্য। উপবাসের বাস্তবিক কোন উপকারিতা আছে কিনা? উপবাসে অনেকের শরীর বায়ুপ্রধান হইয়া যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর। উপবাসের উপকারিতা অনেক। শরীরের পক্ষে একটু কষ্ট হইলেও উপকারিতা অনেক বেশী। উপবাস মনঃসংযমের সহায়তা করে। যেমন ইঞ্জিন প্রত্যহ না চালাইয়া মাঝে মাঝে বন্ধ রাখিলে কলগুলি অধিকতর কার্য্যক্ষম থাকে। মানুষের পক্ষেও তদ্রূপ মাঝে মাঝে আহার বন্ধ রাখিলে শারীরিক যন্ত্রগুলি সবল হয় ও পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পায়।

[২৯]

যাত্রায় শুভাশুভ সময়ের প্রয়োজনীয়তা।

শিষ্য। যাত্রাদির জন্য শুভাশুভ সময়ের কিছু প্রয়োজনীয়তা আছে কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। স্বরোদয় শাস্ত্রানুসারে চলা যাইতে পারে।

শিষ্য। কেন? গুরুস্মরণে যখন তখন যেখানে সেখানে যাওয়া যায় কিনা?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ, গুরুস্মরণে যেখানে সেখানে যখন তখন যাইতে পার।

[৩০]

সাধন সময়ে উত্তর মুখে উপবেশনের উপকারিতা।

শিষ্য। আহ্নিক প্রভৃতি করিতে সাধক উত্তর মুখে বসে কেন? পশ্চিম মুখে বসিলে কি দোষ হয়? সব দিক কি সমান নহে? ইহার তাৎপর্য্য কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। উত্তর মেরুতে যে চুম্বক পাহাড় আছে তাহা সকলকে আকর্ষণ করিতেছে। সুতরাং উত্তর মুখে বসিলে মন সহজে একাগ্র হইতে পারে। অন্যদিক অপেক্ষা উত্তরমুখী হইয়া বসিলে মন একাগ্র করিতে অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। অনেকে এইজন্য চুম্বক লৌহ ভিজান জল পান করে। তাহাতে মন একাগ্র করিতে সাহায্য করে।

[৩১]

যোগনিদ্রা। (Hypnosis)

শিষ্য। যোগনিদ্রা (Hypnosis) কাহাকে বলে? যোগনিদ্রা বলে কি মৃত আত্মাকে Materialise করিয়া অন্যের গোচরীভূত করা এবং দীক্ষা ইত্যাদি দেওয়া যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Hypnosis আর যোগনিদ্রা ঠিক এক নহে। Hypnosis অনেকটা Hypnotisim এর মত, তবে Theosophical Society যে ভাবে উহার অর্থ বিকৃত করিয়াছেন তদ্রূপ নহে। এই Hypnosis বা বশীকরণ শক্তি দ্বারা আকর্ষণ করিয়া মৃত আত্মাকে আনা যায়।

শিষ্য। কি ভাবে আনা যায়—যেরূপ ভাবে আমি আপনাকে দেখিতেছি এইরূপ ভাবে কি দেখিতে পাওয়া যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ—যায়। সম্প্রতি আমার একটী শিষ্যের স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে। স্ত্রীর প্রতি তার অত্যধিক অনুরক্তি ছিল। স্ত্রীবিয়োগে বর্ত্তমানে তাহার উন্নতি হইবে। এই স্ত্রীর আত্মা আনিয়া তাহার দীক্ষা দেওয়ার জন্য সে বড় ধরিয়া পড়িয়াছে। তার সঙ্গে তার স্ত্রীর দীক্ষা হয় নাই।

শিষ্য। মৃতাত্মাকে কতদিন পর্য্যন্ত আনা যায় ও দীক্ষা দেওয়া যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর। যতদিন প্রেতলোকে থাকে ততদিন আনা অতি সহজ।

শিষ্য। প্রেতলোক অর্থে ভুবর্লোক ত?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ, উহার উপর উঠিয়া গেলে আনিতে একটু শ্রম

ও সময় প্রয়োজন হয়। তবে এইসব আত্মার ঠিক দীক্ষা হয় না—উপদেশাদির দ্বারা উন্নত করিয়া দেওয়া যায়

[৩২]

শান্তি-স্বস্ত্যয়নে কর্ম্মফলের নাশ হয় কি না ?

শিষ্য। কবচাদি এবং শান্তি স্বস্ত্যয়নের দ্বারা কি কর্ম্মফল নাশ হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। না। উহা ব্যবসায়দারগণের চতুরতা। একমাত্র সদ্‌গুরু ইচ্ছা করিলে প্রারব্ধের ভোগ মন্দীভূত বা নিবীর্য্য করিয়া দিতে পারেন। তবে উহার ভোগ একেবারে না হইয়া যায় না। সদ্‌গুরু ব্যতীত কর্ম্মফল নাশ করিতে বা গ্রহের বৈগুণ্য ফিরাইতে যাঁহারা পারেন তাদৃশ লোক বিরল।

শিষ্য। তবে অসুখ বিসুখ হইলে এ সব করে কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বোঝে না তাই করে। তবে উহাতে সাময়িক ভাবে মানসিক বলের সঞ্চার হয়। একটা সুকর্ম্মও হয়।

শিষ্য। তবে ভবিষ্যত ত একটা নিয়মের অধীন।

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ প্রারব্ধ সম্বন্ধে তাহার আর ব্যত্যয় হয় না। তবে প্রারব্ধ ভোগ করিয়াও মানুষ জীবনে আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতে পারে।

[৩৩]

তন্ত্র, জ্ঞান ও যোগ প্রভৃতি সাধনার পার্থক্য।

শিষ্য। তন্ত্র, জ্ঞান যোগ প্রভৃতি সাধনার সিদ্ধির ভিতর পার্থক্য কি? আপনার পর পর সব সাধনা করিতে হইয়াছিল কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তন্ত্রের যে সাধারণ সাধনা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে উহা স্থূল। ঐ সমস্ত স্থূল তান্ত্রিক সাধনায় কতকগুলি বিভূতি লাভ হয়। আমি ১৮।২০ বৎসর বয়সে তান্ত্রিক সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলাম এবং স্থূলভাবে তাঁহাকে যতদূর জানা যায় জানিয়াছিলাম। মায়ের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিয়াছিলাম—তাঁহার নিজমুখ হইতে উপদেশ পাইয়াছিলাম—তখন মনে ভাবিয়াছিলাম যে কি জানি কি একটা হইয়া গিয়াছি। কিছুদিন মনের ভাব এইরূপ থাকিল। তারপর যে বাসনা—সেই বাসনা,—মনের ভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। পরে পরে তাই যোগ প্রভৃতি সূক্ষ্ম সাধনা করিয়াছিলাম। যোগেই চরম সিদ্ধি লাভ হয়। তন্ত্রের ভিতর যে সমস্ত সূক্ষ্ম সাধনা আছে উহা পরে আমি উপলব্ধি করি এবং আমার "তান্ত্রিকগুরু" গ্রন্থে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। তন্ত্রের নামে জগতে অনেক ভীষণ কাণ্ড হইতেছে। তোমরা গোলককে চেন। তান্ত্রিকের প্রভাবে তন্ত্রোক্ত সাধনায় এই লোকটি এক প্রকার উচ্ছন্ন যাইতে বসিয়াছিল; সময় থাকিতে আমার কাছে আসিয়াছিল তাই রক্ষা পাইয়াছে।

[৩৪]

ওজঃধারণ।

শিষ্য। পুরুষের শুক্র আছে—উহার ক্ষয়ে সাধনা প্রভৃতি সবই বিফল হয়; কিন্তু স্ত্রীলোকের শুক্র বলিয়া কোন পদার্থ নাই। ব্রহ্মচর্য্য অর্থে সাধারণতঃ শুক্র ধারণ বুঝায়। স্ত্রীলোকের ব্রহ্মচর্য্য অর্থ কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। শুক্রের পরিনতি ওজঃ। এই ওজঃ পুরুষেরও আছে—স্ত্রীলোকেরও আছে। স্ত্রীলোকদের সংযমহীনতায় এই ওজঃ বহুল পরিমানে ক্ষয় হইয়া যায়। কাজেই সংযমহীনা স্ত্রীলোকের সাধনা প্রভৃতি নিষ্ফল।

[৩৫]

স্বপ্ন।

শিষ্য। স্বপ্নকালে আত্মা মনোপাধিক হইলে তাহার জ্যোতিঃস্বরূপতা বাধা প্রাপ্ত হয়। তবে স্বপ্নকালে দর্শন হয় কোন্ জ্যোতির সাহায্যে। স্বপ্নে জ্যোতিই বা দর্শন হয় কি প্রকারে? আত্মা মনোপাধিক হওয়ায় আত্মার জ্যোতিঃস্বরূপতা বাধাপ্রাপ্ত হয়—তজ্জন্য জ্যোতির অভাবে দৃশ্য ও দ্রষ্টার সংযোগ হয় কি প্রকারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর। কেন? মনও জ্যোতিষ্মান হইয়া যায়। তাই দর্শন হয়।

শিষ্য। কোন্ স্বপ্ন সত্য—এবং কোন্ স্বপ্ন মিথ্যা।

শ্রীশ্রীঠাকুর। তিনপ্রকার স্বপ্ন দর্শন হয়। (১) প্রাণময় কোষের স্বপ্ন, (২) মনোময় কোষের স্বপ্ন, এবং (৩) বিজ্ঞানময় কোষের স্বপ্ন। তন্দ্রা আসিলে ক্ষণেকের জন্য মন দেহ ছাড়িয়া প্রাণময় কোষে যায়—তখন সেই তন্দ্রায় মুহূর্ত্তের যে স্বপ্ন তাহা কিছুই নহে। দ্বিতীয় মনোময় কোষের স্বপ্ন; উহা মানসিক চিন্তার প্রতিক্রিয়া বা প্রতিঘাত মাত্র। যাহা চিন্তা করিবে তাহার প্রতিঘাত পাইবে মাত্র। ইহা মিথ্যা স্বপ্ন। তবে পূর্ব্বজন্মের সংস্কারও মাঝে মাঝে এই কোষে প্রতিভাত হয়। তৃতীয় বিজ্ঞানময় কোষের স্বপ্ন। এই বিজ্ঞানময় কোষে গুরুদর্শন ও দেবতা দর্শন হয়। ইহা সত্য স্বপ্ন। তাঁহারা দেখা দেন—তাঁহারা তোমাদিগের ভিতর সাড়া দেন—এই কোষের ভিতর দিয়া।

শিষ্য। ঠাকুর! ১৬ই মে ২৪ সাল—রাত্রে স্বপ্নে দেখিলাম, কোন মহাপুরুষের নিকট দীক্ষা লইতে গিয়াছি। আমার সঙ্গে আর একজন আছে। এই মহাপুরুষ—আমার যেরূপ মনে হয়—বোধ হয় ফরিদপুরের জগবন্ধু—জটাজুটমণ্ডিত দিব্য মূর্ত্তি—স্থানটীর প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। দীক্ষার সব আয়োজন হইয়া গিয়াছে—মহাপুরুষ আসিলেন, দীক্ষা হইবে। এমন সময় আমার মনে হইল আমার দীক্ষা হইয়া গিয়াছে—আপনার কথা মনে পড়িল, বড় কষ্ট হইতে লাগিল,—মনে মনে একটা ধিক্কার জন্মিল—ছি! ছি! কি করিয়াছি! গুরুত্যাগ করিতে যাইতেছি! আমি বলিলাম আমার তান্ত্রিক দীক্ষার প্রয়োজন নাই—বৈদিক দীক্ষা লইতে পারি, পরে তাহাও লইলাম না। এই বৈদিক দীক্ষা কি তাহাও আমি জানিতাম না।

শ্রীশ্রীঠাকুর। এই হইল মনোময় কোষের স্বপ্ন—মিথ্যা স্বপ্ন। যেমনই মিথ্যা স্বপ্ন দেখিলে অমনি সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানময় কোষ হইতে সত্যের প্রতিঘাত আসিয়া মনোময় কোষের স্বপ্নের মিথ্যাত্ব প্রমাণ করিয়া দিল। সত্য সব সময় জাগ্রত।

[৩৬]

গুরুবীজ।

শিষ্য। গুরুবীজ কাহাকে বলে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। উহাকে জ্ঞান বীজ বা বাগ্‌ভব বীজ বলে।

শিষ্য। আমি বাগ্‌ভব বীজের কথা বলিতেছি না। দেবতাদের যেমন বীজ আছে—তদ্রূপ সদ্‌গুরুর কোন বীজ আছে কি না?

শ্রীশ্রীঠাকুর। না। সদ্‌গুরু নির্ব্বীজ। গুরু নির্গুণ।

শিষ্য। যদি কোন বীজমন্ত্র দ্বারাই গুরুর সাধনা না হয় তবে আশ্রমে আশ্রমে আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া কি ভাবে গুরুকে পূজা করা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর। আশ্রমে আশ্রমে গুরুব্রহ্মের পূজা বেদের মহাবাক্যে সম্পাদিত হয়।

[৩৭]

ত্রিগুণ ও পরমাণু।

শিষ্য। সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ গুণের পৃথক পৃথক পরমাণু আছে কিনা? কিংবা এক পরমাণুর ভিতরই তিন গুণ বর্ত্তমান—উৎকর্ষ হেতু উহার তারতম্য?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পরমাণু এক। প্রাণশক্তির কম্পনের তারতম্যে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ। যেমন ধর "Circle within circle." প্রথমে কয়েক বার পরমাণুতে কম্পন হইয়া উহা সাত্ত্বিক হইল। পরে সেই সাত্ত্বিক পরমাণুর কিয়দংশে আবার খুব বেশী প্রাণের কম্পন হইলে উহা রজঃ। তারপর আবার রাজসিক পরমাণুর কিয়দংশে পুনরায় ঘন ঘন প্রাণের কম্পনে তমঃ হইল—এই প্রকার।

শিষ্য। তাহা হইলে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ সমস্তই পরমাণুতে প্রাণের কম্পনের তারতম্য বা ইতরবিশেষ।

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ।

[৩৮]

গ্রন্থিত্রয়।

শিষ্য। দেহের কোন্ অংশ সাত্ত্বিক, কোন্ অংশ রজঃ বা তমঃ প্রধান ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। নাভির নিম্ন হইতে মূলাধার পর্য্যন্ত রজঃ গুণের স্থান, তজ্জন্য ঐস্থানে ব্রহ্মগ্রন্থি। হৃদয়ে সত্ত্ব গুণ, তজ্জন্য ঐস্থানে বিষ্ণুগ্রন্থি। আর ললাটে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগে তমোগুণের স্থান—ঐজন্য ঐস্থানে রুদ্রগ্রন্থি। তবে সহস্রার কিন্তু এসব হইতে স্বতন্ত্র মনে রাখিও।

[৩৯]

দীক্ষাকালে শিষ্যের পাপ গ্রহণ।

শিষ্য। দীক্ষার সময় গুরু শিষ্যের পাপ গ্রহণ করেন—এ কথার অর্থ কি? সম্প্রতি কোন সাধু দীক্ষা দিবার পূর্ব্বে শিষ্যদিগকে বলিলেন —"তোমাদের ব্যাধিগ্রস্থ পাপদেহে আমি দীক্ষা দিব না" এই বলিয়া দীক্ষা দিবার পূর্ব্বে কোনঁ প্রক্রিয়া করিতে লাগিলেন। ক্রমে শিষ্য-দম্পতীর ব্যাধি নিরাময় হইতে লাগিল ও তাহারা সুস্থ হইতে লাগিল। প্রক্রিয়ান্তে তাহারা সম্পূর্ণ সুস্থ হইল বটে কিন্তু গুরুর গায়ের রং একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল ও তিনি নিজে সংজ্ঞাহীন হইয়া গেলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে শিষ্য-দম্পতীকে দীক্ষা দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর। ইহাকে বুজ্‌রুকি দেখান বলে। ইহা দেখাইবার কিছু প্রয়োজন নাই। তবে কথা হইতেছে এই, যখন শিষ্য গুরুর উপর একান্ত নির্ভর করিতেছে—গুরু যখন কর্ণধার, গুরু তাহার সুকৃতি লইতেছেন আর দুষ্কৃতি লইবেন না এ কেমন কথা! তবে লোক দেখাইবার কিছু প্রয়োজন নাই।

শিষ্য। শিষ্যের মুক্তির ভার কাহার উপর? গুরুর উপর, কি শিষ্যের নিজের উপর?

শ্রীশ্রীঠাকুর। গুরুর উপর। কিন্তু সব শিষ্যের নহে। শিষ্যের ভিতর ইতর বিশেষ আছে। একান্ত নির্ভরশীল সন্ন্যাসী-শিষ্য এবং একান্ত আসক্তিহীন ও নির্ভরশীল গৃহস্থ-শিষ্যের মুক্তির ভার গুরুর উপর

[৪০]

কুভাব এবং তাহার প্রশমনের উপায়।

মার্টিন্ কোম্পানীর জনৈক ইঞ্জিনীয়ার শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শিষ্যত্ব স্বীকারের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহার মনে যে নানাপ্রকার চিন্তা আইসে তাহা ব্যক্ত করিলেন—

"সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখিলে আমার তাহাকে পাইতে ইচ্ছা হয়। মাঝে মাঝে মন খুব টাকাকড়ির উপর ঝুঁকিয়া পড়ে। সদাই মন

বিচ্ছিন্ন। একটা না একটার উপর মন ধাবিত হইতেছে। সর্ব্বদাই মন কুভাবে পূর্ণ। একজন সাধু বলিয়াছিলেন হরিনাম করিও। বহু লক্ষ হরিনাম করিয়াছি—কিছুই হইল না, কুভাব গেল না।”

শ্রীশ্রীঠাকুর। কামভাব, কুভাব জীবের মজ্জাগত; উহা স্বাভাবিক। উহা পরমাণুর গুণ। (নিজের হাত দেখাইয়া বলিলেন) এই শরীর কোথা হইতে আসিল—মাতাপিতার সঙ্গম হইতে। কাম হইতেই দেহের উৎপত্তি—কামভাব দেহের ধর্ম্ম। একটা ছাগ শিশুকে দেখ—সে হয়ত কাল জন্মগ্রহণ করিয়াছে—আজ সে একটা ছাগীর উপর উঠিতে চেষ্টা করিতেছে। তুমি একটা মানব শিশুকে লক্ষ্য কর—দেখিবে তাহার মধ্যেও এই ভাব। মনের ভাব কু হইলেই তাহাতে দোষ বা পাপ হয় না। সেই ভাবকে কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিলে বা সেই ভাবে ভরপুর হইয়া থাকিয়া সেই চিন্তাতে সুখানুভব করিতে লাগিলেই দোষ। কুভাব আসে আসুক—তাহাকে স্থান দিও না—অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত হও—সদ্‌গ্রন্থ পাঠ কর—মনকে অন্যত্র নিবিষ্ট কর। যুধিষ্ঠিরের মত ধার্ম্মিক জগতে হয় নাই। যুধিষ্ঠিরের মাতা সূর্য্যের বরে চিরযুবতী ছিলেন। মাতৃত্ব যুবতীতেই বিদ্যমান। যুবকে পিতৃত্ব বর্ত্তমান। তজ্জন্য যুবতী যুবককে আকর্ষণ করে। এই হেতু পুত্র প্রাপ্তবয়স্ক বা যুবক হইলেই মায়ের যৌবন চলিয়া যায়—যাহাতে মাতা ও পুত্রের ভিতর বাৎসল্য ও ভক্তি বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু সূর্য্যের বরে কুন্তী চিরযুবতী ছিলেন। মহাভারতে আছে, একদিন শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন মাতৃদর্শনে তাহার মনে কোন দিন কামভাবের উদয় হইয়াছিল কিনা? শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত অদ্ভুত প্রশ্ন। যুধিষ্ঠির স্বীকার করিলেন যে তাঁহার মাতৃদর্শনে কামভাবের উদয় হইয়াছিল। এটা শরীরের ধর্ম্ম। কুভাব মনে আসিবেই—

আসিলেই দোষ হয় না—উহাকে মনে স্থান দিবে কেন? মনে অতি ভীষণ ভীষণ ইচ্ছা জাগিয়া থাকে যাহা প্রকাশ করিতে পারা যায় না। কিন্তু মনে উঠিলেই দোষ হয় না—উহা আর না আইসে তদ্রূপ ধাক্কা দিতে চেষ্টা করিবে।

শিষ্য। মনে যদি কুভাব আসিলে দোষ না হয় তবে গীতায় ভগবান এরূপ বলিলেন কেন?

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥"

শুধু গীতায় নহে, Bibleও তাহাই বলিতেছে—

"I say unto you he who looketh upon a woman to lust after her, has committed adultery already in his heart."

শ্রীশ্রীঠাকুর। "মনসা স্মরণ" অর্থে যাহারা কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে বলপূর্ব্বক সংযত করিয়া ইন্দ্রিয়বিষয় সকলের নিরন্তর চিন্তা করে এবং তাহাতে সুখানুভব করে তাহাদিগকে লক্ষ্য করা হইতেছে। কিন্তু সাময়িক ভাবে যাহাদের মনে কুচিন্তা আইসে, এবং তাহারা সাধু চিন্তা দ্বারা মন হইতে ঐ চিন্তাকে দূর করিয়া দেয়, তাহাদের মিথ্যাচারী বলা চলে না। কারণ তাহাদের মন সর্ব্বদা সদ্‌বিষয়ে জাগ্রত রহিয়াছে। বাইবেলের ঐ উক্তিরও তাৎপর্য্য ওই।

[৪১]

সগুন ঈশ্বরের ধারণা আপেক্ষিক কি না।

শিষ্য। সগুণ ঈশ্বরের আমাদের যে ধারণা তাহা আপেক্ষিক বলিয়া মনে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর। হ'ক না আপেক্ষিক। সগুণকে যে উপলব্ধি করিতেছে সে যে নির্গুণস্বরূপ। মূর্ত্তির ঈশ্বর আপেক্ষিক—উহা পরিণামে জ্ঞানেশ্বরে পরিণত হইবে। সগুণ ধারণা করিতে পারিলে নির্গুণ ভাবের জন্য আর বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। আপনা হইতে সে ভাব ফুটিয়া উঠে।

[৪২]

নামের সহিত নামীর যোগ।

শিষ্য। শব্দ জড়; তাহার সহিত ভগবানের যোগ হয় কি প্রকারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। নামের সহিত নামীর যোগ আছে। শব্দ উচ্চারণে যে অনুভূতি হয় সেই অনুভূতির সহিতই নামীর যোগ।

শিষ্য। বৈষ্ণবেরা বলেন এক "কৃষ্ণ" এই শব্দ বলিলেই সব হইবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর। না, তাহা হইবে না।

শিষ্য। কেন হইবে না? বিষ না জানিয়া খাইলে কি মৃত্যু হইবে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মৃত্যু অবশ্যই হইবে।

শিষ্য। বৈষ্ণবের মতে কৃষ্ণ শব্দের অর্থ বোধ হউক বা না হউক বলিলেই হইল।

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ। উহারা বলে—

"এক কৃষ্ণ নাম এত পাপ হরে,
মানবের সাধ্য নাই তত পাপ করে।"

কিন্তু এই কৃষ্ণ নাম জপে পাপ হরণ করাইতে হইলে "কৃষ্ণ" শব্দের অর্থ বুঝিয়া জপ করিতে হইবে। নামীর সহিত যোগে কৃষ্ণ নাম না জপিলে কোন ফলোদয় হইবে না—সে নামী যেরূপই হউন—দ্বিভূজ মুরলীধারী হউন বা বিশ্বাত্মাই হউন। নামীর সহিত যোগ রাখিয়াই নাম জপ করিতে হইবে, তবেই না হৃদয়ে নামী ফুটিয়া উঠিবেন।

[৪৩]

প্রারব্ধ ভোগের সহিত আধ্যাত্মিকতার সম্বন্ধ।

শিষ্য। প্রারব্ধের সহিত আধ্যাত্মিকতার কিছু সম্বন্ধ আছে কি না?

শ্রীশ্রীঠাকুর। প্রারব্ধের সহিত আধ্যাত্মিকতার বিশেষ কিছু সম্বন্ধ আছে আমি স্বীকার করি না। প্রারব্ধ ভোগ সম্বন্ধে। এ জন্মে যে যে প্রারব্ধ লইয়া যে বংশেই জন্ম গ্রহণ করুক—যে কর্ম্মই তাহার করিতে হউক সে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে পারে। প্রারব্ধ শুধু ভোগ সম্বন্ধে আর অধ্যাত্মিকতা আত্মা সম্বন্ধে। ম্যাথর হউক, কুলী

হউক ক্ষতি নাই—সে উন্নত হইতে পারে। ভোগটা প্রারব্ধ জন্য, তাহা আধ্যাত্মিক উন্নতির অন্তরায় হইতে পারে না। কোন প্রকার প্রারব্ধই আত্মোন্নতির পরিপন্থী হইতে পারে না। তবে চরমমুক্তি প্রারব্ধ অনুকূল না হইলে হওয়া কঠিন। তখন সদ্‌গুরু সাহায্য করেন।

[৫৪]

ভগবদারাধনার বিশেষত্ব।

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমরা সব ভগবানের আরাধনা করি। ভগবান, আত্মা ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ এক, কিন্তু তবুও ভগবদারাধনা বড়ই মধুর। এক ভগবানের আরাধনা করিলে তাঁহার অন্যান্য ভাবেরও আরাধনা হয়। মনে কর সূর্য্যরশ্মি যেন ব্রহ্ম, সূর্য্যমণ্ডল আত্মা, আর সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে জ্যোতিঃ ঘনীভূত হইয়া বিগ্রহ রূপ ধারণ করিয়াছেন—তিনিই ভগবান। এক ভগবানের আরাধনা করিলে সব ভাবই হৃদয়ে জাগরূক হইবে। কিন্তু এটী ঠিক জানিও, যে ঈশ্বর ও ভগবান পৃথক্। আমরা ঈশ্বর আরাধনা করি না। ঈশ্বরের সৃষ্টি, স্থিতি, ও প্রলয়ের ক্ষমতা আছে মাত্র। কিন্তু তিনি কে তাহা তিনি নিজে জানেন না; বরং আমি জানি আমি কে!

[৪৫]

জীবশক্তির বিশেষত্ব।

* * * * *

শ্রীশ্রীঠাকুর। ভগবানের ত্রিবিধ শক্তি; স্বরূপ শক্তি অর্থাৎ চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি এবং তটস্থ শক্তি। তটস্থ শক্তিই জীবশক্তি। কুণ্ডলিনীই এই জীব বা তটস্থ শক্তি। এই তটস্থ শক্তি কোন সময় চিচ্ছক্তির দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে অর্থাৎ চিচ্ছক্তিতে মিশিতে চাহে আবার কখনও মায়াশক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পার্থিব বস্তুতে আসক্ত হয়। বস্তুত তটস্থ শক্তিতে উভয় শক্তিই রহিয়াছে। তজ্জন্য মানব যখন যে বিষয়ে ঝুঁকিয়া পড়ে তটস্থশক্তি তদ্বিষয়ে ধাবিত হয়। কিন্তু এই শক্তির স্বভাবতঃ গতিই ঊর্দ্ধে। অর্থাৎ চিচ্ছক্তি সর্ব্বদাই তটস্থ শক্তিকে আকর্ষণ করিতেছে।

[৪৬]

ভাব ভেদে শাক্ত ও বৈষ্ণবে ভেদ।

* *

শ্রীশ্রীঠাকুর। যাহারা ভগবানের আরাধনা করে তাহাদের প্রতি মায়াশক্তি তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, কারণ ভগবান মায়াধীশ—তিনি শক্তিমান। ভগবদ্ভক্তকে মায়া পথ ছাড়িয়া দেয়। তোমাদিগকে একটী স্থূল দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাই। অবশ্য ইহা ঠিক উদাহরণ

নয়—শুধু বুঝাইবার জন্য। মনে কর কোন জমিদারের সহিত তোমার হৃদ্যতা আছে, এইক্ষণ যদি তুমি ঐ জমিদারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাও তবে তাহার ম্যানেজার তাহার সহিত সাক্ষাতে বাধা দিতে পারে না; বরং দরজা খুলিয়া দেয়। কিন্তু এটী ঠিক জানিও,—যে বিষ্ণুর আরাধনা করে অথচ কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করিতে পারে নাই এরূপ ব্যক্তি কিন্তু বিষ্ণুর আরাধনা করিলেও প্রকৃত পক্ষে সে মায়ারই আরাধনা করিতেছে; কারণ সে মায়ার প্রভাব হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। বিষ্ণুর আরাধনা করিলেও মায়া তাহাকে নাকে দড়ি দিয়া টানিয়া লইয়া বেড়াইতেছে। আবার যদি কেহ শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কামিনী কাঞ্চনে আসক্তিশূন্য হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সে মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে। তাহাকে আর মায়া প্রলোভিত করিতে পারে না এবং শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও সে প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণবতা প্রাপ্ত হইয়াছে। মন্ত্র যাহাই হউক না কেন, ভাব ভেদে শাক্ত বৈষ্ণবে ভেদ।

জনৈক গুরুভ্রাতা বলিলেন যে চৈতন্যচরিতামৃতে এমন কি শক্তির প্রসাদ পর্য্যন্ত বৈষ্ণবের গ্রহণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন "আমিও নিষেধ করি।"

পরে বৈষ্ণব দর্শন সম্বন্ধে আলোচনায় বলিলেন "বৈষ্ণব দর্শন খুব উচ্চস্তরের দর্শন। অবশ্য বৈষ্ণব বলিলে তোমরা ন্যাড়ানেড়ী সম্প্রদায় বুঝিও না। আমি সে সমস্ত বৈষ্ণবের কথা বলিতেছি না। একটী উদাহরণ তোমাদের দেই,—দেখ শাক্ত ও বৈষ্ণবের ভাবের ভেদ। হালি সহরের সাধক রামপ্রসাদ সেন ছিলেন শাক্ত। আর তাঁহার পার্শ্বের বাটীতে ছিলেন বৈষ্ণব অচ্যুত গোস্বামী।

শাক্ত রামপ্রসাদ গাহিতেন—

"এ সংসার ধোকার টাটী।
রমণী বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটী।
ইচ্ছা সুখে পান করিয়ে বিষের জ্বালায় ছট্‌ফটি।"

অচ্যুত গোঁসাই তার জবাব দিতেন—

"এ সংসার সুখের কুটী।
আনন্দ বাজারে লুটি, খাই দাই আর মজা লুটি।
যার যেমন মন, তার তেমন ধন, মনের কর পরিপাটী॥
ওহে সেন, অল্পজ্ঞান, বোঝ কেবল মোটামুটী।
শিবের ভাবে ভাঁবনা কেন ব্রহ্মময়ীর চরণ দুটী॥
জনক নামে রাজা ছিল, কিছুতে ছিল না ত্রুটী।
এদিক ওদিক দু'দিক রাখি, খেতে পেত দুধের বাটী॥"

শাক্তের সাধনার অবস্থা—আর বৈষ্ণবের চরম অবস্থা।

[৪৭]

বৈরাগ্য ও সংসারবিরক্তি।

* * * * *

শ্রীশ্রীঠাকুর। সংসারে বিরাগ হইলেই সে মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইল, কিন্তু প্রকৃত বৈরাগ্য কয় জনের হইয়া থাকে? অধিকাংশ লোকের সংসারে অসুবিধার জন্য বিরক্তি হইয়া থাকে, প্রকৃত বৈরাগ্য হইয়াছিল বুদ্ধদেবের। বুদ্ধদেবের কিসের অভাব ছিল? বিষয় বিভব কিছুতেই তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারিল না। একদিন প্রমোদ উদ্যানে গিয়া দেখিলেন নর্ত্তকীগণ বমন করিয়া যেখানে সেখানে উলঙ্গ

অন্ধ উলঙ্গ অবস্থায় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে। এই সমস্ত দেখিয়া তাঁহার বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল।

ভর্তৃহরি রাজা ছিলেন। সন্ন্যাসী দত্ত সামান্য একটী ফল তাঁহার বৈরাগ্য উৎপাদন করিল। একদিন এক সন্ন্যাসী রাজ দরবারে আসিয়া রাজাকে একটী ফল উপহার দিয়া বলিল "এই ফল খাইলে যৌবন চিরস্থায়ী হইবে। এ ফল রাজভোগ্য।" রাজা দেখিলেন যে নিজের যৌবন চিরস্থায়ী করিয়া লাভ কি? রাণীর যৌবনই তাঁহার ভোগ্য, এই মনে করিয়া রাজা রাণীকে সেই ফল উপহার দিলেন। এদিকে অমাত্য-গণের ভিতর একজন রাণীর জার ছিল। রাণী সেই ফল জারের যৌবন চিরস্থায়ী করিবার জন্য গোপনে অমাত্যকে দান করিলেন। অমাত্যের আবার একটী প্রণয়িণী ছিল—সে ম্যাথরাণী; সুতরাং ফলটী ম্যাথরাণীকে দিল। ম্যাথরাণীর আবার একজন ম্যাথর ভালবাসার পাত্র ছিল—ফলটী সে তাহাকে দিল। ম্যাথর মনে করিল যে সে অতি সামান্য লোক, তার চিরযৌবনের মূল্য কি? এই মনে করিয়া সে রাজ সরকারে গিয়া রাজাকে সেই ফলটী দিয়া বলিল "এই ফল খাইলে চির যৌবন হইবে। অতএব এই ফল আপনার ভোগ্য। আপনি ইহা গ্রহণ করুন।" রাজা ফল দর্শনে সব বুঝিতে পারিলেন এবং বিলোমক্রমে অনুসন্ধান করিয়া নিজের প্রিয়তমা পত্নীর প্রতারণা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তন্মুহূর্ত্তেই গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন।

ত্যাগ কয়জন করিতে পারে? যার কিছু নাই সে আবার ত্যাগ কি করিবে? এখন ত্যাগের কথা উঠিলে লোকে বলে আত্মীয় স্বজন ছেলে মেয়ে ফেলে কি করে যাই—কে খেতে দিবে! আরে বাপু! "প্রস্তর মাঝারে কীটাম্বুরে কে করে পালন।"

[৪৮]

নিত্যলোক ও নিত্যমূর্ত্তি।

শিষ্য। ঠাকুর! নিত্যলোক বলিয়া কিছু আছে কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ, নিত্যলোক আছে। গোলক বা গোকুলই নিত্য লোক। সেখানে ভগবানের নিত্যমূর্ত্তি বিদ্যমান। সে মূর্ত্তি ভাবমূর্ত্তি।

শিষ্য। এই শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিই কি নিত্যমূর্ত্তি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। একথা আমি স্বীকার করি না।

শিষ্য। আপনি "প্রেমিকগুরু"তে বলিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিই ত্যমূর্ত্তি

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ। "প্রেমিকগুরু"ই আমার চরম গ্রন্থ। শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি নিত্যমূর্ত্তি এ কথার অর্থ কি? তোমার শ্রীকৃষ্ণ কি প্রকার? আমার মত দাঁড়ি গোঁফ নাই বোধ হয়? দেখ, বাঙ্গলা দেশে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি ছবিতে যেরূপ দেখায়—ঐ লম্বা একটা—রাধার গলা জড়িয়ে ধরে চোখে চোখে তাকিয়ে আছে। উড়িষ্যায় বেঁটে—মাথায় টোপর—রাধার নাকে বড় একটা নথ—মুখ বেরিয়ে যায়। মাদ্রাজে এক প্রকার, পশ্চিমে আর এক প্রকার। তাহ'লে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিটা কি? যার যার মন গড়া নয় কি? উহা কি নিত্য হইতে পারে? ভাবমূর্ত্তিই নিত্যমূর্ত্তি—নিত্যলোক গোলকে বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু সে ভাবটা কি? মনে কর আমার মাতাকে দেখিলে আমার মাতৃভাবের উদয় হয়, অন্য একজনের কামভাব উদয় হইতে পারে। যে মাতৃভাবকে পরিচ্ছিন্ন করা যায় না, অর্থাৎ জগতের সমস্ত মায়ের ভিতর যেটী মাতৃত্ব,—যে মাতৃত্ব বাঘিণীরও

আছে সেই মাতৃত্ব লইয়া যদি একটী মূর্ত্তি গড়া যায় তবে সে মূর্ত্তি যে দেখিবে তাহারই মাতৃভাবের উদয় হইবে। তদ্রূপ আমার পুত্র দেখিলে আমার বাৎসল্যের উদয় হয়, তোমার হয় না। জগতের সমস্ত সন্তানের উপর যে স্নেহ সেই স্নেহই বাৎসল্য ভাব। সেইরূপ আমার সখার উপর আমার যে ভালবাসা, আমার সখাকে দেখিলে তোমার সেরূপ ভালবাসা হয় না। যেটি সখ্য সেটি সার্ব্বজনীন ভাব। আবার আমার স্ত্রীকে দেখিলে আমার মনে যে ভাব হয় তোমার মনে সে ভাব হয় না। কিন্তু এমন যদি কোন মূর্ত্তি থাকে যাহাকে দেখিলে সবারই মধুর ভাবের উদয় হয়, তবেই সেটী নিত্যমূর্ত্তি। সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য ও মধুর এই ভাব চতুষ্টয় গোলকে মূর্ত্ত হইয়া নিত্যই বিরাজ করিতেছেন। সে ভাবগুলি পরিচ্ছিন্ন নয় বলিয়াই তথাকার বালগোপাল দেখিলে সবারই বাৎসল্যের উদয় হইবে। এই ভাবের ভিতর মধুর ভাবই উৎকৃষ্ট। ইহাতে অন্য ভাব সকল পর্য্যবসিত রহিয়াছে। সুতরাং ভাবমূর্ত্তিই নিত্যমূর্ত্তি এবং বৈষ্ণব সাধনাই ভাবের সাধনা।

[২৯]

শ্রীশ্রীঠাকুরের বিভিন্ন জাতীয় ভক্ত।

শিষ্য। মুসলমানদের ভিতর যাহারা সুফী তাহাদের সহিত হিন্দু জ্ঞানীদের প্রভেদ কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কিছু না। মনসুর প্রভৃতি জ্ঞান পথে সিদ্ধ হন।

শিষ্য। ঠাকুর! আপনার কি মুসলমান শিষ্য আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ, আছে।

শিষ্য। তাদের কি হিন্দুর মত মন্ত্র দেন!

শ্রীশ্রীঠাকুর। তাদের মন্ত্র দেই না। তবে সাধন কৌশল দেখিয়ে দেই। কারণ কাহারও ভাব ভঙ্গ করিতে নাই। যে যে ধর্ম্মে আছে তাহাতেই উন্নত হইতে পারে। যে নিজ ধর্ম্ম ত্যাগ করে সে নিজের ধর্ম্মই জানে না।

শিষ্য। ব্রাহ্ম শিষ্য আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। এবার পুরীতে দলে দলে ব্রাহ্ম তরুণীরা আমার নিকট গিয়া দীক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিল। তাহারা বলিল আর নিরাকার ভাল লাগে না। একটা কিছু ধরিতে চাই—একটা কিছু অবলম্বন করিতে চাই—যাহাতে নির্ভর করিয়া থাকা যাইতে পারে।

শিষ্য। খৃষ্টান শিষ্য আছে কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আছে। এবার একজন District Judgeএর পত্নী স্বামীকে গোপন করিয়া আমার নিকট যাতায়াত করিয়াছিলেন, কারণ স্বামী জানিতে পারিলে তিরস্কার করিবেন। তিনি সাধন কৌশলাদি জানিতে আসিয়াছিলেন। Justice Woodroffe এক সময়ে চৈতন্য লাইব্রেরিতে শক্তি সম্বন্ধে একটী দার্শনিক বক্তৃতা দেন। উহা আমি কোন পত্রিকায় পড়িয়া কোন শিষ্যকে প্রতিবাদ করিয়া পত্র লিখিতে বলি। সে পত্রদ্বারা তাঁহাকে বৈষ্ণব দর্শন পড়িতে বলে। উত্তরে Woodroffe লেখেন, তিনি বৈষ্ণব দর্শন কাহাকে

বলে তাহা জানেন না, এবং কি কি পুস্তক পড়িতে হইবে তাহার তালিকা চান। উত্তরে তাঁহাকে নারদপঞ্চরাত্র, চৈতন্যচরিতামৃত, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিতে লেখা হয়। পরে পুরী গিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই সকল বিষয় জানিয়া লন।

[৫০]

সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে উন্নতি অবশ্যম্ভাবী

শিষ্য। ঠাকুর! আমাদের কিছুই হইতেছে না। যেখানে ছিলাম সেইখানেই আছি। বরং দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বে মনের যেরূপ অবস্থা ছিল তাহাও নাই। যাহা কিছু সাধনা করিতেছি সব শুষ্ক,—কঠোর বলিয়া মনে হইতেছে। কিছুই অনুভব করিতেছি না। প্রথমে কিছুদিন একটু অনুভব করিয়াছিলাম তাহা আপনাকে জানাইয়াছিলাম। বর্ত্তমানে সব নিরস মনে হইতেছে। কোনই আনন্দ পাইতেছি না। আমার সত্যানুসন্ধানে স্পৃহা নাই—আমি চাই আনন্দ—আনন্দই আমার লক্ষ্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর। আনন্দ ও জ্ঞান হইলেই ত সব হইয়া গেল। তবে সাধন ভজনের আর প্রয়োজনও হইবে না,—আমার কাছেও আর আসবে না। আনন্দ পেলেই ত সব পেলে। আনন্দ পেলে ত একেবারে ভেসে যাবে।

শিষ্য। আমার কিছুই অনুভূতি হইতেছে না—নিজে মোটেই উন্নত হইতেছি বলিয়া মনে হইতেছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমি কিন্তু জানিতেছি তোমরা উন্নত হইতেছ। আমার নিকট আসিয়া কান্নাকাটি করিতেছ ইহাই ত উন্নতির লক্ষণ।

শিষ্য। অনেক সময় ইচ্ছা হয় এ সব সাধন ছেড়ে দিই। যদি একটুও আনন্দ না পাই তবে কর্‌ব কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। না পাও ছেড়ে দাও।

শিষ্য। এ সব পাই না বলিয়াই ত মহাপুরুষের আশ্রয় লইয়াছি—নতুবা ত প্রয়োজনই ছিল না। আমরা নিজেরা বড় দুর্ব্বল—কোন সামর্থ্য নাই। তাই চাই আপনার সাহায্য ও কৃপা।

শ্রীশ্রীঠাকুর। কৃপা পাইবারও কি একটা সাধনা নাই? ভগবৎ কৃপা বা গুরু কৃপার কি পাত্রাপাত্র বিচার নাই? গুরুর কৃপা সব সময়ই তোমাদের উপর বর্ষিত হইতেছে—সমানভাবে—তবে যাহার সাধনা যত বড় তাহাতেই গুরুকৃপা লক্ষিত হয়। তোমরা কি মনে কর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে কিছু বিশেষ কৃপা করিয়াছিলেন!—তাহা নহে। তোমাদের দোষ নাই। আজকাল দেশের অতি শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। কোনপ্রকার সাধন ভজনের উপায় নাই, সামর্থ্য নাই তোমাদের এই যে ভগবান পাইবার একটা আকাঙ্ক্ষা ইহা খুব ভাল। তোমরা সাধন জগতে অতি শিশু। তাই শিশুর মতই সাধন পথ তোমাদের দেখাইয়া দিয়াছি। তোমাদের ভক্তিপথ। শিশু যেমন "মা" "মা" বলে কান্দে, তোমাদেরও তদ্রূপ প্রার্থনা "হে ভগবন্! আমরা অতি দুর্ব্বল। তোমার উপরই নির্ভর। তুমি কৃপা কর।" এই পথ ভিন্ন অন্য উপায় নাই। নাম কর, নাম কর, ফল পাবে। দু'দিন সাধনা না করিতেই তার ফল পাইতে চাও?

শিষ্য। ঠাকুর! এমন ফলের জন্য প্রার্থনা কর্‌ছি না যে আমাদের

দু'দশ লাখ টাকা হ'ক বা একটা রাজ্য পাই। আমরা চাই উন্নত হইতে। আপনি সাহায্য করুন—আপনি কিছুই করিতেছেন না—আপনার উপর রাগ হয় যে আমাদের কিছু হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, "রাগ হয় হ'ক—সে ভাল। দেখো যেন বিরাগ না হয়। দেখ, জগতে কিছুই বৃথা যায় না। যাহা করিতেছ তাহার ফল অবশ্যই হ'বে। কারণ ভগবান ফলদাতা। তিনি কৃপা অবশ্যই করিবেন—তুমি না চাইলেও করিবেন। অনন্তকালের তুলনায় দু'দশ লক্ষ জন্ম কিছুই নহে। মুকুন্দকে গৌরাঙ্গদেব বলিয়াছিলেন এই গাছটায় যত পাতা আছে তত জন্মে তাহার মুক্তি হইবে। সে তাহা শুনিয়া আনন্দে অধীর হইয়াছিল। অনন্তকালের তুলনায় দু'এক কোটি জন্ম কিছুই নয়।

শিষ্য। ঠাকুর! তবে কি এ জন্মে শেষ করিবার কোনই উপায় নাই?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বাপু! রাত্রি অনেক হ'য়েছে, এখন সোজা কথা শোন—সাধন ভজন কি এতই সহজ? কত কত মুনি ঋষি উর্দ্ধ বাহু বা হেট্‌ মুণ্ড হ'য়ে কত সহস্র বৎসর সাধনা করেছেন—তাদের গায়ে উই এর ঢিবি হ'য়ে গেছে—কাহারও বা নাক কান কীটদষ্ট হ'য়েছে, আর দু'দিনেই তোমরা এত উতলা হয়েছ!

শিষ্য। তা বটে! কিন্তু আমরা চাই মহাপুরুষের কৃপায় দু'দিনে শেষ করতে। তাই আশ্রয় লইয়াছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর। বেশ! তাই যদি জান এবং আমার কথায় যদি বিশ্বাস কর, তবে শোন. আমি যখন শিষ্যের ভার নিয়েছি তখন সে শিষ্য দীক্ষিত হ'ক বা অদীক্ষীতই হ'ক তাহার আর চিন্তা কি!

শিষ্য। কিন্তু ঠাকুর! সাধন ভজনে যদি মোটেই রস না পাই তবে তাহা করি কি করিয়া? আমরা করি ঠিক যেন "রোগী যেমন খায় নিম মুদিয়া নয়ন"।

শ্রীশ্রীঠাকুর। বাপু! সংসারে থাকিয়া ওসব কিছু হয় না। সমস্ত দিন বাজে কাজ করিয়া, হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া, একটু ভগবানের নাম করিলে হয় না। হয় সেই সব গৃহস্থের যাহারা বড় জোর দুই একটা দস্তখত করে, এদিকে কোন চিন্তা নাই, দিন রাত তাঁর নাম নিয়ে থাকে। সংসারেও থাকিব অথচ ভগবান চাই, এ হয় না।

শিষ্য। কি করিব ঠাকুর! পায়ে বেড়ী পড়িয়াছে। কিছুতেই তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছি না। তাই আপনার কৃপার ভিখারী; আপনি ইচ্ছা করিলে এই মুহূর্ত্তে সব হইয়া যায়। আপনি জোর করিয়া আমাকে সংসার হইতে বে'র করুন না? আপনি ত বলিয়াছেন যে যাহাদিগকে ভাল বাসেন তাহাদিগকে জোর করিয়া সংসারের বাহিরে আনেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর। তুমি যাহা বলিতেছ, যাহারা বাড়ী ঘর দুয়ার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়াছে, তাহারাও তোমার সহিত ঐ একই কথা বলিবে। সংসারে থাকিয়াও যদি মাঝে মাঝে কোন জঙ্গলে বা নির্জ্জন প্রদেশে বা কোন তীর্থস্থানে—কোন সাধুর কাছে থাকিয়া সাধনা করা যায় তবে হাতে হাতে ফল পাওয়া যায়। এত প্রবন্ধ লিখিতেছ, কর না নিজের জীবনে প্রতিফলিত। নিজের জীবনে উহা সত্য কর।

শিষ্য। প্রবন্ধ লেখা সহজ কিন্তু নিজের জীবনে প্রতিফলিত করা বড়ই কঠিন। আমি এতক্ষণে আপনার উপদেশের মর্ম্ম এই বুঝিলাম যে যাহারা গৃহত্যাগ করিতে পারিতেছে না তাহারা মাঝে মাঝে নিজ গুরুর নিকটে দু'চার মাস থাকিয়া সাধনা করিবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ। তাহা হইলে শীঘ্র অনুভূতি আনিয়া দেওয়া যায়। কিন্তু আমার নিকট অবস্থান করিয়া সাধনা করিতে যাইবার পূর্ব্বে আমার মানসিক স্বচ্ছন্দতা আছে কিনা তাহা জানিয়া লইবে।

শিষ্য। মনে করুন কিছুদিন গুরুর নিকট থাকিয়া সাধন ভজন দ্বারা আমার কিছু অনুভূতি হইতে লাগিল কিন্তু সংসারে ফিরিয়া আসিলে সে অনুভূতি ত বিচ্যুত হইতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর। না, তাহা হইতে পারে না। উহা পুঞ্জীভূত সংস্কার হইয়া যাইবে। উহা থাকিয়া যাইবে। যখন আগুণের কাছে আসিয়া পৌছিয়াছ তখন কাষ্ঠ যে প্রকারই হউক না কেন অগ্নিতে পরিণত হইবেই। অগ্নির সংস্পর্শে শুষ্ক কাষ্ঠ তৎক্ষণাৎ জ্বলিয়া উঠে কিন্তু কাষ্ঠ যদি ভিজা বা কাঁচা থাকে তবে প্রথমত জল নিঃসরণ হয়, পরে ধোঁয়া হয়, অবশেষে অগ্নিতে পরিণত হয়। তোমরা যখন অগ্নির নিকট আসিয়া পৌছিয়াছ তখন একদিন অগ্নিতে পরিণত হইবেই।

শিষ্য। (নিজের হাত দেখাইয়া) এই দেহের স্থিতিকালে হবে ত?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ, হাঁ, হ'বে।

[৫১]

ঋষির দেহ আশ্রয় করিয়া ভগবান অবতীর্ণ হন।

শিষ্য। ঠাকুর! ১৩৩০সালের "আর্য্যদর্পনে" ৩৪৫ পৃষ্ঠায় "বিচিত্র প্রসঙ্গে" উক্ত হইয়াছে "ভগবানের যখন অবতার হয় তখন কর্ম্মের সমষ্টি আশ্রম করিয়া হয়। তিনি নিজে দেহ ধারণ করেন না—দেহ তৈয়েরী হয় জগতের কোন মহাপুরুষের। জগতের হিতকামনা করিতে করিতে যাঁরা জগতের কোন বিশেষ অধিকার পাইয়াছেন, যাঁরা আধিকারিক পুরুষ তাঁদের দেহেই তিনি আবির্ভূত হন। একটা দেহ আশ্রয় করিতে হইলেই তার কারণ বা বীজ থাকা চাই। তা' থেকে সূক্ষ্মের সৃষ্টি হবে। তারপর স্থূল—কিন্তু ভগবানের ত কামনা বা বাসনা নাই যাতে তাঁর কারণ দেহ থাকিবে। তাই মহাপুরুষদের যে জগতের হিত করিবার কামনা তাই আশ্রয় ক'রে ভগবানের ইচ্ছার উদ্ভব হয়। সেই কারণ হইতেই ক্রমে তাঁর আবির্ভাব সম্ভব হয় ।...............শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ অবতার। নারায়ণ ঋষির দেহে তাঁর আবির্ভাব হইয়াছিল........."

নারায়ণ ঋষির দেহে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব এই কথার আমি প্রতিবাদ করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর। ভগবানের যখন আগমনের প্রয়োজন হয় তখন কোন পবিত্র আত্মাকে আশ্রয় ক'রে প্রকাশিত হন। সেই মহাত্মার কারণ শরীর অবলম্বন করেন। শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ ঋষির দেহ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

শিষ্য। বেশ; তাই যদি হয় তবে আমরা উপাসনা করি কাহার? ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের ত?—যাহাকে ইংরেজীতে Absolute বলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ।

শিষ্য। Absolute যিনি তিনি স্বাধীন, সম্পূর্ণ, অসীম এবং প্রকৃত। কিন্তু মূর্ত্তি সসীম, সংকীর্ণ। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তির উপাসনা করিলে নারায়ণ ঋষির জড় দেহের উপাসনা হইতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর। দেখ, এই মূর্ত্তি জড় নহে। তোমরা যাঁহার উপাসনা কর তিনি চিদঘন—সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ।

শিষ্য। ধরুণ যেন জ্যোতিঃ ঘনীভূত হইয়া ঐরূপ মূর্ত্তি হইয়াছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ,—ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান ক্রমশঃ ঘনীভূত ভাব। আর এই যে মূর্ত্তি ইহা স্বগতঃ স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ বর্জ্জিত।

শিষ্য। তবে ত শঙ্করের বাক্য মিথ্যা।

শ্রীশ্রীঠাকুর। শঙ্করের কি বাক্য?

শিষ্য। শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন "স চ ভগবান্ জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তি-বলবীর্য্যতেজোভিঃ সদা সম্পন্নস্ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং স্বাং মায়াং মূলপ্রকৃতিং বশীকৃত্য অজোঽব্যয়ো ভূতানামীশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-স্বভাবোঽপি সন্ স্বমায়য়া দেহবানিব জাতইব চ লোকানুগ্রহং কুর্ব্বন্নিব লক্ষ্যতে।"

শ্রীশ্রীঠাকুর। শ্রীকৃষ্ণ যে নারায়ণ ঋষির দেহে আবির্ভূত হইয়া ধরায় প্রকাশিত হইয়াছিলেন শঙ্করাচার্য্য উহা অন্যত্র স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

শিষ্য। তবে কি শ্রীভগবান ইচ্ছা দেহ বা মায়িক দেহ রচনা করিতে পারেন না? যদি না পারেন তবে কি প্রকারে তাঁহাকে ষড়ৈশ্বর্য্যশালী বলিব!

শ্রীশ্রীঠাকুর। তাও পারেন। তুমি যেরূপভাবে চাইবে তিনি সেইরূপ মূর্ত্তিতেই তোমার নিকট আসিবেন। তবে কি জান, এই স্থূল

পৃথিবীতে মানুষের মত কর্ম্ম করিতে হইলে স্থূল রক্ত মাংসের দেহের প্রয়োজন। শ্রীভগবান অজ, চিদ্ঘন সুতরাং কোন মহাপুরুষের কর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া রক্ত মাংসের শরীর গ্রহণ করেন।

শিষ্য। তা' যদি হয় তবে ভাগবতে সর্ব্বত্রই ত শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভূজ মূর্ত্তির উপাসনা করিতে বলিতেছে। তবে এই যুগলমূর্ত্তির তন্ত্রশাস্ত্র সম্মত উপাসনা বিধেয় কেন? পৌরাণিক উপাসনা দেখি না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পুরাণ মহাবিষ্ণুর ধ্যান ও উপাসনা করিতে বলিতেছে। কিন্তু পরবর্ত্তী বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণব দর্শনের আরও উৎকর্ষ সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাই যুগল উপাসনারূপ ভাগবত ধর্ম্মের চরমতত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন। আর এ সমস্ত বাদ দিলেও যে কোন ব্যক্তিকে ভগবৎস্বরূপে চিন্তা করিলে—সে ব্যক্তি যেরূপই হউক না কেন, ভগবানের সাড়া পাওয়া যায়।

শিষ্য। তাহা হইলে ঐ ভাবটারই ধ্যান হয়—সে ব্যক্তির নয়, শুধু ভগবদ্ভাবের।

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ। কেহ কেহ বা কোন সদ্ব্যক্তির আত্মাকে উপাসনা করে, তা সে ব্যক্তি মুক্ত হউক বা নাই হউক তাহাতে যায় আসে না।

[৫২]

ধ্যানের অর্থ।

শিষ্য। ঠাকুর! ধ্যান অর্থ কি ? আমরা ত পড়িয়াছি - "ন ধ্যানং ধ্যানমিত্যাহু ধ্যানং শূন্যগতং মনঃ।" যদি তাহাই হয় তবে আমরা যাহা করি উহা ধ্যানই নহে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসিলেন—বলিলেন "তুমি ত ঐটীই পেয়ে নিয়েছ। এই সূত্রগত ধ্যানের অর্থ সমাধি। প্রথমে ধারণা—কোন একটা কিছুতে মন সংলগ্ন করার চেষ্টা, পরে তাহাতে লাগিয়া থাকা, পরে রূপের লয় বা মনোলয়, পরে সমাধি অবস্থা। ধ্যান অর্থে এখানে সমাধি বলিতেছে। এ ধ্যান অর্থে নিরালম্ব ধ্যান বা শূন্য। উহা সন্ন্যাসীর পক্ষে—তোমাদের জন্য নহে।

[৫৩]

বেদের নিস্ত্রৈগুণ্য।

শিষ্য। হিন্দুধর্ম্ম বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন" ইত্যাদি বহু বাক্য দ্বারা গীতা বেদকে নিন্দা করিতেছেন কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ঠিক নিন্দা নয়। তবে কি জান! বেদকে সবাই অপৌরুষেয় বলে, কিন্তু অপৌরুষেয় কি তাহা বুঝিতে হয়। প্রথমতঃ

ঋষিরা যে সমস্ত সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহাই অপৌরুষেয়। সেই সত্য সমূহ তাঁহারা শিষ্যদিগকে বলিতেন। তারপর শিষ্য হইতে শিষ্যে চলিতে লাগিল। তারপর এক সময় উহা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। ছন্দ ও ভাষা ইহাত অপৌরুষেয় হইতেই পারে না। বেদের ভিতর যে সমস্ত রাখালের সঙ্গীত আছে তাহাও কি অপৌরুষেয়? সে সব যে অতি সাধারণ ভাব। বেদের উপনিষদ ভাগ বেদের সকাম ক্রিয়া কাণ্ড ইত্যাদিকে ত্যাগ করিতে বলিতেছে।

[৩২]

জগদ্‌গুরুর আবির্ভাব।

লণ্ডন—১২ই জুন, ১৯২৬।

থিওসফিক্যাল্ সোসাইটীর মহাসভা।

নূতন জগদ্‌গুরু ঘোষণা।

(ক)

কুইন্স হলে থিওসফিক্যাল সোসাইটীর এক মহাসভায় কৃষ্ণমূর্ত্তি নামে এক যুবককে জগদ্‌গুরু বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। এই ঘোষণার পক্ষে ৬০০ প্রতিনিধি ভোট দিয়াছিলেন, এবং মাত্র ৫৩ জন বিপক্ষে ভোট দেন।

———

জগদ্‌গুরুকে স্বীকার করিতে অসম্মতি।

লণ্ডন, ১২ জুন।

(খ)

কুইন্স হলে থিওসফিক্যাল সোসাইটীর যে মহাসভা হয়, তাহাতে সিংহল ও অন্যান্য দেশ হইতে বহু প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন। কার্য্যনির্ব্বাহকমণ্ডলীর ভূতপূর্ব্ব সভ্য মিঃ লফটাস হেয়ার বিরুদ্ধপক্ষের নেতারূপে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন। তাহাতে তিনি সভার উপর বলপ্রয়োগপূর্ব্বক একটি নূতন জাগতিক ধর্ম্ম ও এক নূতন জগদ্‌গুরু মানিয়া লইবার জন্য সভা-নেত্রীর চেষ্টার সমর্থন করিতে অস্বীকৃত হয়েন। শ্রীমতী ডাক্তার বেসান্ট বলেন, সভা যদি তাঁহার স্বাধীন চিন্তার প্রতিবন্ধকতাচরণ করেন, তাহা হইলে তিনি সভা-নেত্রীর পদ পরিত্যাগ করিবেন। তিনি এইরূপে ভয়প্রদর্শনপূর্ব্বক আবার বলেন যে, এই মহাসভা যদি মিঃ লফটাস হেয়ারের প্রস্তাব অনুমোদন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা জন্মান্তরবাদ নীতিও পরিত্যাগ করিবেন, যে নীতি খৃষ্টধর্ম্মও বর্জ্জন করেন নাই।

প্রিটোরিয়ার ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি, মাননীয় এল, এস, বৃষ্টো একটি সংশোধক প্রস্তাব উপস্থিত করেন, সভায় প্রায় অধিকাংশ সভ্য সেই সংশোধিত প্রস্তাব সমর্থন করেন। সেই প্রস্তাবটির মর্ম্ম এই :— ধর্ম্মসংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার সত্য যে কোন সূত্র হইতে প্রকাশিত হউক না কেন, এই সভা তাহা সাদরে গ্রহণ করিবেন। তিনি সভার সভ্যদিগকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন যে, বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব আয়ত্ত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহারা যেন এই সকল প্রচারিত সত্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।

Onen (Holland),

July 26, 1926.

(গ)

THEOSOPHISTS CONFER.

Throne of tree-trunks for Krishnamurti.

At the annual Congress of the Theosophical Order of the Star in the East, on the Eerde Estate, Mrs. Annie Besant, though repeatedly interrupted by down pours of rain, addressed a crowded audience for an hour on the inner Government of the world. Krishnamurti occupied the place of honour on the plat-form but did not speak.

A feature of the Congress is the so called "Camp-fire" surrounding a large fire place are rows of benches of felled tree-trunks, and on one side is a large throne composed of tree-trunks for Krishnamurti.

Two thousand delegates are attending the Congress and they represent 29 countries. They include 389 from England, 5 from India, 1 from Egypt, 4 from Australia and 6 from the Dutch East Indies.

The Eerde Estate, of 5000 acres had been presented to the Order by the Dutch Baron, Von Pallanot, who is a follower of Krishnamurti.

(Reuter)

(ঘ) লণ্ডন, ৮ই আগষ্ট

প্রাচ্য তারকা সভার মহাসম্মেলন।

"জগদ্‌গুরুর" কবিতা আবৃত্তি।

প্রাচ্য তারকা মণ্ডলীর মহা-সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে। ৩৮টি ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে ২০০০ সভ্য এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীমতী এনি বেশান্ত, শ্রীযুত কৃষ্ণমূর্ত্তি, রাজগোপাল আচারিয়া, জিনরাজ দাস, উদারমতাবলম্বী ক্যাথলিক গির্জ্জার বিশপ ওয়েজউড, লেডী ডি লা ওয়ার, মিঃ জি, ল্যান্সবারি, শ্রীমতী বেশান্ত স্কট এবং লর্ড অসালষ্টনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সম্মেলনে মণ্ডলীর বাহিরের লোকের প্রবেশ নিষেধ ছিল। অপরাহ্নের বক্তৃতায় সংবাদপত্রের রিপোর্টারগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন মিঃ কৃষ্ণমূর্ত্তি তিনটি কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন, সেগুলি বেতার যন্ত্রের সাহায্যে চারিদিকে প্রচারিত হইয়াছিল। যে সকল ব্যক্তি মণ্ডলীর সভ্য নহেন, তাঁহারা সভায় প্রবেশের অনুমতি পাইবার জন্য অনেক টাকা দিয়াছিলেন।

শ্রীমতী এনি বেশান্ত বলিয়াছিলেন যে, যে সকল ব্যক্তি মণ্ডলীর সভ্য নহেন কেবল তাঁহাদেরই জন্য বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছে, যাঁহারা জগদ্‌-গুরুর অভ্যুদয়ে আস্থাবান, এই অনুষ্ঠান তাঁহাদিগের জন্য নহে।

অন্যান্য কার্য্য গত বৎসরের পদ্ধতিতেই সম্পাদিত হইয়াছিল। গত বৎসরের ন্যায় গোধূলি সময়ে বহ্ন্যুৎসবও হইয়াছিল।

বসুমতী (১০.৮.২৭)।

শিষ্য। (উপরোক্ত সংবাদ কয়েকটী পাঠান্তে) বর্ত্তমানে একজন জগদ্‌গুরুর আবির্ভাবের আবশ্যকতা আছে কি না এবং থাকিলে থিওসোপিক্যাল সোসাইটী যাঁহাকে জগদ্‌গুরু বলিয়া ঘোষনা করিয়াছেন

সেই কৃষ্ণমূর্ত্তিই জগদ্গুরু কি না। বৌদ্ধেরা বলিতেছেন যে বর্ত্তমানে পঞ্চম বুদ্ধ অর্থাৎ মৈত্রেয় ঋষি আসিবেন, হিন্দুরা বলিতেছেন যে মৈত্রেয় ঋষির দেহে ভগবান আবির্ভূত হইবেন; মুসলমানেরা বলিতেছেন হজরত মেধি আসিবেন, জোরষ্ট্রীয়ানরা বলিতেছেন Sosiosch আসিবেন, ইহুদীরা বলিতেছেন Messiah আসিবেন, খৃষ্টানরা বলিতেছেন Christ আসিবেন। আমার বিশ্বাস যে একই মহাপুরুষকে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণ বিভিন্ন ভাবে দেখিতেছেন। বর্ত্তমান যুগে কর্ম্মের স্রোত ফিরাইবার জন্য একজন জগদ্গুরুর আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু সেই জগদ্গুরু এই কৃষ্ণমূর্ত্তি কিনা এই বিষয়ে আপনার অভিমত কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। "এ সব সম্বন্ধে আমি কিছু বলিব না।" (কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিলেন) মান্দ্রাজ হইতেই বড় বড় ধর্ম্মপ্রচারক ভারতে আবির্ভূত হইয়াছেন। শঙ্কর, রামানুজ ইঁহারা সবাই মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণ। কৃষ্ণমূর্ত্তিও মান্দ্রাজী। তিনি যদি জগদ্গুরুই হন তবে সে ভারতের গৌরবের কথা।

পরদিন এসম্বন্ধে পুনরায় জিজ্ঞাসা করায় শ্রীশ্রীপরমহংসদেব বলিলেন "প্রত্যেক সম্প্রদায়ই তাহার গুরুকে জগদ্গুরু বলিতে পারে। তবে এস্থানে অবতার অর্থে জগদ্গুরু বলিলে চলিবে কেন? তোমরা জেনে রাখ, যিনি আসিবেন উঁহারা তাঁহার জন্য কর্ম্মক্ষেত্র তৈয়ার করিতেছেন।

শিষ্য। "আসিবেন" বলিতেছেন, তবে কি উঁহারা যাঁহাকে অবতার বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই?

শ্রীশ্রীঠাকুর। না। যিনি আসিবেন তিনি এই কর্ম্মক্ষেত্র দখল করিয়া বসিবেন। তিনি যদি এসে থাকেন তবে সাড়া পাই কই—

প্রাণে প্রেরণা আসে কই? তিনি যে দিন আসিবেন সে দিন আমি আমার সমস্ত শিষ্য ভক্ত নিয়ে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়িব।

শিষ্য। কিন্তু কি ভাবে এ জগতে ধর্ম্মস্রোত প্রবাহিত হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। একটী ধর্ম্ম (সাধারণে অপ্রকাশ্য) হিন্দু ধর্ম্মের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়া এক প্রবল ধর্ম্মে পরিণত হইবে। তখনই জগদ্‌গুরু এই জগতে নূতন ভাবে হিন্দু ধর্ম্ম জাগাইয়া দিবেন। ভারত চিরদিনই ধর্ম্মগুরু রহিয়া যাইবে। ভারতে কোন দিনই রজোগুণের প্রবৃদ্ধি হইবে না; ভারত সত্ব গুণের স্থান। এখানে সত্ব গুণ চির দিনই প্রবল রহিবে। এখানে অন্য গুণের স্থান নাই।

শিষ্য। তখন কি হিন্দু মুসলমানে মিলন হইবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ, হইবে। সব সম্প্রদায়ই তখন শান্তিতে বাস করিবে।

শিষ্য। এখনও যে কেন হিন্দু মুসলমানে বিবাদ হয় বুঝি না। ইস্‌লাম ধর্ম্মের শাস্ত্রাদিতে ত tolerationএর কথা দেখিতে পাই। কোরাণ হইতে উদ্ধৃত করিয়া Mr. (now Sir.) Amir Ali. তাঁহার Spirit of Islam পুস্তকে যাহা লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিতেছি। "The same sentiment is repeated in similar words in the 5th Sura; and a hundred other passages prove that Islam does not confine "Salvation to the followers of Mahammed alone :—To every one have we given a law and a way ... ... And if God had pleased, He would have made you all (all mankind) one people (people of one religion). But He hath done otherwise, that He might try you in that in which He hath severally

given unto you. Wherefore press forward in good works. Unto God shall ye return, and He will tell you that concerning which ye disagree.

Page 154.

The passage in the Koran "Let there be no compulsion in religion" testifies to the principle of toleration and charity inculcated by Islam. "What wilt thou force men to believe when belief can come only from God" Adhere to those who forsake you, speak truth to your own heart ; do good to every one that does ill to you."

Page 173.

তবে এ বিরোধ এ দ্বন্দ্ব বিসম্বাদ কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। শুধু শিক্ষার অভাবে। কোরাণ পাঠে তাহার তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে। জগতে সব ধর্ম্মই মূলতঃ এক। যে শ্রেণীর লোক এ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের ভাল ভাবে ধর্ম্ম গ্রন্থের আলোচনা করা উচিত। তাহা হইলেই সব ধর্ম্মাবলম্বীই ভাই ভাই হইবে ও শান্তিতে বাস করিবে। সব ধর্ম্মের comparative study চাই ও নিজের ধর্ম্মে আস্থাবান হওয়া চাই।

শিষ্য। কোরাণের যৎকিঞ্চিৎ পাঠে ও মৌলবীদের সঙ্গে সেসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ও তৎসঙ্গে Sir Amir Alir "Spirit of Islam" নামক পুস্তক পড়িয়া যতদূর বুঝিতে পারি তাহাতে হিন্দু ধর্ম্মের তত্ত্বের সহিত ইস্লাম ধর্ম্মের তত্ত্বের বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। "The spirit of Islam"এর একটী অংশ পাঠ করিতেছি।

"* * * * The universe was an immanation from God, but not directly ; the Primal Absolute cause created Reason, or the Active Intelligence ; and from this proceeded the Nāfs-i-nufus, the Abstract Soul, from which sprang primary matter, the protoplasm of all material entities ; the Active Intelligence moulded this primary matter and made it capable of taking shapes and forms, and set it in motion, whence were formed the spheres and planets. Their (Brother of Purity) morality is founded on this very conception of the Primal Absolute Cause being connected by an unbroken chain with the lowest of His creation ; for the Abstract Soul individualised in humanity is always struggling to attain by purity of life, self-decipline, intelectual study, the goal of Perfection,—to get back to the source from which it immanated. This is Maād ; this is the "Return" which the Prophet taught ; this is the rest and peace inculcated in the scripture.

Page 401.

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ। সমস্ত ধর্ম্মেরই মূল সূক্ষ্মতত্ত্ব বিচার করিতে গেলে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না।

[৩৫]

ভারতীয় ঋষিগণের পাশ্চাত্য দেশে জন্মগ্রহণ।

শিষ্য। ঠাকুর! থিয়োসোপিক্যাল সোসাইটীর সংস্পর্শে আসিলে অনেক নূতন কথা অবগত হওয়া যায়। প্রসিদ্ধ থিয়োসফিষ্ট Col Olcot নাকি পূর্ব্বজন্মে বাঙ্গালী ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর। থিয়োসোপিক্যাল সোসাইটী Col Olcotএর ন্যায় লোকের নিকট বহু ঋণী। তিনি ঋষিতুল্য লোক ছিলেন। এক সময় দুই মাস কাল তাঁহার সহিত আমি মান্দ্রাজে অবস্থিতি করিয়াছিলাম।

শিষ্য। স্যায়ণাচার্য্য যদি Maxmular হইয়া জন্মিয়া থাকেন, গদাধর শিরোমণি যদি John Stuart Mill হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া হিন্দুদের অধ্যাত্ম সম্পত্তি পাশ্চাত্যদেশে প্রচার করেন তবে হিন্দুদের ভিতর কি আর ভাল লোক জন্মগ্রহণ করিবে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর। এটা যুগ মাহাত্ম্য। তাঁহারা বিজাতীয় ভাবায় হিন্দুদের বেদ বেদান্ত প্রচার করায় জগতের এক মহা কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। আর পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী হিন্দুগণেরও বিজাতীয়গণের নিকট হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থ ইত্যাদির আদর দেখিয়া চোখ্ ফুটিয়াছে।

[৫৬]

ভগবান অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় কিনা।

শিষ্য। ভগবান যদি অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় (unknown and unknowable) হন, তবে তাঁহাকে জানিবার চেষ্টা বৃথা কিনা? জগতের সমস্ত ধর্ম্মের সমস্ত উচ্চ ধর্ম্মগ্রন্থে ঐ একই কথা বলে—তিনি "অবাঙ্‌মনসো গোচরঃ"। তিনি যাহাকে দয়া করিয়া ধরা দেন তিনিই যে জানেন এরূপ নহে। জানিলেও কতটুকুই বা জানিতে পারেন। কোরাণ বলিতেছেন তাঁহাকে কেহই সম্যক্ জানিতে পারে না। তবে সুন্নি সম্প্রদায় যদিও ভাগবত* ধর্ম্মের অনেকটা অনুকরণ করিয়াছেন কিন্তু সিয়াগণ বলিতেছেন "God is not an object to be seen by any one. This is impossible. He is far above the objects of the senses. He can neither be seen in this life nor the next." * তবে "যম্ এষ বৃণুতে" এ কথা কতদূর ঠিক, কারণ তিনি মহম্মদকে বরণ করিয়া তাঁহার ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইলেও মহম্মদ তাঁহাকে জানিতে পারিয়াছিলেন এরূপ নহে। তিনি বরণ করিলেই তাঁহাকে জানা যায় না।

বুদ্ধদেবের নিকট কেহ ভগবানের কথা পাড়িলে তিনি বলিতেন, কেহ কি এপর্য্যন্ত ভগবানকে দেখিয়াছে? কেহ আমাকে দেখাইতে

* Islam in the light of Shiaism being a translation of the Shariatul Islam. Part 1 by Maulana Syed Mahammed Saheb, son of His Holiness Maulana Syad Nujm Hossain Saheb.

পারে? বুদ্ধের কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম। কারণ তাঁহার উদ্দেশ্য অন্য রকম ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর। যখন তাঁহাকে জানা হয়ে যা'বে—যখন আত্মসাক্ষাৎকার হবে, তখন আমি ব'লে জিনিষ থাক্‌বে না। "আমি" "তিনি" হ'য়ে যাবেন। আমার কতটুকু? একটা কথা আছে "সবকই জীয়ানা একই দাতা।" এক তিনিই মাত্র আছেন। তখন কে কাকে জানবে? তখন সবই তিনি। আর মহম্মদই তাঁহাকে সম্যক্ জান্‌বেন কি প্রকারে? ভগবান তোমার ভিতর, আমার ভিতর, মহম্মদের ভিতর, সবারই ভিতর বাহিরে আছেন। তবে সূর্য্যরশ্মি যেমন স্ফটিকের স্বচ্ছতাহেতু তাহাতে প্রতিবিম্বিত হয় তদ্রূপ মহম্মদের স্বচ্ছ হৃদয়ে তিনি কিছুমাত্র প্রকাশিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে সম্যক্ জানিবার স্পর্দ্ধা কে করিতে পারে? কাজেই তাঁহাকে অজ্ঞাত (unknown) ও অজ্ঞেয় (unknowable) বলায় কিছুই দোষ হইতে পারে না। তবে বুদ্ধদেবের কথা স্বতন্ত্র। তিনি একটী উদ্দেশ্য লইয়া জগতে আসিয়াছিলেন তাহাই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। আর unknown (অজ্ঞাত) এবং unknowable (অজ্ঞেয়) বলিলেই দোষ হয়না, কারণ thus far জানিলে তদরিক্তিও যে কিছু আছে—অর্থাৎ যাহা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় তাহার একটী ভাব স্বভাবতঃই আইসে; unknowable অমৃত সিন্ধু।

[৩৭]

সদ্গুরু নিজেই ধরা দেন।

শিষ্য। কঠোর সন্ন্যাসযোগ বা জ্ঞানী গুরুর সেবা ব্যতীত কেহই প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে না ইহা আপনার অভিমত। কিন্তু যাহারা জ্ঞানী গুরুর সেবা দ্বারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের উন্মেষ করিতে চায়—তাহারা গুরু যে জ্ঞানী ইহা কি প্রকারে বুঝিবে? ধরুন কাঠিয়া বাবার কথা। কে তাঁহাকে জ্ঞানী বলিয়া বুঝিবার অহঙ্কার করিতে পারিত—যদি তিনি নিজে ধরা না দিতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর। জ্ঞানলিপ্সু জ্ঞানী দেখিলে বুঝিতে পারে। গুরুকে বাজিয়ে লওয়া যায় না। জহুরী না হইলে জহরৎ চেনা যায় না। তবে গুরুশিষ্য সম্বন্ধ পূর্ব্ব হইতেই ঠিক আছে। সময় হইলে গুরুর আকর্ষণ দ্বারা শিষ্য গুরুর পায়ে লুটিয়ে পড়িবে। শিষ্য আকর্ষণটা বুঝিতে পারিবে।

[৩৮]

সূক্ষ্ম শরীর কি প্রকারে রচিত হয়

শিষ্য। পাপ পুণ্যের ফল কি প্রকারে পরে লিঙ্গ শরীর বা সূক্ষ্ম শরীর রচনা করে? পাপ পুণ্যের ফল সংস্কার মাত্র কিনা?

শ্রীশ্রীঠাকুর। স্থূল শরীরটা কিছুই নহে। স্থূল শরীরের চালক

সূক্ষ্ম শরীর। যাহা কিছু ঘটনা ঘটে সমস্তই চিৎক্ষেত্রে recorded হয়। এই record এর সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীর। তজ্জন্য যত কিছু ভোগ আমাদের সূক্ষ্ম শরীরে হইয়া থাকে। ভোগ কখনই স্থূল শরীরে হয় না—হইতে পারে না। যাবতীয় ভোগই সূক্ষ্ম শরীরে হয় তবে কখন কখন স্থূল শরীরে তাহার চিহ্ন প্রকট হয় মাত্র।

[৫৯]

ভূতশুদ্ধি ব্যতীত পূজার্চ্চনা নিষ্ফল।

আমাদের উপস্থিতিতে জনৈক পণ্ডিত শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন ভূতশুদ্ধি ব্যতীত পূজা হয় কি না?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ভূতশুদ্ধি ব্যতীত পূজাই হয় না, আর ভূতশুদ্ধি বর্ত্তমানে কেহই করিতে পারে না। সুতরাং সব পূজার্চ্চনাই বৃথা। ভূতশুদ্ধি হইলেই ত হইয়া গেল। আজকাল যাহারা লেখাপড়া শেখে তাহারা চাকরী লইয়া বিদেশে যায়,—আর যে সমস্ত ব্রাহ্মণ লক্ষ্মীছাড়া তারা যায় যজমানের বাড়ী লক্ষ্মী পূজা করিয়া তাদের বাড়ীতে লক্ষ্মী অচঞ্চলা করিতে। আরে বাপু! তোর আহ্বানে যদি লক্ষ্মী অচঞ্চলা হ'য়ে যজমানের বাড়ীতে ঠিক থাক্‌বে তবে তুই নিজে খেতে পাস্ না কেন?

পণ্ডিত। তবে কি পূজার্চ্চনা ছেড়ে দেওয়া কর্ত্তব্য?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যদি কোন ব্যক্তির পূজার্চ্চনায় তোমার অবিশ্বাস হয়

তবে তাহাকে সমাজের খাতিরে পূজার্চ্চনায় নিযুক্ত করায় তুমি নিজেই পাপভাগী হ'বে।

পণ্ডিত। বহু পূর্ব্ব হইতে আমাদের বাটীতে যাহাকে বার মাসে তের পার্ব্বণ বলে তাহাই হইয়া থাকে। সে সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা উচিৎ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তোমার নিজেরই পূজার্চ্চনা করা উচিত। তাহাতে আর কিছু না হইলেও আন্তরিকতা থাকিবে। চিত্তশুদ্ধি হইবে।

শিষ্য। এটা কি সব জাতির সম্বন্ধে প্রযোজ্য?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ব্রাহ্মণেতর জাতির দেবার্চ্চনায় অধিকার নাই। তাহাদের দেবার্চ্চনা ছেড়ে দিতে হইবে। নতুবা উপযুক্ত ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিতে হইবে। তবে প্রত্যেকেরই—সে যে কুলোদ্ভব হ'ক না কেন তাহার আত্মজ্ঞান লাভের অধিকার আছে; ভগবানের আরাধনার অধিকার আছে। ভগবানকে ও দেবতাকে এক করিয়া ফেলিও না।

[৬০]

Religious Endowment Act সম্বন্ধে মতামত।

শিষ্য। মঠাদিতে যেরূপ অনাচার হইতেছে তাহাতে যদি একটী Religious Endowm nt Act হয় এবং ভারতের সমস্ত মঠকে যদি এই Act এর অধীনে আনা যায় তবে কেমন হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Dr. Gour ও Mr. Patel প্রভৃতি যদি সমাজের নেতা হন তবে হিন্দু ধর্ম্মকে রক্ষা করা একটা মহা দায় হইয়া উঠিবে।

আমি স্বরাজের পক্ষপাতী নই। স্বরাজ হইলে হিন্দু ধর্ম্মের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ হইয়া যাইবে। শাস্ত্রে আছে—"নরাণাঞ্চ নরাধিপ।" নরাধিপের শরীর অষ্ট দিকপালের অংশভূত। সেই রাজা হউক না কেন তাহাতে ভগবানের হাত আছে। ইংরেজরা অনেকাংশে বর্ত্তমান হিন্দু অপেক্ষা উন্নত। তাহারা সাম্যবাদী। বর্ত্তমানে শক্তিশালী নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষ পরস্পর বিবদমান দুইটী জাতির ভিতর সমতা রক্ষা করিয়া দেশকে বিপ্লবের হাত হইতে রক্ষা করিতেছে। দেশবাশী যতদিন মানুষ না হইবে ততদিন স্বরাজ না হওয়াই ভাল। মানুষ হইবার পূর্ব্বে স্বরাজ লাভ হইলে উহা আত্মোন্নতির পরিপন্থী হইবে। সর্ব্বাগ্রে অস্পৃশ্যতা ও সামাজিক অত্যাচার দুরীভূত করিতে হইবে।

[৬১]

গ্রহণকালে ধর্ম্ম কর্ম্ম বিধেয় কেন ?

শিষ্য। সূর্য্য অথবা চন্দ্রগ্রহণের সময় হিন্দুদের ধর্ম্ম কর্ম্ম বিধেয় কেন? ইহা কি কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তিসম্মত?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্বন্ধে পৌরাণিক যুক্তি। বিশ্বাসই ইহার ভিত্তি। খাদ্যাদি ফেলিবার সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক যুক্তি। ইহার কারণ গ্রহণ সময়ে বায়ুমণ্ডলে এক ভীষণ আলোড়ন উপস্থিত হওয়ায় বায়ুতে দূষিত গ্যাস মিশ্রিত হয়। এই হেতু খাদ্য দ্রব্যাদিতে দোষ সংযুক্ত হওয়ায় উহা ফেলিয়া দিতে হয়। এ সমস্ত যুক্তি বাদ দিলেও চন্দ্র সূর্য্য যে জগতের চক্ষুস্বরূপ ইহা কে অস্বীকার করিবে? অকস্মাৎ যদি কেহ অন্ধ হইয়া

যায় সে যেমন নিরানন্দে দিনাতিপাত ও ভগবানের নাম স্মরণ করে তদ্রূপ জগচ্চক্ষু ক্ষনেকের জন্য নিবিয়া যাওয়ায় জগজ্জন শ্রীভগবানকে স্মরণ করে

[৬২]

প্রণবে অধিকার।

শিষ্য। স্ত্রী ও শূদ্র জাতির প্রণব জপে অধিকার নাই কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। প্রণব স্বভাবতঃ প্রত্যেক জীবের ভিতর সর্ব্বদাই ধ্বনিত হইতেছে। স্ত্রী ও শূদ্রগণ প্রণব সুচারুরূপে উচ্চারণ করিতে পারিত না বলিয়াই উহা তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত অধিকারী ভেদ বিচার আছে। স্ত্রী জাতির জ্ঞানধর্ম্মে অধিকার নাই। পুরুষে চিৎশক্তির বিকাশাধিক্য থাকিলেও শূদ্রের মনোবিকাশ না হওয়ায় তাহাদেরও জ্ঞানধর্ম্মে অধিকার ছিল না। পুরুষে চিৎশক্তি বেশী, স্ত্রীতে আনন্দ বা হ্লাদিনীর বিকাশাধিক্য। তজ্জন্য স্ত্রীলোকের পক্ষে ভক্তি ধর্ম্মই প্রশস্ত। তবে গার্গীর ন্যায় স্ত্রীলোকও হিন্দু সমাজে ছিল। জনক রাজা এক সময়ে ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের এক সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। সেই মহাসভায় দুই শত ব্রহ্মজ্ঞানী উপস্থিত ছিলেন। তথায় যাজ্ঞবল্কের ন্যায় ঋষির সহিত গার্গীর যে বাদানুবাদ হয় তাহা তোমরা বিদিত আছ। তাই বিশেষ ব্যক্তির জন্য বিশেষ ব্যবস্থাও প্রচলিত আছে। জ্ঞান ও ভক্তির রাজ্যে স্ত্রীপুরুষ বিচার চলে না। তবে বিধিনিষেধের ব্যবস্থা সাধারণের পক্ষে।

[৬৩]

গীতা শ্রীকৃষ্ণের মুখের কথা কি না ?

শিষ্য। গীতা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মুখের কথা কি না ? "পার্থায় প্রতিবোধিতাম্ ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং" গীতার ধ্যানে দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত মাহাত্ম্যেও দেখা যায় "যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্ম বিনিঃসৃতা"।

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ। গীতা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরই মুখের কথা।

শিষ্য। স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু এ বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা করুন। অনেকে অনেক নিসংশয় বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করিয়া থাকেন।

শিষ্য। তাহা হইলে অর্জ্জুনকেই গীতার প্রচারক বলা যাইতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর। না। ব্যাস-শিষ্য সঞ্জয় যোগ বলে দূরে বসিয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট প্রকাশ করেন।

[৬৪]

মহাপুরুষগণের মতের মিল নাই কেন ?

শিষ্য। কেহ বলিতেছেন ভগবান আছেন কেহ বলিতেছেন ভগবান নাই। কেহ অদ্বৈতবাদ প্রতিপন্ন করিতেছেন, কেহ দ্বৈতবাদ কেহ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, কেহ বা পরমাণুবাদ সমর্থন করিয়া যাইতেছেন। কপিল, বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ সবাইকে

তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষ বলিয়া আমরা জানিয়া আসিতেছি অথচ একের সহিত অন্যের মিল নাই। তবে কি প্রকৃত সত্যে কেহ পৌঁছিতে পারেন নাই?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যিনি যে ভূমিতে পৌঁছিয়াছেন তিনি সেই ভূমি সম্বন্ধেই বলিয়াছেন। রামকৃষ্ণ সব চেয়ে বড়, তিনি সবই বলিয়াছেন।

[৬৫]

কবিরাজ গোস্বামীর আত্মহত্যা অজ্ঞান প্রসূত কি না?

শিষ্য। চৈতন্যচরিতামৃতকার কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার লিখিত পুস্তক অপহৃত হওয়ায় শোকে মোহগ্রস্ত হইয়া জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন কেন? তিনি কি তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষ নহেন? তাঁহাকে কি একজন কাব্য লেখক মনে করিব?

শ্রীশ্রীঠাকুর। চৈতন্যচরিতামৃত খুব উচ্চস্তরের গ্রন্থ এবং কবিরাজ গোস্বামী একজন উচ্চস্তরের ভক্ত বটেন কিন্তু তিনি জ্ঞানপথে সিদ্ধ নন বলিয়া ভাবপ্রবণতা বশতঃ হয়ত আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। এটা যে তাঁহার প্রারব্ধ জন্য নহে তাহাই বা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে।

[৬৬]

প্রত্যবায়।

শিষ্য। প্রত্যবায় কাহাকে বলে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কোন বিষয়ে যদি কাহারও অধিকার না থাকে তাহার আলোচনা করিলে অথবা কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিলে প্রত্যবায় হয়।

শিষ্য। আমি আরও সঙ্কীর্ণ ভাবে আসিতে চাহিতেছি। গুরু বাটীতে আসিলে আহ্নিকাদি করিতে হয় না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বৈষ্ণবেরা বলেন—

"গুরু ত্যাজে গোবিন্দ ভজে,
সে পাপী নরকে মজে।"

শাস্ত্রে ও উক্ত আছে—

"গুরৌ সন্নিহিতে যস্তু পূজয়েৎ অন্য দেবতাম্।
স যাতি নরকং ঘোরং সা পূজা বিফলা ভবেৎ॥"

তার সমস্তই বৃথা হয়। কারণ সমস্ত বেদান্ত যাহা প্রতিপন্ন করিতেছেন গুরুই তাহার সাক্ষাৎ মূর্ত্তি। তবে এ বিধি সবার পক্ষে প্রযোজ্য নহে। সচরাচর গুরু যাহাদের বাটীতে মোটেই যান না, দৈবাৎ যদি তাহার বাটীতে গিয়া উপস্থিত হন তবে তাহার সন্ধ্যাহ্নিকে সময় ব্যয় না করিয়া গুরুরই সেবা করিতে হইবে। ইহাতে তাহার প্রত্যবায় হইবে না। কিন্তু যে সমস্ত ব্রহ্মচারী শিষ্য গুরুর সহিত বা মঠের অন্তর্গত আছে তাহাদের নিয়মিত সময়ে ধ্যান ধারণাদি করিতে হইবে। না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে।

[৩৭]

আত্মজ্ঞানীর নিদ্রার অর্থ।

শিষ্য। নিদ্রা অর্থে অজ্ঞানে প্রবেশ করা বুঝি। কিন্তু আপনাদের যে নিদ্রা উহা অজ্ঞানে প্রবেশ কি না? আপনাদের ত অজ্ঞান নাশ হইয়াছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর। যোগীদের যোগনিদ্রা। তবে জড় শরীরের বিশ্রামের জন্য নিদ্রার প্রয়োজন হইলে যোগী ইচ্ছাপূর্ব্বক অজ্ঞানে প্রবেশ করিতেও পারেন।

[৩৮]

প্রতিমা পূজা।

শিষ্য। প্রতিমা পূজাটা অনার্য্যদিগের নিকট হইতে হিন্দুদের নিকট আসিয়াছিল কিনা?

শ্রীশ্রীঠাকুর। না। সাধনার সৌকর্য্যার্থে প্রতিমা ব্যবহৃত হয়। সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহেরই উপাসনা সম্ভব। নির্গুণের উপাসনা সম্ভবে না। সেই সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহের উপাসনার জন্য ধ্যান ধারণার উপদেশ আছে। ধ্যান ধারণা সমস্ত মানস ব্যাপার। ধ্যেয়মূর্ত্তির শাস্ত্রে যেরূপ রূপ কল্পনা করিতে বলা হইয়াছে উহা মানসিক শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ভিন্ন কেহ করিতে পারে না। তজ্জন্য নিম্ন অধিকারিগণ সাধনার সৌকর্য্যার্থে শাস্ত্রে বর্ণিত ধ্যেয় ইষ্টমূর্ত্তির স্থূল প্রতিমা গড়িয়া

সম্মুখে রাখে ও আনুষ্ঠানিক পূজাদিতে নিবিষ্ট থাকিয়া একাগ্রতা আনয়ন করে। ইহাতে ধ্যান করিবার সুবিধা হয়। এইরূপ কাল্পনিক মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে পরে নিত্যমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠে। নিত্যমূর্ত্তি সচ্চিদানন্দঘনমূর্ত্তি।

শিষ্য। Mr. (now Sir) Amir Ali তাঁহার "Spirit of Islam" নামধেয় পুস্তকে কোরাণের যে অংশের সাহায্যে হিন্দুধর্ম্মকে জড় ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন কোরাণের সেই অংশটুকু আমি আপনার নিকট পাঠ করিতেছি :—

"He knoweth that which he concealed and that which he published. But those (the idols) whom ye invoke, besides the Lord, create nothing but are themselves created. They are dead and not living."

শ্রীশ্রীঠাকুর। বাপু! তোদের গুরুগিরি করা বড় শক্ত ব্যাপার দেখ্ছি। তোদের গুরুগিরি কর্তে হ'লে দেখি কোরাণও পড়ে আস্তে হয়। আমির আলি যাহা ইচ্ছা বলুন তাতে কিছু যায় আসে না। প্রতিমাপূজক রামকৃষ্ণ এবং রামপ্রসাদের ন্যায় কতজন লোক তাদের ধর্ম্মে জন্মগ্রহণ করিয়াছে! হিন্দুধর্ম্ম চিরকালই প্রতিমা পূজাকে সমর্থন করিয়া আসিবে—বিধর্ম্মীর ব্যাঙ্গে ভ্রূক্ষেপ করিবে না।"

[৬৯]

নক্ষত্র চেতন জীব দ্বারা অধ্যুষিত কিনা ?

শিষ্য। এই যে আকাশে অগণিত নক্ষত্ররাজি দেখা যায় ইহারা কি আমাদের মত চেতন জীব অথবা আমাদের অপেক্ষা উন্নত জীব দ্বারা অধ্যুষিত, না এই সমস্ত জড় পিণ্ড শুধুই ঘুরিতেছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সমস্তই চেতন জীব দ্বারা অধ্যুষিত।

[৭০]

বিশ্বের কেন্দ্র।

শিষ্য। এই বিশ্বের কি একটা কেন্দ্র আছে ? যদি থাকে তবে তাহাকে নিত্যলোক বা গোলক বলা যাইতে পারে কিনা ? এবং সেই নিত্যলোকে নিত্যমূর্ত্তি বিরাজিতা কিনা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তুমি সৃষ্টির কেন্দ্রের কথা বলিতেছ বোধ হয় ?

শিষ্য। সৃষ্টির কেন্দ্রের কথাই বলিতেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর। সৃষ্টির একটা কেন্দ্র আছে। সেই কেন্দ্রই নিত্য লোক। সেখানে নিত্যমূর্ত্তি বিরাজমানা।

[৭১]

মহাবিষ্ণু অর্থ।

শিষ্য। বিষ্ণু, মহাবিষ্ণু ইহারা কে? মহাবিষ্ণুর ক্রিয়া (function) কি? মহাবিষ্ণু ও ভগবানে তফাৎ কি? যদি পার্থক্য থাকে তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের উপাসককে বৈষ্ণব বলা চলে না। ভাগবৎ বলা উচিত।

"একমাত্র ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥"

এই ত চৈতন্যচরিতামৃতকার লেখেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর। সৃষ্টির প্রারম্ভে মহাপ্রকৃতিতে যখন সাত্ত্বিক বিকাশ হয় সেই সাত্ত্বিক বিকাশই বা চৈতন্যের শুদ্ধ সত্ত্ব অবস্থাই মহাবিষ্ণু। সেই মহাপ্রকৃতির মধ্যে আবার খণ্ড ব্রহ্মাণ্ড আছে। সেই সমস্ত খণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের অধিনায়কদিগকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ইত্যাদি বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ উপাসককে ভাগবৎ বলা যায়।

[৭২]

ব্রহ্মজ্ঞান সাময়িকভাবে ব্রাহ্মণের ভিতর হইতে লুপ্ত হইয়াছিল কিনা ?

শিষ্য। ব্রহ্মজ্ঞান একসময়ে ব্রাহ্মণগণ হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল এবং তাহা ক্ষত্রিয়দের মধ্যে ছিল। ব্রাহ্মণের মধ্যে থাকিলেও তাহা জঙ্গলে ছিল। যে সমস্ত ব্রাহ্মণগণ লোকালয়ে ছিলেন তাঁহারা সকাম কর্ম্ম লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। কেবল রাজন্যদিগের ভিতরই ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা চলিত। শুধু এ জ্ঞান নয়—নিষ্কাম কর্ম্মেরও অম্বরীষ ও জনক আদর্শ এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রচারক ছিলেন। ইহা সত্য কিনা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ক্ষত্রিয়রাই দেশের রাজা ছিলেন। তাঁহারাই ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়রা রাজাভাবে, বক্তাভাবে, প্রচারকভাবে এ জ্ঞান বিস্তার করিলেও ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণগণ জঙ্গলে বসিয়া তাঁহাদের চিন্তা জগতে প্রবাহিত করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণগণই ব্রহ্মজ্ঞান বিস্তারের মূলে ছিলেন। সকাম কর্ম্মকাণ্ডের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ নাই। সামাজিক ব্রাহ্মণগণ এক যুগে কাম্য কর্ম্ম লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন বটে, কিন্তু ক্ষত্রিয়রাই তাহার অনুষ্ঠাতা ছিলেন।

শিষ্য। পূর্ব্বে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনভাবে মানব ভগবানকে ভালবাসিতে জানিত না। শ্রীকৃষ্ণই এই ভগবৎ প্রেমটা জগতে বিস্তার করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ।

[৭৩]

আত্মবোধানুসারী ধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম।

শিষ্য। হিন্দুধর্ম্ম বলিতে গীতাধর্ম্ম বুঝিতে হইবে। গীতাধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম। অস্পৃশ্যতা, ছুৎমার্গ, ভয়ের ধর্ম্ম, কামনার ধর্ম্ম, পৌত্তলিক ধর্ম্ম কখনই সনাতন ধর্ম্ম হইতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর। আত্মবোধানুসারী যে ধর্ম্ম তাহাই সনাতন ধর্ম্ম। গীতায় সনাতন ধর্ম্মটা পূর্ণভাবে উক্ত হইয়াছে। তবে ভয়ের ধর্ম্ম, কামনার ধর্ম্ম, পৌত্তলিক ধর্ম্ম ইত্যাদিও ধর্ম্ম। এ সমস্ত ধর্ম্মেরও সার্থকতা আছে। ইহা হইতেও সনাতন ধর্ম্মে উপনীত হওয়া যায়।

[৭৪]

রাসলীলার তাৎপর্য্য।

শিষ্য। রাসলীলার তাৎপর্য্যটা কি? আমি ত বলি উহা প্রাকৃতিক অঙ্গসঙ্গের ব্যাপার, কারণ ভাগবতে দেখা যায়—

"বাহুপ্রসার-পরিরম্ভ-করালকোরু-
নীবী-স্তনালভন-নর্ম্ম-নখাগ্রপাতৈঃ।
ক্ষ্বেল্যবলোক-হসিতৈর্ব্রজসুন্দরিণা-
মুত্তম্ভয়ন্ রতিপতিং রময়ঞ্চকার॥"

শ্রীশ্রীঠাকুর। সাম্প্রদায়িক ভাবে বলিতে হইলে বলিতে হয়, তাহাদের প্রাকৃত দেহে অপ্রাকৃত অবস্থা আসিয়াছিল। মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তি (negative ও positive) একত্রিত হইয়াছিল। চিচ্ছক্তি ও হ্লাদিনী শক্তি পরস্পরে আত্মসম্পূর্তি করিয়াছিল। রাসলীলাটা এ জগতের ব্যাপার নয়। নিত্য লোকের নিত্য লীলা বৃন্দাবনে ফুটিয়া উঠিয়াছিল মনে করিতেও পার। জড় বুদ্ধিতে উহা ধরা যায় না। *

[৭৫]

মৃত্যুর পরের অবস্থা।

শিষ্য। মৃত্যুর পর হইতে পুনর্জন্ম পর্য্যন্ত মৃতের কোথায় কোথায় এবং কিরূপ ভাবে অবস্থান করিতে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মরণটা নিদ্রা বা প্রলয়। মৃত্যুর সময় হইলেই জীব অসাড় অবস্থায় দেহ হইতে নিষ্ক্রমণ করে। মৃত্যুর পর বহুদিন পর্য্যন্ত আমিত্বের স্মরণ হয় না। আবার উন্নত পুরুষ হইলেই মৃত্যুর কিছুক্ষণ পরে তাহার আমিত্বের স্মরণ হয়। প্রতি মানবেরই স্বর্লোক পর্য্যন্ত গমন হয়। পুনর্জন্মের সময় হইলেই সে তখন মহর্লোকে গমন করে ও তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হইয়া কর্ম্মদেবতার দ্বারা চালিত হইয়া খাদ্যাদিরূপে কোন পুরুষের দেহাশ্রয় করে ও পরে মাতৃগর্ভে সঞ্চারিত হইয়া দেহধারণ করতঃ ভূমিষ্ঠ হয়।

(* এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা দ্বিতীয় খণ্ডে যথাসময়ে প্রকাশিত হইবে)।

[৭৬]

অবতার ।

শিষ্য। অবতারের আবার আংশিক পূর্ণ কি? অবতার সব সময়ই পূর্ণ। প্রকোষ্ঠগত সূর্য্যরশ্মির পশ্চাতে বিরাট সূর্য্য বর্ত্তমান। সুতরাং রশ্মিতে রশ্মিতে ভেদ করা চলে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর। ছোট বড় আছে বই কি। অবতার চব্বিশ প্রকার। দেহের মধ্যে পড়িবামাত্রই অবিদ্যার প্রভাবে ভগবান নিজেকে ভুলিয়া যান। একটা কথা আছে :—

"পঞ্চভূতের ফান্দে ।
ব্রহ্ম পড়ে কান্দে" ॥

কিন্তু অবতার নিজেকে ভুলিয়া গেলেও তিনি যে কাজ করিতে আইসেন তাহা ঠিক ঠিক অবশ হইয়া করিয়া যান—যেমন রামচন্দ্র, সীতাকে হারাইয়া কান্দিয়াই আকুল। সব অবতারই আত্মবিস্মৃত, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই আত্মবিস্মৃত নন্। এরূপটী আর পাবে না।

[৭৭]

শিষ্যের উগ্র চিন্তা গুরুতে পৌঁছে।

শিষ্য। শিষ্যের চিন্তা গুরুর নিকট সর্ব্বদা পৌঁছায় কিনা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সর্ব্বদা পৌঁছায় না। তবে যদি শিষ্য খুব উগ্র চিন্তা করে তবে তখনই সেই চিন্তা গুরুকে ধাক্কা দেয়। কারণ বাহ্য জগৎ হইতে কত চিন্তার ধারাই গুরুকে ধাক্কা দিতেছে। তাঁহার হয় ত চারি হাজার শিষ্য তাঁহার চিন্তা করিতেছে ; কিন্তু যাহার চিন্তা অতিশয় উগ্র হইবে তাহার কথাই গুরুর মনে উদয় হইবে।

[৭৮]

যোগী ভোগী হইলে তাহার উন্নতির পথ রুদ্ধ হয় কিনা ?

ব্রহ্মচারীদের জীবনে যে অকস্মাৎ অধঃপতনের সম্ভাবনা আছে তৎপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন—"গৃহস্থ হইয়া যাহারা বিরাগী হইয়াছে তাহারা অনেক সময় কুমার ব্রহ্মচারী অপেক্ষা অধিকতর পাকা হয়।"

শিষ্য। ৺ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর একজন শিষ্য ছিলেন তাঁহার নাম ছিল স্বামী সচ্চিদানন্দ। তাঁহার অপর নাম নলকবাবাজী। হাওড়ায় তাঁহার বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা হয় তদ্‌বিষয়ে বোধ হয় আপনি অবগত আছেন। এই শ্রেণীর সাধকগণের এই জীবনে উন্নতির পথ একদম রুদ্ধ কিনা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। একদম রুদ্ধ একথা আমি স্বীকার করি না। যোগী যদি অজ্ঞান স্ত্রী গ্রহণ করে তবে সঙ্গমহেতু যোগী সেই অজ্ঞান স্ত্রীর প্রতি অণুপরমাণুতে মিশিয়া গিয়া তাহাকে উন্নত করিয়া ফেলে। তদ্রূপ জ্ঞানী স্ত্রীলোক যদি অজ্ঞান পুরুষকে গ্রহণ করে তবে সেও তাহার প্রতি অণুপরমাণুকে প্রভাবান্বিত করিয়া তাহার নিজের ভাবে ভাবিত করিয়া ফেলিয়া তাহাকেও যোগী করিয়া তুলে। যোগী ভোগী হইতে পারে, কিন্তু ভোগী যোগী হইতে পারে না। তবে সাধারণতঃ যে সমস্ত ব্রহ্মচারী আমার আশ্রয় লইয়াছে তাহারা কেহই লক্ষীছাড়া নহে—তাহারা বাপে তাড়ান মায়ে খেদান ছেলে নহে। তাহাদের প্রত্যেকেরই মা, বাপ, ভাই, ভগ্নী সবই আছে। আমার ময়মনসিংহের একজন ব্রহ্মচারী শিষ্যকে তাহার আত্মীয়স্বজন গৃহে লইয়া গিয়া এক গৃহমধ্যে চৌদ্দ দিন তালা বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু সে পলাইয়া গারোহিল দিয়া কোকিলামুখ চলিয়া আইসে।

[৭৯]

"চঞ্চল হইলে আত্মা মন বলা যায়"

শিষ্য। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে "চঞ্চল হইলে আত্মা মন বলা যায়," একথার অর্থ কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সৃষ্টির সময় আত্মায় যে বিক্ষোভ উপস্থিত হয় সেই বিক্ষোভের অবস্থাই মন।

[৮০]

দৈব বলে কর্ম্মফল ক্ষয় হয় কিনা?

শিষ্য। একজন হয়ত খুব বিপদগ্রস্থ হইয়া আপনার নিকট দৈব বলের জন্য আসিয়াছে। এরূপ বিপদগ্রস্তের বিপদ কি যোগ বলে নাশ করিয়া দেওয়া যায় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর। প্রারব্ধ ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। তবে কি জান? একটা স্থূল উদাহরণের দ্বারা তোমাকে বুঝাই। একটা লোক খুন করিয়াছে। দায়রার (Sessions Court) বিচারে তাহার ফাঁসির হুকুম হইল। সে রাজকীয় অনুগ্রহের (Royal clemancy) জন্য আবেদন করিল। সম্রাট তাহার ফাঁসির হুকুম রদ করিয়া দিলেন। Royal clemancy কি নাই? তবে আবেদন সম্রাটের নিকট পৌছাইয়া দেওয়া চাই।

শিষ্য। তবে ত প্রারব্ধ ভোগ হইল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর। অন্য সময়ে অন্য ভাবে তাহার প্রারব্ধ ভোগ হইবে। তবে আমরা উহা করি না। বলি স্বয়ং জগন্মাতার পিতা ছাগমুণ্ড, পুত্রের হস্তীমুণ্ড—তিনি নিজে চেষ্টা করিয়া কিছু করিতে পারিলেন না—তখন আমরা কোন ছার। সতের বৎসর পূর্ব্বে কুমিল্লায় যখন অবস্থান করিতাম তখন দুরারোগ্য রোগ প্রভৃতি নিরাময় করিতাম। প্রতিদিন দুই চারি শত রোগী আসিত। তখন একদিন গুরু প্রকাশিত হইয়া আমাকে বলিলেন। "তোকে সাধু করিয়া জগতে ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার করিতে পাঠাইলাম, আর তুই কি করিতেছিস্?" তখন হইতে ওসব ছাড়িয়া দিয়াছি। তখন ব্যাধিগ্রস্থ লোকই আমার নিকট

আসিত। অধ্যাত্ম বিদ্যার জন্য বড় কেহ আসিত না। যে দিন হইতে এ সমস্ত বন্ধ করিয়াছি সেই দিন হইতেই অধ্যাত্ম বিদ্যার জন্য লোক আমার নিকট আসিয়া জুটিতে লাগিল।

[৮১]

ধর্ম্ম-মহাসভা।

শিষ্য। পূর্ব্বে ভারতে ধর্ম্ম-মহাসভা বলিয়া কিছু ছিল কিনা? আমরা শুনিয়াছি Caspian Coast হইতে যে মহাপুরুষ ভারতে এই মহাসভায় যোগদান করিয়াছিলেন তিনি কাশ্যপ ঋষি—যিনি Georgiana হইতে এই মহাসভায় যোগদান করিয়াছিলেন তিনি গর্গ ঋষি এই কথার কিছু ভিত্তি আছে কি না? এবং এই ধর্ম্ম মহাসভাই পরবর্ত্তী কালে ভারতে কুম্ভমেলা নামে অভিহিত হইয়াছে কিনা?

শ্রীশ্রীঠাকুর। না। এই কুম্ভ মেলার প্রবর্ত্তক শঙ্কর-শিষ্যগণ। শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে ভারতে Religious Congress বা ধর্ম্ম-মহাসভা বলিয়া কিছু ছিল কিনা এরূপ কিছু জানা যায় না। থাকিলেও ধর্ম্ম বিপ্লবের সময় সমস্তই লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। শঙ্করের যে দশজন শিষ্য ছিল তাহা হইতে দশটী সম্প্রদায় গঠিত হয়। ক্রমে এই সম্প্রদায় দশটী প্রসার বৃদ্ধি হেতু ভারত পরিব্যাপ্ত হয়। ইহারা পরস্পরের ভাব বিনিময়ের জন্য কুম্ভযোগকে উপলক্ষ্য করিয়া এই সাধু মহাসম্মিলনী আহ্বান করেন এবং পরবর্ত্তী যুগে অন্যান্য সম্প্রদায়ও উহার উপকারিতা বুঝিয়া উহাতে যোগ দান করেন। পরে এই ধর্ম্ম-মহাসভা কুম্ভমেলা নামে অভিহিত হয়।

[৮২]

হিন্দু ধর্ম্ম হইতে অন্যান্য ধর্ম্ম উদ্ভূত কিনা ?

শিষ্য। পূর্ব্বে আলোচনায় আপনি বলিয়াছেন হিন্দু ধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম। এবং সনাতন ধর্ম্মই গীতায় বিখ্যাত হইয়াছে। যদি হিন্দুধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম হয় তবে এই হিন্দুধর্ম্মই জগতের যাবতীয় ধর্ম্মের মাতৃস্বরূপ।

শ্রীশ্রীঠাকুর। মাতৃস্বরূপ কিরূপ ?

শিষ্য। অর্থাৎ যাবতীয় ধর্ম্মই হিন্দুধর্ম্ম হইতে উদ্ভূত বা তদ্দ্বারা প্রভাবান্বিত। ধরুণ এই ইস্‌লাম ধর্ম্ম। ইস্‌লাম ধর্ম্ম বেদান্তের দ্বারা প্রভাবান্বিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ। প্রভাবান্বিত হইলেও ইহা বুঝা যায় না যে মহম্মদে এই সত্য প্রকাশিত হইতে পারে না। তবে ইস্‌লাম ধর্ম্মের মধ্যে যে সম্প্রদায় স্থফী নামে খ্যাত তাহাদের সাধন পদ্ধতির সহিত পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রের সহিত কতকটা সামঞ্জস্য আছে। পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র বহু পুরাতন। তাহার কাল নির্দ্ধারণ দুরূহ। কিন্তু তারপর ?

শিষ্য। তারপর ধরুণ নিম্নশ্রেণীর বৈষ্ণব অর্থাৎ যাহারা প্রতিমা উপাসক। এই প্রতিমা উপাসক বৈষ্ণবদের সহিত catholic christian দের সাদৃশ্য আছে। এমন কি তাহারা খৃষ্টের প্রস্তরময় মূর্ত্তি গৃহে রাখিয়া প্রতি সন্ধ্যায় ধূপ ধূনা পুষ্পাদি তাঁহাকে অঞ্জলি দেয়। তাহার চরণে জরডন্ নদীর জল ছিটায়। এমন কি তাহারা বৈষ্ণবদের ন্যায় খৃষ্টকে পঞ্চবিধ ভাবে উপাসনা করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর। তারপর?

শিষ্য। পার্শীদের সঙ্গে বৈদিক হিন্দুদের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে! সাংখ্য-দর্শন ও ন্যায়-দর্শন দ্বারা বৌদ্ধ দর্শন প্রভাবান্বিত হইয়াছে। তান্ত্রিক শাস্ত্রাদি হইতে কাপালিক ধর্ম্ম উদ্ভূত হইয়াছে। তারপর ব্রাহ্মধর্ম্ম। ইহা ত সম্পূর্ণ বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের পূর্ব্ব অবস্থাটা বোধ হয় জান? রামমোহন রায় তন্ত্রোক্ত ব্রহ্ম উপাসনা প্রচার করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু ও ব্রাহ্ম এই দুই ভাগে ভাগ করেন। কেশবচন্দ্র সেন এই ধর্ম্মের ভিতর ভক্তিযোগটাও আনিয়া ফেলেন এবং অসবর্ণ বিবাহ ও বিধবা বিবাহ প্রচলিত করেন।

শিষ্য। ঠাকুর! রবি বাবু কি ব্রাহ্ম না বৈষ্ণব?

শ্রীশ্রীঠাকুর। একথা কেন বল্‌ছ?

শিষ্য। গীতাঞ্জলির প্রথম কবিতাটাই দেখুন :—

"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে"

তারপর আবার :—

"বাচি হে তোমার চরম শান্তি,
পরাণে তোমার পরম কান্তি
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও
হৃদয়-পদ্ম-দলে।"

তারপর আবার দেখুন :—

"চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত কর হে"

অন্যত্র :—

"তোমায় আমায় মিলন হলে,
সকলই যায় খুলে" ইত্যাদি

অন্যত্র :—

"বেদনা দূতী গাহিছে ওরে প্রাণ,
তোমার লাগি জাগেন ভগবান!
নিশীথে ঘন অন্ধকারে
ডাকেন তোরে প্রেমাভিসারে" ইত্যাদি,

ব্রাহ্মগণের উপাস্য নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ। নিরাকার চৈতন্যস্বরূপের চরণ থাকে কি প্রকারে? তিনি সাকার না হইলে হৃদ্পদ্মে আড়াল করিয়াই বা দাঁড়ান কি প্রকারে? তাঁকে ভগবান বলিয়াই বা ডাকা যায় কি প্রকারে? নিরাকার চৈতন্যের সহিত প্রেমই বা হয় কি প্রকারে? "তোমায়" "আমায়" মিলন হয় কি প্রকারে? এত সম্পূর্ণই বৈষ্ণবতা।

শ্রীশ্রীঠাকুর। বাপু! তাদের নিরাকার চৈতন্যস্বরূপের চরণ আছে!

শিষ্য। রবি বাবু নিজেকে যে সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়াই পরিচয় দিন না কেন গীতাঞ্জলি তাঁহার হৃদয়ের অভিব্যক্তি। গীতাঞ্জলি হইতে তাহার যে ধর্ম্মমত বুঝি তাহাতে দেখিতে পাই তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মকে প্রাণে প্রাণে সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন। বৈষ্ণবগণের উপাস্য ভগবানের ভাবে গড়া তনু —শুধু ভালবাসিবার জন্য। সে মূর্ত্তি শুধু চিদানন্দঘন মূর্ত্তি—এইভাব অধ্যাত্মরাজ্যে এক অভিনব বস্তু। গান্ধিজীও বৈষ্ণব। তাঁহার উপাস্যেরও এইরূপ ভাবে গড়া তনু। ভাবে গড়া তনুই উচ্চ অধিকারীর উপাস্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ! এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণবদের নিরাকার উপাসনাও অভিনব। এই সম্প্রদায়কে নানক পন্থী বলে। নানকই ইহার প্রচারক। কথা আছে :—

"নানক নিরাকার অবিনাশী,
মরণ জীয়ন কাটে ফাঁসি।"

[৮৩]

অবিদ্যার সম্মোহিনী শক্তি।

Hypnotism (সম্মোহন) প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, "ভাওয়ালের এক জমিদারের ছেলে খুব ভাল সম্মোহন করিতে পারিত। সে প্রায়ই ছেলেদিগকে সম্মোহন করিত। একদিন সে দূরে দাঁড়াইয়া থাকিয়া একটী বালককে সম্মোহিত করিয়াছিল। বালকটী মাঠে জলে সাঁতার দিবার মত হাত পা ছোড়াছুড়ি করিতে লাগিল। সে সম্মোহিত হইয়া মনে করিতে লাগিল যেন জলে সাঁতার কাটিতেছে! কিন্তু সেখানে ঘাস ছাড়া কিছুই ছিল না। এই ঘটনায় সম্মোহনকারীর মোহ দূর হইল; সে মনে করিল তাইত আমরাও ত অবিদ্যার দ্বারা সম্মোহিত হইয়া হাত পা ছোড়াছুড়ি করিতেছি। আমরা ত নিত্য সত্য ব্রহ্মবস্তু, সুখদুঃখের অতীত। সে তখন কি ভাবে নিজেকে জানিবে, কি ভাবে অবিদ্যার সম্মোহন হইতে মুক্ত হইবে ইহা জানিবার জন্য গুরুর অন্বেষণ করিতে করিতে আমার নিকট পৌঁছায় ও উপদিষ্ট হয়। বাস্তবিকই অবিদ্যা জীবকে সম্মোহিত করিতেছে। তাই মানুষ নিজে যে ব্রহ্ম তাহা জানিতে পারিতেছে না।

[৮৪]

ভাব ও চিৎ সমাধি।

শিষ্য। ঠাকুর! শ্রীমৎ মূলচৈতন্য ভারতীর সহিত আমার একদিন কথা হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন যে সমাধি দুই প্রকার—ভাব সমাধি ও চিৎ সমাধি। আমরা কিন্তু সাধারণতঃ দুই প্রকারের সমাধি অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি ইত্যাদির বিষয় পড়িয়া আসিয়াছি। ঐ দুই প্রকার সমাধি আরও বিশ্লেষণ করিলে সবিচার সবিতর্ক ইত্যাদি বহুপ্রকার সমাধির বিষয় দেখিতে পাই। কিন্তু এই ভাব সমাধি ও চিৎ সমাধির বিষয় কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর। ভাব সমাধিতে অন্তর্বাহ্য ভাব বর্ত্তমান থাকে—যেমন গৌরাঙ্গদেবের। চিৎ সমাধি যোগের সমাধি। উহা জড় সমাধি। উহাতে দেহ জ্ঞান বা বাহ্যজ্ঞান আদৌ লোপ হইয়া যায়।

[৮৫]

বিভিন্ন বর্ণের জ্যোতিঃ দর্শনের কারণ?

শিষ্য। সাধকের মধ্যে মধ্যে শুভ্র, নীল, অগ্নি ও পীতবর্ণ জ্যোতিঃ দর্শন হয় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। স্বচ্ছ জ্যোতিই আত্মজ্যোতিঃ বা ব্রহ্মজ্যোতিঃ; এতদ্ব্যতীত অন্য যে সমস্ত জ্যোতিঃ দর্শন হয় তাহা ক্ষিতি, অপ, মরুৎ

প্রভৃতি তত্ত্বের উদয়ে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সাধকের যখন পৃথি, তত্ত্বের উদয় হয় তখন হরিদ্রা বর্ণ জ্যোতিঃ দর্শন হয়। জল তত্ত্বের উদয়ে চন্দ্রের প্রভার ন্যার প্রভা দৃষ্ট হয়। অগ্নি তত্ত্বের উদয়ে—অগ্নিবর্ণ জ্যোতিঃ প্রতিভাত হয়। বায়ু তত্ত্বের উদয়ে সাধক শ্যাম বর্ণ জ্যোতিঃ দর্শন করে। আকাশ তত্ত্বের উদয়ে নানা বর্ণের জ্যোতিঃ দর্শন হয়। একমাত্র স্বচ্ছ জ্যোতিই আত্মজ্যোতিঃ। উহা একমাত্র সাধন ফল জাত জানিবে।

[৮৬]

দীর্ঘ কেশের উপকারিতা।

শিষ্য। সন্ন্যাসী কিম্বা মহাপুরুষদিগের মস্তকে দীর্ঘ কেশ দেখিতে পাই, ইহার সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। টেলিগ্রাফের তারের সাহায্যে যেরূপ বিদ্যুৎ গমনাগমন করে তদ্রূপ কেশের ভিতর দিয়াও বিদ্যুৎ গমনাগমন করে। সুতরাং দীর্ঘ কেশ দেহের বাহিরের ও ভিতরের বিদ্যুতের সংযোগ সূত্রবং। এই জন্যই পূর্ব্বে মহাপুরুষগণ দীর্ঘ কেশ রাখিতেন।

[৮৭]

মিলনাত্মক মন্ত্র।

জনৈক শিষ্যের মাতা মন্ত্র চৈতন্য করিবার জন্য প্রার্থী হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন: "জপের কৌশলটা দেখাইয়া দিলেই মন্ত্র চৈতন্য হইবে"।

শিষ্য। আমার মায়ের যিনি গুরু ছিলেন তিনি দেব এবং দেবীর পৃথক পৃথক মন্ত্র দিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমাদের দেশে ঐরূপ প্রচলিত আছে। দেশীয় গৃহস্থ গুরুগণ ঐরূপই দেয়। তাহারা শিবের এক মন্ত্র শক্তির এক মন্ত্র এবং গুরুর এক মন্ত্র দেয়।

শিষ্য। গুরুর আবার মন্ত্র কি? আপনি ত বলেছেন গুরু নির্ব্বীজ, নির্গুণ।

শ্রীশ্রীঠাকুর। ওদের মতে নাকি গুরুর বীজ আছে। বৈষ্ণব হইলেও শ্রীকৃষ্ণের এক মন্ত্র, রাধার আর এক মন্ত্র দেয়। কিন্তু আমাদের শিব-শক্তি বা রাধাকৃষ্ণের মিলনাত্মক মন্ত্র।

[৮৮]

শ্রাদ্ধের উপকারিতা।

শিষ্য। শ্রাদ্ধাদি দ্বারা মৃত ব্যক্তির কি উপকার হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মন্ত্রাদির স্পন্দনে মৃতের ভোগ শরীরের নাশ হয় ও অন্য স্তরে গমনের সুবিধা হয়। মুসলমানদের মধ্যেও ঐরূপ ব্যবস্থা আছে। তাহারা "ফয়তা" দেয়।

[৮৯]

পতিতাকে সমাজে গ্রহন ও অসবর্ণ বিবাহ।

শিষ্য। পতিতাকে সমাজে পুনর্গ্রহণ সম্বন্ধে আপনার মতামত কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমাকে সমাজপতি করিলে আমি তাহাদিগকে গ্রহণ করিব। পতিতার ভিতর অনেকে এমন আছে যাহারা নিজেদের সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় পতিতা হইয়াছে।

শিষ্য। অসবর্ণ বিবাহে আপনার মত আছে কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। না। উহাতে ফল ভাল হয় না। উহা সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিপন্থী হয়।

[৯০]

সংক্রামক রোগীর শুশ্রূষা বিপজ্জনক কি না ?

শিষ্য। সংক্রামক রোগাক্রান্ত ব্যক্তির শুশ্রূষা করায় শুশ্রূষাকারীর নিজের জীবন বিপদাপন্ন হইতে পারে কি না ? গীতায় দেখা যায় "ময়ৈবৈতে নিহতাপূর্ব্বমেব", তবে আধুনিক্ ভিষক্‌গণের যুক্তি কি ভ্রমাত্মক ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মৃত্যু পূর্ব্ব হইতেই ঠিক রহিয়াছে। "উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে" যায় না। বিধাতার বড় শক্ত বিধান। কর্ম্মফল ভোগের সময় হইলেই শরীরে বীজাণু প্রবেশ করিবে।

[৯১]

গঙ্গাস্নানের ফল।

শিষ্য। গঙ্গাস্নান করিলে পুণ্য হইবে কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বিশ্বাসই ইহার ভিত্তি। যদি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করা যায় যে গঙ্গাস্নানে আমি সর্ব্বপাপ বিমুক্ত হইব তবে অবশ্যই তাহার ফল হইবে। কারণ সর্ব্বপাপ-বিমুক্তভাব-রূপ একটী সংস্কার তাহাতে দৃঢ় হইয়া যাইবে।

[৯২]

প্রার্থনায় ভোগ নাশ হয় কি না।

শিষ্য। প্রার্থনা দ্বারা কি ভোগ নাশ হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। প্রার্থনায় ভোগ নাশ হয় না।

শিষ্য। তবে আমার পিতৃবিয়োগান্তে তাঁহার আত্মার সদ্গতির উদ্দেশ্যে আমাকে প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। উহা তোমার সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা। বিশেষ ব্যবস্থায় ও সাধারণ ব্যবস্থায় পার্থক্য আছে।

[৯৩]

গর্ভাবস্থায় দীক্ষা হয় কি না?

শিষ্য। গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকের দীক্ষা গ্রহণের শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ত্রিপুরাসুরের স্ত্রীর পূর্ণ গর্ভাবস্থায় নারদ তাহাকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। সেই গর্ভে গয়াসুরের জন্ম হয়। অধ্যাত্ম বিদ্যা দানের কালাকাল নাই।

[৯৪]

গায়ত্রী ও মূল মন্ত্রের পৃথক জপ বিধেয় কেন?

শিষ্য। প্রতি দেবতার গায়ত্রী ও মূলমন্ত্র দুইটী কেন? গায়ত্রী ও মূলমন্ত্র পৃথক পৃথক জপে কি ফল হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। সন্ধ্যা স্থূল, গায়ত্রী সূক্ষ্ম, বীজ কারণ—ইহারা সমস্তই পরপর বীজে লয় হয়। বীজই মূল।

[৯৫]

দেবতা ও অপদেবতা।

শিষ্য। সংবাদ-পত্রে মাঝে মাঝে দেখা যায় যে মেদিনীপুরে কাপালিকগণ ছোট ছোট ছেলে ভুলাইয়া লইয়া যায়। এই শ্রেনীর সাধকগণ মৃণ্ময় বা প্রস্তরময় মূর্ত্তির সম্মুখে নিরপরাধ শিশুদিগকে বলি দেয়। এরূপ নৃশংশতাদ্বারা কিছু সিদ্ধিলাভ হয় কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। দেবতা ও অপদেবতা সিদ্ধি হয়।

[৯৬]

প্রেতাত্মার আসক্তি।

জনৈক গুরুভ্রাতার স্ত্রীবিয়োগান্তে তার প্রেতাত্মা মাঝে মাঝে দেখা দেওয়ায় এবং শ্রীশ্রীঠাকুরকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন "সে আসে তাতে ভয় কি? আসে আসুক না?"

শিষ্য। ওর নাকি বড় ভয় হয়।

গুরুভ্রাতা। হাঁ বাবা! বড় ভয় করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর। কিসের ভয়! এই দু'দিন পূর্ব্বে তার গলা জড়িয়ে নিয়ে কত শুয়েছিস, কত চুমো খেয়েছিস আর এখন তাকে দেখিলে ভয়! এই মানুষের ভালবাসা! আবার বিয়ে করেছিস ত!—আসে, তাকে জিজ্ঞাসা কর্ কি তার অভিপ্রায়! সে কিছু জানাতে চায়। তার কিছু আসক্তির বস্তু এখানে আছে তাই ছেড়ে যেতে পাচ্ছে না।

গুরুভ্রাতা। কিছু ক্ষতি করবে কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। না। কিছু নয়।

[৯৭]

প্রসাদ গ্রহণের উপকারিতা।

শিষ্য। আত্মপ্রতিষ্ঠ মহাপুরুষের ভুক্তাবশিষ্টে ও সাধারণ খাদ্যে, তাঁহার পাদোদকে ও সাধারণ জলে প্রভেদ কি।

শ্রীশ্রীঠাকুর। কোন দ্রব্য যাহারই সংস্পর্শে আসুক না কেন তাহাতে সেই ব্যক্তির গুণ সংক্রমিত হয়—কি সদ্‌গুণ কি অসদ্‌গুণ। মহাপুরুষের সংস্পৃষ্ট দ্রব্যে তাঁহার সদ্‌গুণরাশি সংক্রমিত হয়। আর গুরুর সম্বন্ধে ত কথাই নাই।

[৯৮]

ঔষধাদিতে রোগ উপশম হয় কি না?

শিষ্য। ঔষধাদিতে বা অস্ত্রোপচারে রোগ আরোগ্য হয় কি না? যদি হয় তবে প্রারব্ধ ফল ভোগ হয় কি প্রকারে? আর ঔষধাদিতে যদি কিছু না হয় তবে এই শাস্ত্রের নাম আয়ুর্ব্বেদ হইল কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। রোগ দ্বিবিধ। ধাতুজ ও কর্ম্মজ বা পাপজ। মাত্র ধাতুজ রোগ ঔষধাদিতে আরোগ্য হয়। শরীরের যে ধাতু ক্ষয় হইয়া গিয়া রোগ হয় ঔষধ সেই ধাতুর পরিপূরণ করে। কর্ম্মজ বা পাপজ ব্যাধি ঔষধে নিরাময় হয় না।

শিষ্য। এই দ্বিবিধ রোগের ভিতর কোন্‌টী ধাতুজ তাহা বুঝিবার উপায় কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। উহা বুঝিবার উপায় নাই বলিয়াই সর্ব্বরোগেই চিকিৎসা বিধেয়।

[৯৯]

কীলক কাহাকে বলে।

শিষ্য। এক এক বৈদিক মন্ত্রের বীজ, শক্তি ও কীলক আছে। এই কীলক অর্থ কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কীলক অর্থে আবরণ। যে মন্ত্র সেই বীজের শক্তিকে আবরণ করিয়া রাখে তাহাকে কীলক বলে।

[১০০]

কুণ্ডলিনী বলিতে কি বুঝায়।

শিষ্য। শাস্ত্রানুসারে কুণ্ডলিনী সর্পাকৃতি, কিন্তু আমরা কুণ্ডলিনীকে ঐরূপ মনে না করিয়া তাহাকে পুঞ্জীভূত বিদ্যুৎ বলিয়া মনে করি কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। শাস্ত্রে পঞ্চাবৃত্তবিশিষ্ট বলিয়াও বর্ণিত আছে। কুণ্ডলিনী শক্তি অর্থে কেন্দ্রীকৃত শক্তি।

[১০১]

চক্র কোন্ শরীরে অবস্থিত।

শিষ্য। স্নায়ু কেন্দ্রগুলিকে চক্র বলা হয় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। স্নায়ু কেন্দ্র গুলিকে আদৌ চক্র বা পদ্ম বলা হয় না। অনেক ডাক্তার ব্যবচ্ছেদাগারে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে চক্র বলিয়া কিছু আছে কি না! চক্রগুলি সবই সূক্ষ্ম শরীরে। সুতরাং স্থূল শরীরের সহিত চক্রের আদৌ সম্বন্ধ না থাকায় তাহারা ইহার অনুসন্ধানে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন!

[১০২]

সংস্কৃত মূল ভাষা।

শিষ্য। আপনি বলিয়াছেন যে হিন্দুধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম। যদি তাহাই হয় তবে সংস্কৃত ভাষাও সনাতন ভাষা। আমার মনে হয় সংস্কৃত ভাষা হইতেই জগতের সমস্ত ভাষা উদ্ভূত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সংবাদ পত্রে যাহা লিখিতেছে তাহা আপনার নিকট পড়িতেছি—"* * * The finest languages in the world are said to be Sanskrit, Greek and Arabic. They are assuredly the most complex and difficult. Persian also has its devotees; but elegant and delightful though

it is, it cannot be mentioned in the same breath with the other three just alluded to. Of these last perhaps the finest is Sanskrit. It is to the late Sir William Jones founder of the Asiatic Society of Bengal that we owe the discovery of its merits and its relations to what are known as the Indo-European languages. They are all sister tongues; though which, if any of them is the oldest, it were hard to say."

"Englishman,"
June 30, 1926.

শ্রীশ্রীঠাকুর। সংস্কৃতভাষাটাই আদি বা সনাতন ভাষা। অন্যান্য সমস্ত ভাষার অক্ষরগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন মাত্র। কিন্তু সংস্কৃতভাষার অক্ষরগুলি ঠিক অক্ষর নয়। কোনটী চক্র, কোনটী যন্ত্র, কোনটী ছন্দ—যে ছন্দ হইতে জগৎ হইয়াছে। শ্যামার গলার পঞ্চাশটী মুণ্ড এই বর্ণমালার প্রতীক। অন্যান্য ভাষার রেখাগুলি সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

[১০৩]

কুণ্ডলিনীকে কতদিনে সহস্রারে উঠান যায়।

শিষ্য। স্বামী বিবেকানন্দের মতে ছয়মাস একান্ত চেষ্টা করিলে কুণ্ডলিনীকে সহস্রারে উঠান যায়। এ বিষয়ে আপনার মতামত কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। অধিকারী বিশেষে। ছয়মাস চেষ্টা করিলে যে সবাই কুণ্ডলিনীকে সহস্রারে উঠাইতে পারে ইহা আমি বিশ্বাস করি না।

শিষ্য। সদ্‌গুরু চেষ্টা করিলে কতদিনে উঠাইতে পারেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সদ্‌গুরু ইচ্ছা করিলে কুণ্ডলিনীকে মুহূর্ত্তে সহস্রারে উঠাইয়া দিতে পারেন।

[১০৪]

শ্রীশ্রীঠাকুরের বিভিন্ন গুরুর নিকট যাইতে হইয়াছিল কেন?

শিষ্য। বিভিন্ন গুরুর নিকট আপনার যাইতে হইল কেন? স্বামী সচ্চিদানন্দ পরমহংস কি আপনাকে যোগ শিক্ষা দিতে সমর্থ ছিলেন না?

শ্রীশ্রীঠাকুর। এক গুরুর নিকট সব শিক্ষা করা যায় না। স্বামী সচ্চিদানন্দ জ্ঞানপথে সিদ্ধ ছিলেন। সুতরাং যোগ পথেও সিদ্ধিলাভ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি আমাকে যোগীগুরু অনুসন্ধান করিতে উপদেশ দেন।

শিষ্য। যোগসিদ্ধির পরেই কি আপনার প্রেম সাধনায় সিদ্ধি লাভ হইয়াছিল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যোগসিদ্ধির পরেই প্রেম সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলাম। অবশ্য প্রেমের কোন সাধনা নাই। প্রেম কৃপালব্ধ হওয়া চাই। মহতের কৃপায় আমাতে প্রেমের স্ফুর্ত্তি হইয়াছিল।

[১০৫]

শ্রীশ্রীঠাকুরের পূর্ব্বজন্ম স্মৃতি।

শিষ্য। সর্ব্বপ্রথমে কোন্ সময় আপনার পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি জাগিয়াছিল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পূর্ব্বজন্ম স্মৃতিটা আমার বাল্যকালেই হইয়াছিল। কিন্তু সে স্মৃতিগুলি সব ভাসা ভাসা ছিল। আমি কে ছিলাম—কোথায় ছিলাম সমস্তই আমার মনে হইত, কিন্তু সব এলোমেলো, ঠিক ধরিতে পারিতাম না। যোগসিদ্ধির সময়ই আমি ঠিক ধরিয়াছিলাম।

শিষ্য। শুনিয়াছি আত্মসাক্ষাৎকারের সময় অষ্টসিদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর। অষ্টসিদ্ধিই যে আসিয়া উপস্থিত হয় এমন নহে। তবে কাহারও কাহারও অষ্টসিদ্ধির কোন একটী অবস্থা খুলিয়া

শিষ্য। আপনার বাল্যকাল হইতে তান্ত্রিক সিদ্ধির পূর্ব্বাবস্থাটা কিরূপ ছিল? পূর্ব্বজন্মে যাহাদের আত্মসাক্ষাৎকার হইয়াছিল তাহারা পুনরায় জন্মগ্রহণ করিলে দেহের মধ্যে আসিয়া পড়ায়—অজ্ঞান আইসে বটে কিন্তু আমাদের যেরূপ অজ্ঞান—আমাদের যেরূপ বাসনা কামনা আপনার কি তদ্রূপই ছিল?

শ্রীশ্রীঠাকুর। না। ঠিক তদ্রূপ নয়। সাংসারিক লোকের বাসনা কামনার ন্যায় আমার বাসনা কামনা ঠিক তদ্রূপ ছিল না। তাদের আসক্তির ন্যায় আমার কোন আসক্তি ছিল না। যেন কেমন উদাসীন উদাসীন ভাব ছিল।

[১০৬]

ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণীর একত্র বাস অসম্ভব।

শিষ্য। আজকাল চারিদিকে ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণীদিগের একই আশ্রমে থাকিতে দেখা যাইতেছে। ইহা যুক্তিযুক্ত কিনা? বুদ্ধদেবের সঙ্ঘগুলি এই একত্র বাসের ফলে ব্যাভিচারদোষদুষ্ট হইয়াছিল। ভিক্ষুদের সহিত ভিক্ষুনীর একই আশ্রমে বাস করা বুদ্ধদেবের অভিপ্রেত ছিল না। পরে সেবকদিগের একান্ত নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তাহাতে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে মত দিয়াছিলেন। তাহার ফল যাহা হইয়াছিল তাহা আর কাহারও অবিদিত নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমিও চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি উহা হয় না—একপ্রকার অসম্ভব। যখন দেখিলাম যে ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণীদের

একত্র বাস অসম্ভব তখন হইতে উহা ত্যাগ করিয়াছি। ভাবিয়াছিলাম একই আশ্রমে ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী ভ্রাতাভগ্নীর ন্যায় বাস করিয়া ধরায় স্বর্গের আবির্ভাব করিবে। কিন্তু ঐ কুভাব এতই মজ্জাগত যে উহা হইবারই নহে।

[১০৭]

মস্তকে গুরু ও হৃদয়ে ইষ্টদেব ধ্যেয়।

শিষ্য। মস্তকে গুরুর ধ্যান করিতে হয়, হৃদয়ে ইষ্টদেবের চিন্তা করিতে হয় এই দ্বিবিধ সাধনের তাৎপর্য্য কি? আমাদের শাস্ত্রাদিতেও এই দ্বিবিধ সাধনের বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর। গুরুর ধ্যান নির্গুণাত্মক, সুতরাং মস্তকে নির্গুণ ভাব আর হৃদয়ে সগুণ ভাব।

[১০৮]

গুরুর স্থূল আদেশের প্রয়োজন হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুরের জনৈক শিষ্যা কিছুদিন হইতে নিরামিষ ভোজন করায় তাহার স্বাস্থ্য খারাপ হয়। শিষ্যার পিতা শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট অনুযোগ করেন—এবং শিষ্যার প্রতি আমিষ ভোজনের আদেশ দিবার জন্য প্রার্থনা করেন। তাহাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন—"আমি কাহাকেও মাছ মাংস খাইতেও বলি নাই—মাছ মাংস ত্যাগ করিতেও আদেশ দিই নাই। এ সম্বন্ধে আমি কাহাকেও কোন আদেশ করিতে পারিব না। যে যে ভাবের সাধন লইয়াছে তাহার ভিতর সেই ভাব ফুটিয়া উঠিবেই। তজ্জন্য আমার বিধি নিষেধের প্রয়োজন হইবে না—ভিতর হইতে সব ভাব আসিবে। আমি আমার শিষ্যদিগকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে কিছু বিধি নিষেধের বাঁধাবাঁধির মধ্যে ফেলি না। সাধনানুকুল ভাব ভিতর হইতে ফুটিয়া উঠিবে। বাহ্য স্থূল আদেশের প্রয়োজন কি? যদি 'সাধনানুকুল ভাব ফুটিয়া না উঠে তবে সে সাধনেরই বা ফল কি?

[১০৯]

সাধন কথা গোপন রাখা কর্ত্তব্য।

কতিপয় নব দীক্ষিত শিষ্য ও শিষ্যাদিগকে উপদেশ প্রদানকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন—"নিজ নিজ সাধন কৌশল কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। করিলে যাহার নিকট প্রকাশ করিবে সে হয়ত নিজ গুরু ও তৎপ্রদত্ত সাধনে বীতশ্রদ্ধ হইতে পারে, কিম্বা তোমরাও অপরের সাধনের কথা শুনিয়া নিজ সাধনে আস্থাহীন হইতে পার। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য কারণেও নিজ সাধন কৌশল প্রকাশ করিলে নিজের ক্ষতি হয়। বৈষ্ণবেরা বলিয়া থাকেন ঃ—

"আপন সাধন কথা।
না বলিবে যথা তথা॥"

এই কথা অনুসারে চলিবে।

[১১০]

প্রারব্ধ ভোগ ও কর্ত্তব্য পালন।

পিতৃবিয়োগান্তে সাংসারিক সহস্র অশান্তিতে যখন নিমজ্জিত হইয়া সাময়িক নানাপ্রকার দুর্ব্বলতায় অবসন্ন হইয়া বহুবিধ দুশ্চিন্তায় নিজেকে ছাড়িয়া দিতে অগ্রসর হইতেছিলাম তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের নিম্নে প্রদত্ত পত্রখানি মৃতসঞ্জীবনীর ন্যায় কার্য্য করিয়াছিল। যদি কোন ভাগ্যহীন আমার মত অবস্থায় পতিত হইয়া থাকেন তবে শ্রীশ্রীঠাকুরের লিখিত

উপদেশগুলি সবিশেষ কার্য্যকরী হইবে বিশ্বাসে সাধারণ্যে প্রকাশ করিলাম :—

জয় গুরু।

শুভাকাঙ্খী—
শ্রীনিগমানন্দ

পুরী,
২০।৫।৩৩ বাং।

কল্যাণবরেষু—

পরমশুভাশীষাংরাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্।

তোমার পত্র পাইয়া দুঃখিত হইলাম। সংসারে কেহ সুখ শান্তি ভোগ করিতেছে বলিয়া বিশ্বাস করি না—একটা না একটা অভাব বা দুঃখ সকলেরই আছে। তবু যাহারা আপনাকে সুখী বলিয়া মনে করে, তাহারা অবিদ্যা বিমোহিত মোহমুগ্ধ পশু মাত্র। যে যেমন প্রারব্ধ লইয়া আসিয়াছে তাহাকে তাহা ভোগ করিতেই হইবে। সংসারটী যুদ্ধক্ষেত্র ; আজীবন যুদ্ধ করিয়াই যাইতে হইবে। আত্মহত্যা করিবার কাহারও অধিকার নাই। আত্মহত্যা করিলে যদি যন্ত্রণা এড়াইতে পারিত তবে আর ভাবনা ছিল কি ? ধীর ও স্থিরভাবে প্রারব্ধ ভোগ করিয়া যাও। স্ত্রী পুত্রাদিও প্রারব্ধ অনুসারে সম্মিলিত হয় সুতরাং কোন বিষয়ে ক্ষুণ্ণ না হইয়া যথাসাধ্য কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়া যাও। কর্ত্তব্য জ্ঞান নষ্ট হইলে সত্যলাভের জন্য বাহির হইয়া পড়। কিন্তু সাবধান ! আত্মহত্যার সঙ্কল্প মনেও স্থান দিও না। এসব তত্ত্ব সাক্ষাতে আলোচনা করা যাইবে। আপাততঃ তোমার তিনটী প্রশ্নের উত্তর দিতেছি :—

(৩) বিপদের মাঝে আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া কি ভাবে চলা যায়? আত্মসম্মান কথাটা পাশ্চাত্য জগতের আমদানী। মান অপমানের দাবীটা সংসর্গ ও শিক্ষার উপর নির্ভর করিতেছে। সত্য পথে থাকিয়া সদ্ভাবে জীবন যাপন করিলেই আত্মসম্মান বজায় থাকিল। সমাজের লোকের সঙ্গে পাল্লা দিয়া বর্ত্তমান সভ্যতার অনুসরণ করিলে আত্মসম্মান বজায় রাখা কঠিন। * * * নিজে বলবান হও। * * * অসঙ্গত খেয়াল গ্রাহ্য করিও না—সর্ব্বপ্রথমে নিজে স্বাস্থ্য লাভ কর। তোমার শরীরটা অত্যন্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। শরীর বলশালী না হইলে কি করিয়া খাটিয়া খাইবে এবং কর্ত্তব্য পালন করিবে?

(২) * * *

(১) * * *

সাক্ষাতে আমার সঙ্গে এই সব বিষয়ের আলোচনা করিও। জ্ঞান হইলে প্রারব্ধ ভোগ করিয়াও আনন্দ পাওয়া যায়। অত্র শুভ। আশীর্ব্বাদ করি তুমি শান্তিলাভ কর। সাংসারিক আঘাতে উদ্‌ভ্রান্ত হইও না। ইতি—

[১১১]

মৃত্যু কত প্রকার।

শিষ্য। ১৩৩৩ সনের জ্যৈষ্ঠের আর্য্যদর্পণে "সাক্ষী-চৈতন্য" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে "* * * মানুষের মাঝেও যাদের প্রাণ বায়ু হৃদয়ে রুদ্ধ হয়ে শরীর পাত হয় তাদেরও উৎক্রান্তি হয় না। এই জন্যই অপঘাত মৃত্যু বা আকস্মিক মৃত্যুতে মানুষকে পশু জন্ম নিতে হয়। কারণ তার মন সর্ব্ব ভাব ও সংস্কার বর্জ্জিত থাকে; কোন আশা, আকাঙ্খা বা কামনা বাসনা না থাকায় তার মন হঠাৎ তমে অভিভূত হয়ে পড়ে—নিজেকে জাগিয়ে রাখবার জন্য সংস্কার কোনও অবলম্বন পায় না; কাজেই সে অবস্থায় সে প্রকৃতির ক্রীড়নক হয়ে পড়ে"। যদি তাহা হয় তবে যুদ্ধে যাহাদের মৃত্যু হয় তাহাদেরও পশু হইতে হয়। গীতা কিন্তু তাহা বলেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর। মৃত্যু চার প্রকার। জ্ঞানপূর্ব্বক, স্বাভাবিক, অপমৃত্যু ও আত্মহত্যা। যোগীদের জ্ঞান পূর্ব্বক মৃত্যু। রোগীর স্বাভাবিক মৃত্যু। অকস্মাৎ কোন আঘাতে বা অপর কর্ত্তৃক বিষ প্রয়োগে মৃত্যু—অপমৃত্যু। আর আত্মহত্যা নিজে ইচ্ছা করিয়া জীবন নাশ করা। অপমৃত্যুটা অনেক সময় প্রারব্ধ ফলে হইয়া থাকে। আত্মহত্যাটাই মহাপাপ বলিয়া গণ্য। প্রেতলোকে ইহার ফল ভোগ বড় ভীষণ। ধলেশ্বরীর তীরে ফুলবাড়িয়া নামক স্থানে আমি একদা ভ্রমণ করিতেছিলাম। হঠাৎ একটী বৃক্ষে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। দেখি একটী খোট্টার প্রেতাত্মা গাছে বুক বাঁধাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঐ ব্যক্তির শূল বেদনা ছিল। বেদনার যন্ত্রণায় সে বহুদিন পূর্ব্বে ঐ বৃক্ষে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করে। আজিও সে পাপের ফল হইতে মুক্ত হয় নাই। অনেকে

পরলোক আদৌ বিশ্বাস করে না। এইরূপ অবিশ্বাসকারী একটী লোকের কথা তোমাকে বলিতেছি। ঐ ব্যক্তির নাম * *। তিনি কুমিল্লার উকিল। ১৩০৪ সালে তিনি একদা রাত্রে স্বপ্ন দেখিতেছিলেন যে ভূমিকম্প হইতেছে। তিনি তজ্জন্য প্রাণভয়ে যেন অতি দ্রুত সিঁড়ী দিয়া নীচে যাইতেছেন এমত সময় যেন কম্পনাভিঘাতে সিঁড়ীটা ভাঙ্গিয়া তাঁহার ঘাড়ে পড়িল। তিনি স্বপ্নে গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিলেন। পার্শ্বে তাঁহার স্ত্রী নিদ্রিতা ছিলেন। ঐ শব্দে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল ও তিনি স্বপ্নগ্রস্থ স্বামীকে ধাক্কা দিয়া জাগাইয়া দিলেন। জাগিয়া তিনি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তিনি তখন ভাবিতে লাগিলেন এই স্বপ্ন যদি মহাস্বপ্ন হইয়া দাঁড়ায়, এইরূপ স্বপ্নের অবস্থায় যদি কোন দিন লোক পতিত হয় তাহা হইলে তাহার কি উপায় হইবে? পরলোকই যদি মানবের এইরূপ মহাস্বপ্নের অবস্থা হয় তাহা হইলে ত সে বড় ভীষণ অবস্থা। তখন ত কোন স্ত্রী তাহাকে ধাক্কা দিয়া জাগাইয়া দিবে না। এই সংসারটাও হয় ত স্বপ্নস্বরূপ হইতে পারে। বোধ হয় হিন্দুদিগের এই গুরুকরণ পদ্ধতিই মানবকে মহাস্বপ্ন হইতে জাগাইয়া দিবার জন্য। এই সব বিবেচনার পর তিনি আমার নিকট আসিয়াছিলেন।

শিষ্য। তাহা হইলে যুদ্ধে যে মৃত্যু হয় তাহাকে অপমৃত্যু বলা যাইতে পারে। তাহারা যুদ্ধের সময় সংস্কারবর্জ্জিত থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর। না। তাহারা পূর্ব্ব হইতে মরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া যায়। তাহারা একটা সংস্কারবদ্ধ হইয়া যায়—"হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।"

শিষ্য। ঠাকুর আপনি নাকি একবার আত্মাহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। একবার নয়। *কয়েকবার।

শিষ্য। তখন সবে বোধ হয় বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ। চারিদিকে খুঁজিলাম উপযুক্ত গুরু মিলিল না। বাল্যকালে স্বপ্নে মন্ত্র পাইয়াছিলাম সে মন্ত্রকে জাগাইয়া দিবার লোক জুটিল না। দেশে আমাকে সবাই ডেপো ছেলে বলিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিল।

কেহ আমাকে টোলো পণ্ডিতদের নিকট যাইতে বলিল। কেহ বা কাশীতে সাধু সন্ন্যাসীর নিকট যাইতে বলিল। কিন্তু উপযুক্ত গুরুর সন্ধান না পাওয়ায় চারিদিকে ঘুরিতে লাগিলাম। পরে নিরুপায় হইয়া লছমন ঝোলা হইতে গঙ্গায় ঝম্প প্রদানে এ জীবন ত্যাগ করিব স্থির করিলাম। যখন সত্য লাভ করিতে পারিলাম না তখন আর এ জীবন রাখিয়া ফল কি ? এই সঙ্কল্প করিয়া রাত্রে নিদ্রিত হইলাম তখন স্বপ্নে এক দিব্য বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের আবির্ভাব হইল। তিনি আমার সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া দিলেন—আমার সমস্ত জ্বালা যেন দূর হইয়া গেল—যেন কত শান্তি আমাতে উপস্থিত হইল। তিনি বলিলেন তুই এখানে সেখানে গুরু অন্বেষণ করিয়া বেড়াতেছিস্ কেন ? তোর গুরু তারাপীঠে আছে

শিষ্য। তারাপীঠের বামাক্ষেপা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ। তিনি আমার প্রথম গুরু বা তান্ত্রিক গুরু।

[১১২]

শিবলিঙ্গের যন্ত্র স্বরূপে পূজা হয়।

শিষ্য। শালগ্রামশিলা ও শিবলিঙ্গের পূজা এ দেশে কি ভাবে প্রচলিত হইয়াছে। ইহাদের উদ্ভব কি ভাবে? মহানির্ব্বাণতন্ত্রে শিব-লিঙ্গ প্রতিষ্ঠাবিষয়ক মন্ত্রাদি দেখা যায় মাত্র, কিন্তু ইহার উদ্ভব কোথায় তাহা জানা যায় না। শালগ্রাম পূজা করিলেও শালগ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নারায়ণের চতুর্ভুজ মানুষমূর্ত্তিও পূজা করিতে দেখা যায়। কিন্তু শিবের মানুষ মূর্ত্তির পূজা দেখা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর। তিন প্রকারের পূজা আছে। মন্ত্র, যন্ত্র ও মূর্ত্তি— ক্রমশঃ স্থূল। মন্ত্র সূক্ষ্ম বীজ; দেবতার মন্ত্রে পূজা হয়। কিন্তু আরও স্থূলে আসিলে দেবতাকে যন্ত্রে পূজা বিধেয়। তোমরা টাটে যন্ত্র আঁকিয়া পূজা করিতে দেখিয়াছ। মূর্ত্তি আরও স্থূল। শালগ্রাম শিলাও শিবলিঙ্গ যন্ত্র স্বরূপ পূজিত হয়। প্রত্যেক দেবতার যেরূপ যন্ত্র আছে প্রতি মানুষেরও তদ্রূপ যন্ত্র আছে। সেই যন্ত্র অনুসারে তাহার শরীর রচিত হয়। তোমার যে শরীর রচিত হইয়াছে ইহা তোমার যন্ত্র অনুসারে। প্রতি মানুষের যন্ত্র অনুসারে যদি মন্ত্র দেওয়া যায় তবে সেই মন্ত্রে বিশেষ কাজ হয়।

শিষ্য। সদ্‌গুরু ব্যতীত বোধ হয় আর কেহ এই যন্ত্র অনুসারে মন্ত্র দিতে পারে না। এটা গুরুরই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ।

শিষ্য। মনে করুন কোন পরিবারের কুলদেবতা যদি শক্তি হন এবং সেই পরিবারের কাহারও ভিতর বৈষ্ণবভাব প্রবল হয় তবে কোন্ দেবতার উপাসনা তাহার বিধেয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ঐ বৈষ্ণব ভাব কোন বৈষ্ণবের প্রভাবে যদি হইয়া থাকে তবে বুঝিতে হইবে উহা কিছুই নহে।

শিষ্য। যদি কাহারও প্রভাবে তাহার ঐ বৈষ্ণব ভাব না আসিয়া থাকে এবং স্বতঃই যদি ঐ ভাব তাহাতে ফুটিয়া উঠিয়া থাকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা'হলে সেইরূপ মন্ত্রই তাহাকে দিতে হইবে। এই জন্যই সদ্‌গুরুর প্রয়োজন।

শিষ্য। সদ্‌গুরুই এটা ধরিয়া দিবেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ। এটা সদ্‌গুরু ভিন্ন অন্য কেহ ধরিতে পারে না।

শিষ্য। আপনি বলিতেছেন যে শিবলিঙ্গ যন্ত্রস্বরূপ পূজিত হয়। লিঙ্গের আমি একাধিক অর্থও অবগত আছি। কিন্তু আমার মনে হয় যে এই লিঙ্গ অর্থে চলিত ও ব্যবহারিক অর্থই ধরিতে হইবে। শিবপুরাণেও বোধ হয় এই কথা বলে। লিঙ্গ পূজা অর্থে "প্রকৃতি-পুরুষের" পুরুষতত্ত্ব বা চৈতন্যমাত্র উপাসনা করিতে ইঙ্গিত করিতেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ, তাহাতেও ক্ষতি নাই। শিবলিঙ্গে অশেষ তত্ত্ব নিহিত আছে।

[১১৩]

নিজ গুরু ও জগদ্গুরুর ভিতর কে প্রথম প্রণম্য ?

শিষ্য। গুরু বড় কি জগদ্গুরু বড় ? অবশ্য গুরু অর্থে সদ্গুরুই বলিতেছি। মনে করুন এখনই যদি জগদ্গুরুর আবির্ভাব হয় তবে উভয়ের ভিতর কে প্রথম প্রণম্য ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমার জীবনে একবার এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। সেবার এলাহাবাদে কুম্ভ মেলা হইতেছিল। আমি এক বাঙ্গালী ভদ্র লোকের বাটিতে অবস্থান করিতেছিলাম। তখন এক গুরুভাইয়ের নিকট শুনিলাম যে আমাদের গুরুদেব আসিয়াছেন। তখন আমার দণ্ডীর অবস্থা! গুরুদেব আসিয়াছেন শুনিবামাত্র আমি গুরু দর্শনে চলিলাম। গিয়া দেখি প্রকাণ্ড সিংহাসনে শৃঙ্গেরী মঠের মোহান্ত বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে ঐ মঠের অন্তর্গত প্রায় একশত পঁচিশ জন মহাপুরুষ উপবিষ্ট আছেন। তন্মধ্যে আমার গুরুদেব রহিয়াছেন। আমি সটান্ গিয়া গুরুদেবকেই প্রথমে প্রণাম করিলাম। অতঃপর শৃঙ্গেরী মঠের মোহান্তকে প্রণাম করিলাম। তোমরা অবগত আছ যে শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত মঠগুলির পৃষ্ঠস্থানে যে সমস্ত মোহান্ত থাকেন তাঁহাদিগকে জগদ্গুরু বলা হয়। সুতরাং ঐ সমস্ত পশ্চিমা সাধুগণ এতাদৃশ ব্যবহারে আমার সহিত বাদানুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আমি তাঁহাদের সহিত সংস্কৃতে জবাব দিতে লাগিলাম। বলিলাম :—

"মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্গুরুঃ শ্রীজগদ্গুরুঃ।
মমাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

তজ্জন্য আমার গুরুই জগদ্গুরু। জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্য যিনি এই মঠের মোহান্ত,—আমার গুরু স্বামী সচ্চিদানন্দ পরমহংস এবং পরমাত্মা

সবই অভেদ। যদি অভেদ না হন তবে "অনবস্থা" দোষ আসিয়া পড়ে। অদ্বৈতবাদ নষ্ট হইয়া যায়। নীরব হইয়া মোহান্ত আমাদের বাদানুবাদ শুনিলেন, পরে বলিলেন "বাচ্চা ঠিক বাত বোল্‌তা হ্যায়।" তখন তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন "তোম্‌ বাহারমে পাহাড় পর্ব্বত সরিৎ সাগর সব দেখা" আমি বলিলাম "দেখা"।

মোহান্ত। আচ্ছা আউর কাহা দেখা হ্যায়। আমি বলিলাম "আপন দিল্‌মে দেখা হ্যায়—ত্রৈলক্যোযানি ভূতানি তানি সর্ব্বানি দেহতঃ—দিল ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড হ্যায়। সমাধিমে সব্‌ দেখা হ্যায়"। তখন মোহান্ত আমার গুরুদেবকে ডাকিয়া বলিলেন "এ বাচ্চা পরমহংস হ্যায়—কাহেকো এচ্‌কো দণ্ডী রাখা"। তখনই গুরুর আদেশে আমার দণ্ড জলে নিক্ষেপ করিলাম। আমার মাত্র তিন বৎসর দণ্ড রাখিতে হইয়াছিল। দেখ, সর্ব্বত্রই বায়ু মণ্ডল রহিয়াছে। তবুও বায়ু অপেক্ষা পাখায় প্রাণ জুড়ায় বেশী। অবশ্য মাঝে মাঝে অনুকুল শীতল হাওয়াও বহিয়া থাকে।

শাণ্ডিল্য সূত্রে একটী কথা আছে "মহৎ কৃপৈর্ভগবৎ কৃপা লেশাদ্বা", মহৎ কৃপা ভগবৎ কৃপার অন্তর্গত। এইজন্য গুরুকে নরাকার পরব্রহ্ম বলিয়া থাকে।

[১১৪]

পুরীর জগন্নাথ মূর্ত্তি সম্বন্ধে আলোচনা।

শিষ্য। ভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থ কয়টী, এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কোন্‌টী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বদরিকাশ্রম ত্যাগক্ষেত্র, রামেশ্বর সেতুবন্ধ কর্ম্মক্ষেত্র, দ্বারকা ঐশ্বর্য্যক্ষেত্র এবং পুরুষোত্তম ভোগক্ষেত্র। এই চারিটীর প্রত্যেক ক্ষেত্রই এক এক দিক দিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

শিষ্য। পুরীর এই পুরুষোত্তম তীর্থের সহিত গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের পুরুষোত্তম যোগের সহিত কোন সম্বন্ধ আছে কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। গীতায় যিনি পুরুষোত্তম তাঁহারই এই মন্দির। এই ভিন্ন অন্য কোন সম্বন্ধ নাই।

শিষ্য। পুরীর এই মন্দির বৌদ্ধ মন্দির কিনা? এবং এই ত্রিমূর্ত্তির বোধিসত্ত্বের সহিত কোন সম্বন্ধ আছে কিনা?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ভারতের উপর দিয়া নানা বিপ্লব গিয়াছে। বৌদ্ধ যুগের পূর্ব্বেও এই মন্দির ছিল না একথা কে বলিতে পারে? কারণ পুরী হিন্দুর একটা পীঠস্থান। বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধেরা এখানে প্রভাব বিস্তার করে। শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয়ে পুনরায় এই মন্দির হিন্দুর হস্তগত হয়, বৌদ্ধদের ধর্ম্ম, সঙ্ঘ ও বুদ্ধ এই ত্রিমূর্ত্তির অনুরূপ জগন্নাথ, সুভদ্রা এবং বলরাম।

শিষ্য। এই মূর্ত্তিত্রয়ের গঠনপ্রণালী দেখিলে আমার মনে হয় যে—

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥"

এই শ্রুতি বাক্যের সহিত জগন্নাথের মূর্ত্তির কিছু সম্বন্ধ আছে

শ্রীশ্রীঠাকুর। জগন্নাথের মূর্ত্তি ব্রহ্মের প্রতীক। যে যে ভাবে দেখে সে সেই ভাবে দেখিতে পায়। কেহ তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ ভাবে দেখিতে পায়—কেহ বা রামচন্দ্ররূপে, কেহ বা গণপতিরূপে। দাক্ষিণাত্য হইতে একটী ভক্ত আসিয়াছিলেন তিনি পুরী আসিয়া জগন্নাথ দেখিতে যান নাই। রাত্রে জগন্নাথ তাঁহাকে স্বপ্নে বলিলেন যে ভক্তের জন্য তিনি গণপতিরূপ ধারণ করিয়াছেন। প্রাতে তিনি মন্দিরে গিয়া জগন্নাথকে গণপতিরূপে দেখিতে পাইলেন। শ্রুতি বাক্য ব্রহ্ম সম্বন্ধীয়; এই শ্লোকটীর ভাব ঐরূপ হইতে পারে।

শিষ্য। এই শ্লোকের সহিত সম্বন্ধের কথা, এইজন্য বলিতেছি যে উপযুক্ত কারিগরের অভাবে যে এইরূপ মূর্ত্তি হয় নাই ইহা অবোধ বালকেও বুঝিতে পারে। জগন্নাথের চক্ষু হস্ত পদ—সর্ব্বাঙ্গেরই আভাস আছে—অথচ এই সব অঙ্গ নাই বলাও যাইতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ।

শিষ্য। ঐ মন্দির গাত্রে কতকগুলি কুৎসিৎ বা অশ্লীল মূর্ত্তি রহিয়াছে কেন? ধর্ম্ম মন্দিরের গাত্রে এইরূপ মূর্ত্তির নিশ্চয়ই কোন তাৎপর্য্য আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর। তোমার কি মনে হয়?

শিষ্য। আমার মনে হয় এটা জগতের বাহ্য চিত্র। ইন্দ্রিয়বর্গ অন্তর্মুখী হইলেই জগন্নাথ দর্শন হইবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ। এইরূপ চিত্র প্রায় বৌদ্ধ মন্দিরের গাত্রেই দেখা যায়। সারণাথেও ঐরূপ অশ্লীল মূর্ত্তি আছে।

শিষ্য। শক্তিপীঠের ভৈরব মাত্রেই শিব, কিন্তু বিমলার ভৈরব কে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। জগন্নাথ।

শিষ্য। আমি পূর্ব্বে আপনাকে বলিয়াছি। যে প্রতিমা দেখিলে আমার ভক্তি হয় না। আপনি বলিয়াছেন যে তোমার প্রতীক মনে করিয়া প্রণাম করিতে পার। কিন্তু এই জগন্নাথকে পরিক্রম কালে আমার ভাবান্তর উপস্থিত হইল কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। স্থান মাহাত্ম্য। বহু বহু লোকের চিন্তা ঐস্থানে পুঞ্জীভূত আছে তজ্জন্য।

[১১৩]

শিষ্যের মৃত্যুর পর গুরুর কর্ত্তব্য এবং গুরুর দেহত্যাগের পর পুনরায় গুরুকরণ প্রয়োজন কিনা?

শিষ্য। গুরুর দেহত্যাগের পূর্ব্বে শিষ্যের মৃত্যু হইলে সে অবস্থায় অধ্যাত্ম বিষয়ে গুরুর কিছু কর্ত্তব্য আছে কিনা? থাকিলে তাহা কিরূপ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আছে—আরও বেশী। তাহাকে স্বঃ মহঃ জন তপঃ সত্য প্রভৃতি লোক হইতে যোগাকর্ষণে আনিয়া মনুষ্যজন্মের ভিতর দিয়া শীঘ্র মুক্ত করিয়া দিতে হয়। সেই সমস্ত লোকে তাহার জন্য যে সমস্ত ভোগ সঞ্চিত থাকে তাহা মানব জীবনেই হইয়া থাকে। কাঠিয়াবাবার কাছে গোয়ালিয়রের মহারাজা যোড়হাতে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। এ সমস্ত কি বলিতে চাও? আমাদের জীবনেও এরূপ অনেক ঘটিয়াছে। ঐ সমস্ত উচ্চ লোক হইতেও শিষ্যের মুক্তি হইতে পারে—কিন্তু বহু বিলম্বে। এইরূপ মুক্তিকে ক্রম-মুক্তি বলে।

শীঘ্র মুক্ত করিয়া দিতে হইলে শিষ্যকে পরলোক হইতে আকর্ষণ করিয়া মানবাজন্মের ভিতর আনিয়া ফেলিতে হয়।

শিষ্য। শিষ্যের আত্মসাক্ষাৎকার করিবার পূর্ব্বে গুরুর দেহত্যাগ ঘটিলে তাহার পুনরায় গুরুকরণ প্রয়োজন হয় কিনা?

শ্রীশ্রীঠাকুর। না। আমি দেহত্যাগ করিলে মুক্ত হইয়া যাইব বটে,—জগদ্‌গুরুর সহিত মিশিয়া যাইব বটে, কিন্তু তোমাদের হাত হইতে নিস্তার নাই। শিষ্য আমাকে এইভাবেই পাইবে, এবং তাহাদের দাবী আরও বেশী হইবে।

[১১৬]

নিরামিষ ভোজনের উপকারিতা।

শিষ্য। স্বামী বিবেকানন্দ রাজযোগে বলিয়াছেন, "যাহারা খুব বেশী উন্নতি করিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা যদি কয়েক মাস কেবল দুগ্ধ ও অন্নাদি নিরামিষ ভোজন করিয়া জীবনধারণ করিতে পারেন, তাহাদের অনেক সুবিধা হইবে।" অন্যত্র কোথাও আমি দেখিয়াছি যে দ্বাদশ বৎসর নিরামিষ ভোজনের সঙ্গে সঙ্গে সাধনা করিলে কুণ্ডলিনী অবশ্যই জাগ্রত হইবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর। শুধু নিরামিষ খাইলে হইবে না, তৎসঙ্গে নিয়ম সংযমে থাকিয়া সাধন করিলে বার বৎসরে সে অবশ্যই অপরিসীম শক্তিলাভ করিবে।

[১১৭]

চৈতন্যদেব বিভিন্ন উপাসকদিগকে শ্রীকৃষ্ণ উপাসক করিয়াছিলেন কিনা ?

শিষ্য। চৈতন্যদেব রামচন্দ্রের উপাসকদিগকে, শ্রীবিষ্ণুর উপাসকদিগকে, লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসকদিগকে, শাক্ত ও শৈবদিগকে শ্রীকৃষ্ণ উপাসক করিয়াছিলেন কেন? তিনি কি একদেশদর্শী ছিলেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কোথায় পেলে?

শিষ্য। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর। উহা কবিরাজ গোস্বামীর স্বরূপউক্তি। তিনি শঙ্করকে পর্য্যন্ত প্রচ্ছন্ন বুদ্ধ বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে মানব যাহাতে উদ্ধার না হয়, যাহাতে লোক ভগবদ্বিমুখ হয়, তাহার জন্য শঙ্করের আবির্ভাব হইয়াছিল। হায়! ভগবান্ যুগে যুগে করুণা পরবশ হইয়া মানুষ পর্য্যন্ত হইয়াছেন আর ইহাদের কি যুক্তি! রামানুজকে তাঁহার গুরু মহামন্ত্র দান করিয়া বলিয়াছিলেন যে এই মন্ত্র কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। প্রকাশ করিলে রামানুজের নরক ভোগ করিতে হইবে এবং যাহাদের নিকট প্রকাশ করিবেন তাহারা উদ্ধার হইবে। রামানুজ তখনই গিয়া বাজারে এক মঞ্চ বাঁধিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে সেই মহামন্ত্র সবাইকে ডাকিয়া—যাচিয়া দান করিতে লাগিলেন। তাঁহার গুরু ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "তুমি কি করিতেছ? এ মহামন্ত্র অন্য কাহাকেও দান করিতে আমি নিষেধ করিয়াছি।" রামানুজ যোড়করে বলিলেন, "আমি ত তজ্জন্য নরকে যাইতে প্রস্তুত আছি।" যাহাদের এত করুণা তাহাদিগকে যিনি প্রচ্ছন্ন বুদ্ধ বলিয়া জগতে ঘোষণা করিতে পারেন, তিনি যে

চৈতন্যদেবের মুখে নিজের কথা বলিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে।

শিষ্য। তাহা হইলে এটা শুধু বৈষ্ণবের প্রাধান্য দেখাইবার জন্য লিখিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ।

[১১৮]

শুক্র মানব দেহে কোথায় এবং কিভাবে অবস্থিতি করে।

শিষ্য। শুক্র মানব দেহে কোথায় অবস্থান করে? শুক্রের অধোগতির সময়ে যোনিমুদ্রা যোগে যখনই সেই নিম্নগামী শুক্রস্রোতকে উর্দ্ধে দেওয়া হয় তখন তাহা কোথায় গিয়া স্থিতি লাভ করে। সেই বিচলিত শুক্র কি অবিচলিত হইয়া দেহে অবস্থান করে, না অন্যভাবে নষ্ট হইয়া যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। শুক্র দেহের রক্ত হইতে পৃথকভাবে অবস্থান করে না। দুগ্ধ মন্থন করিলে যেরূপ ননী পাওয়া যায়, তদ্রূপ মৈথুনের সময় শরীরের রক্ত মথিত হয় ও তাহা হইতে রক্তের সারাংশ শুক্ররূপে পরিণত হইয়া মস্তকে চলিয়া যায়। পরে পিঙ্গলা নাড়ী দিয়া নিম্নে গমন করিয়া অণ্ডকোষে স্থিতিলাভ করে; পরে লিঙ্গছিদ্র দিয়া প্রবাহিত হয়। এই অধোগামী শুক্রকে যোনিমুদ্রা দ্বারা নিরুদ্ধ করিলেও ইহা পুনরায় রক্তের সহিত মিশিতে পারে না—যে কোন ভাবে নষ্ট হইয়া যায়। তবে ইহাতে শারীরিক তেজ রক্ষিত হয় ও

ভবিষ্যতে শুক্রের অস্বাভাবিক অধোগমন বন্ধ হইয়া যায়। শাস্ত্রেও লিখিত আছে যে দৈবাৎ যদি শুক্র বিচলিত হয় তবে, "নিরুদ্ধ যোনিমুদ্রয়া।" যোগিগণ এমন কি নিষিক্ত বীর্য্যও পিচ্‌কারীর ন্যায় উঠাইয়া লইতে পারেন।

শিষ্য। শুক্র একবার বিচলিত হইলে তাহা আর অবিচল হইতে পারে না। উহা বহির্গমন করিবেই। তাহা হইলে উদ্ধরেতা কাহাকে বলে? শাস্ত্রে আছে—"উদ্ধরেতা ভবেদযস্তু স দেবো নতু মানুষঃ।" কোন কোন মুদ্রাযোগে বিচলিত শুক্রকে উর্দ্ধগামী করা যায়। ঐরূপ দুই একটী মুদ্রার ফল আমরা অনুভব করিয়াছি ও বলিয়াছি। কিন্তু এই বিচলিত শুক্রকে সেই সব মুদ্রাযোগে উর্দ্ধগামী করিলেও যদি তাহা দেহে স্থিতিশীল না হয় এবং উহা যদি সাময়িক ভাবে সাধককে প্রাকৃতিক আনন্দ প্রদান করে, তবে এই উর্দ্ধরেতার অর্থ ইহাই বলিতে. হইবে যে প্রাকৃত কাম উপভোগের উহা একটা যৌগিক কৌশল মাত্র।

শ্রীশ্রীঠাকুর। তাহা বলা যাইতে পারে। উহাতে আসক্তিও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু—"স দেবো নতু মানুষঃ" যে ভাবে বলা হইয়াছে, সে এই ভাবের উর্দ্ধরেতা নয়। যাহারা চেষ্টা করিয়া উর্দ্ধরেতার কৌশল শিক্ষা করে তাহাদের উদ্দেশ্য কাম ভোগ করা। প্রকৃত উর্দ্ধরেতার শুক্র আদৌ বিচলিত হয় না। শুক্রের উর্দ্ধগমন স্বভাবসিদ্ধ হয়।

শিষ্য। তাহা হইলে লিঙ্গ মাত্র প্রস্রাব দ্বার রূপে ব্যবহৃত হয়

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ।

[১১৯]

ব্রহ্মচর্য্যের সহিত আত্মসাক্ষাৎকারের সম্বন্ধ।

শিষ্য। শ্রীমৎ মূলচৈতন্য ভারতী একদা আমাকে বলিয়াছিলেন ব্রহ্মচর্য্যের সহিত আত্মসাক্ষাৎকারের কোন সম্বন্ধ নাই। তাঁহার এগারটী ছেলেমেয়ে অথচ তিনি ভগবানকে জানিয়াছেন—জানিয়া আনন্দ পাইতেছেন। তবে তাঁহার মতে দেহে সাধন-সামর্থ্য থাকা চাই। এ সম্বন্ধে আপনার মত কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ব্রহ্মচারী অর্থে—ব্রহ্মে বিচরতি যঃ স ব্রহ্মচারী। তবে সাধনার সময় কিছুকাল বীর্য্যধারণ প্রয়োজন হয়, কারণ শরীর বলহীন হইলে সাধন-ক্লেশ অসহ্য হইয়া পড়ে। পরাশরের ঔরসে মৎস্যগন্ধার গর্ভে ব্যাসের জন্ম হয়। সেই ব্যাস গৃহস্থ ছিলেন। তাঁহাকে "ব্যাসো নারায়ণঃ স্বয়ং" বলিয়া থাকে। বশিষ্ঠের শত পুত্র ছিল। এই সমস্ত ব্যক্তিরই গৃহস্থ হইবার অধিকার। আমি বলি মুনি ঋষিগণ আবার সংসার করুণ—আবার ব্যাস বশিষ্ঠের উদয় হউক। আজকাল মানুষ পশুরও অধম হইয়াছে। পশুরও কালাকাল বিচার আছে—মানুষের তাহাও নাই। আজকাল মাতাপিতার সম্মুখে—তাহাদের জ্ঞাতসারে পুত্র অযথা ও অসময়ে বীর্য্যহানি করিলেও কেহ কথা বলে না। সব লজ্জা ঐ সময়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। আমি বলি লোকে এটা জানুক, অযথা ও অসময়ে বীর্য্যপাত বন্ধ করুক। ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠার পর জ্ঞান লাভ করিলে তখনই মাত্র গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালনে অধিকারী হইবে। তাহা হইলেই আবার ব্যাস বশিষ্ঠের উদয় হইবে। জগতে ধর্ম্মগুরুগণের মধ্যে অনেকেই গৃহী ছিলেন। পরমগুরু নারায়ণ; তাঁহার শিষ্য ব্রহ্মা;

ব্রহ্মার শিষ্য নারদ; নারদের শিষ্য বশিষ্ঠ; বশিষ্ঠের শিষ্য পরাশর; পরশরের শিষ্য ব্যাস; ব্যাসের শিষ্য শুকদেব; শুকদেবের শিষ্য গৌড়পাদ; গৌড়পাদের শিষ্য গোবিন্দপাদ ও গোবিন্দপাদের শিষ্য শঙ্কর। অতএব দেখা যায় ধর্ম্মগুরুগণের মধ্যে অনেকেই গৃহস্থ ছিলেন।

[১২০]

বৈষ্ণবের অন্য দেবতার পূজাদি বিধি সঙ্গত কি না?

শিষ্য। যে বৈষ্ণব-সাধন লইয়াছে সে শিব বা অন্যান্য দেবতাকে প্রণাম, পূজা, ও তাঁহার চরণামৃত পান ও প্রসাদ ভোজন করিতে পারে কি না? বৈদ্যনাথের মন্দিরের ভিতর গিয়া আমার এই প্রশ্ন মনে উদয় হইয়াছিল। গীতার "রুদ্রাণাম্ শঙ্করশ্চাস্মি" মনে হইলেও, "তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্" বলিয়া আমি আমার ইষ্টদেবকে প্রণাম করিলাম। দেবতারা নাকি আবার অনেক সময় অভক্তি প্রদর্শন করিলে রুষ্ট হন, ইহা মনে হওয়ায়—মনে পড়িল "শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা"। রামানুজ সম্প্রদায়ভুক্ত একজন নগ্ন বৈষ্ণব সাধুকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি অর্জ্জুনগীতা হইতে বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিলেন যে শিবকে প্রণাম ও পূজা করা যাইতে পারে কিন্তু প্রসাদ ভোজন ও চরণামৃত পান করা যায় না। ভগবান নিজেই নাকি বলিয়াছেন শিবদ্রোহী কদাচ তাঁহার ভক্ত নহে।

শ্রীশ্রীঠাকুর। দেবতার উপাসনা গুণের উপাসনা মাত্র। তুমি একটা মদ্যপায়ী ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিতে পার। তুমি প্রণাম করিলে ব্রহ্মণ্য ভাবকে, কিন্তু যদি তুমি তাহার প্রসাদ গ্রহণ কর তবে তোমার ক্ষতি হইবে, তোমার শরীরে ব্যাধিও প্রবেশ করিতে পারে। যে সমস্ত দেবতার বামাচারে কামাচারে পূজা হয় তাহাদের প্রসাদ গ্রহণ করিলে সত্বগুণ সম্পন্ন ব্যক্তির ক্ষতি হয়। ধর একজন শূদ্র সত্বগুণবিশিষ্ট; তমোগুণ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের প্রসাদ গ্রহণ করা তাহার উচিত নয়, তবে বর্ত্তমানে কে শূদ্র কে ব্রাহ্মণ এ বিচার বড় কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। লোমশ নামে এক মুনি ছিলেন। তাঁহার গায়ে যত লোম ছিল—তাঁহার আয়ুর পরিমাণ ছিল তত লক্ষ বৎসর। এক সময় তিনি দেহত্যাগের মানসে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু বলিলেন চণ্ডালের অন্ন খাইলে তাঁহার গাত্রের লোমরাশি খসিয়া পড়িবে। লোমশ মুনি তখন এক চণ্ডালের গৃহে অতিথি হইলেন। চণ্ডাল তাঁহাকে খুব আদর আপ্যায়িত করিয়া বসাইল কিন্তু অন্ন দিতে রাজি হইল না। পরে তাঁহার একান্ত অনুরোধে তাহাকে অন্ন দিতে বাধ্য হইতে হইল। কিন্তু তাহাতে লোমশ মুনির লোমরাশি খসিয়া না পড়ায় তিনি পুনরায় বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইলেন। বিষ্ণু বলিলেন যে তিনি কর্ম্ম চণ্ডালের অন্ন খাইতে বলিয়াছেন। তখন একজন আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ দেখিয়া মনে করিলেন এই ব্রাহ্মণই চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এই মনে করিয়া তাহার গৃহে অতিথি হইয়া অন্ন গ্রহণ করিলেন। ফলে তাহার লোমরাশি খসিয়া পড়িল।

[১২১]

শিষ্য উন্নত হইতেছে কিনা কিরূপে বুঝিবে।

শিষ্য। শিষ্য নিজে উন্নত হইতেছে কিনা ইহা সদ্‌গুরু ভিন্ন শিষ্যের নিজের বুঝিবার কোন উপায় আছে কি না?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মধ্যে মধ্যে আত্মবিচার করিলে কিছু কিছু বুঝিতে পারে। প্রতি রাত্রে শয়নের সময় তাহার দিনের কার্য্যকলাপ বিচার করা উচিৎ। যদি সে মিথ্যা কথা বলিয়া থাকে—যদি কাহারও মনে আঘাত দিয়া থাকে—যদি কোন্ পাপ কার্য্য করিয়া থাকে তাহা হইলে শ্রীভগবানের নিকট তাহার প্রার্থনা করা উচিত ও ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হওয়া উচিত। (দুই একটী শিষ্যের নাম উল্লেখ করিয়া বলিলেন) অনেক সময় আবার শিষ্যগণ আত্মবিচার করিতে গিয়া খুব over estimate করিয়া ফেলে। সেরূপ ভাবে কিন্তু আত্মবিচার উচিৎ নহে!

[১২২]

বৈদ্যনাথের হৃদয়তত্ত্ব।

শিষ্য। দক্ষযজ্ঞ ও একান্নপীঠের তাৎপর্য্য কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ইহা একটী তত্ত্ব। এক কামাখ্যা তত্ত্ব বুঝাইতে গেলে একটী দিন চলিয়া যাইবে। এরূপ ভাবে একান্ন পীঠের তত্ত্ব বুঝিলে ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবে।

শিষ্য। একপঞ্চাশ পীঠের একপঞ্চাশ তত্ত্বের ভিতর আমি বৈদ্যনাথের হৃদয়তত্ত্ব এবং কামাখ্যার যোনিতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর। আধ্যাত্মিকতা আন্তর—স্থূল বাহ্য। একপঞ্চাশ পীঠই আমাদের শরীরের ভিতর বর্ত্তমান। মনটী হইল দক্ষ। কামাখ্যাতত্ত্বটী কামকলাতত্ত্ব। স্থূলও যে সত্য নয় তাহা নহে। সূক্ষ্ম সত্য হইলে স্থূলও সত্য হয়। আবার স্থূল সত্য হইলে সূক্ষ্ম সত্য হয়। রামায়ণকে আমরা অনেক সময় একটী তত্ত্ব বলিয়া থাকি। অযোধ্যা, রামেশ্বর, সেতুবন্ধ ইত্যাদি ঐতিহাসিক স্থানগুলি দেখিলে আমরা অনেক সময় আবার তত্ত্বগুলিকে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করি। এই স্থূলের সঙ্গে সূক্ষ্মের একটী সম্বন্ধ আছে। আফ্‌গান বেলুচিস্থানে হিংলাজ্ নামে একটী স্থান আছে। এইস্থানে দেবীর ব্রহ্মরন্ধ্র পতিত হইয়াছিল। আমি দণ্ডী অবস্থায় নব্বই মাইল উষ্ট্রের পৃষ্ঠে গিয়া যে কূপমধ্যে দেবীর ব্রহ্মরন্ধ্র পতিত হইয়াছিল, তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম। সমাধি অবস্থায় যে প্রকার জ্যোতিঃ দর্শন হয় এই কূপমধ্য হইতে তদ্রূপ স্নিগ্ধ ভাস্বর জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইতে দেখা যায়। দেহের মধ্যে হৃদয়টী যেমন পবিত্র স্থান, পীঠগুলির মধ্যে বৈদ্যনাথও তদ্রূপ।

শিষ্য। শুনিয়াছি, অম্বুবাচির সময় কামাখ্যার যোনীপীঠ হইতে রজঃস্রাব হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর। উহা মিথ্যা কথা। আমি পাণ্ডাকে প্রতি রাত্রে দুই টাকা করিয়া দিয়া মন্দিরে থাকিয়া উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। পাণ্ডারা রক্তবস্ত্র রাখিয়া দেয় মাত্র। তবে যোনিপীঠের ভিতর আমি হাত দিয়া দেখিয়াছি ঐস্থানে একটী পারদের প্রস্রবণ আছে বলিয়া বোধ হয়।

[১২৩]

মহাপুরুষের স্থূল ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি।

শিষ্য। ঠাকুর! একই সময়ে আপনি কত দৃশ্য ও অদৃশ্য মহাপুরুষের সহিত কথা বলিতে পারেন? ধরুন আমি আপনার সহিত কথা বলিতেছি এমত সময় যদি কোন মহাপুরুষ অদৃশ্যভাবে আপনার পশ্চাতে আসিয়া দণ্ডায়মান হন, তবে আপনি তাঁহার সহিত কথা বলিতে পারেন কিনা?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যতক্ষণ আমি স্থূলে থাকিব অর্থাৎ তোমার সহিত কথা বলিব ততক্ষণ কোন মহাপুরুষের সহিত আমার বাক্যালাপ হইতে পারে না। সূক্ষ্মে থাকিলে একই সময় বহু মহাপুরুষের সহিত কথা বলা যায়।

শিষ্য। ভূত, প্রেত ইত্যাদিও কি আপনাদের সূক্ষ্মাবস্থায় দৃষ্ট হয়, না স্থূল অবস্থায় দৃষ্ট হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ভূত, প্রেত ইত্যাদির উচ্চাবস্থা নয়। স্থূল অবস্থাতেই উহারা দৃষ্টিগোচর হয়। কারণ তোমাদের দৃষ্টি অপেক্ষা আমাদের দৃষ্টি অতিশয় প্রসারিত। তোমরা বারদীর ব্রহ্মচারীর সাক্ষ্য দিবার কথা বোধ হয় শুনিয়াছ। বিচারক তাঁহাকে বয়স কত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন দেড় শত বৎসর। তখন বিচারক জিজ্ঞাসা করিলেন দেড়শত বৎসর বয়সে এত দূরের ঘটনা কি প্রকারে তিনি দেখিতে পাইলেন। খুব দূরে একটী বৃক্ষের দিকে তাকাইয়া তিনি বলিলেন "ঐ দূরের বৃক্ষটীর উপর কতকগুলি লাল পিপীলিকা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বৃক্ষোপরে উঠিতেছে আপনারা কি কেহ দেখিতে পাইতেছেন"? এই ঘটনার অনুসন্ধানে সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছিল।

শিষ্য। সদ্‌গুরুর শিষ্যের কি ভূত, প্রেত ইত্যাদি অপকার করিতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। না। উহারা সদ্‌গুরুর শিষ্যের নিকট অগ্রসর হইতে পারে না। বিশেষতঃ স্থূলের উপর উহারা বিশেষ ক্রিয়াশীল হয় না।

[১২৪]

স্বপ্নে রোগ নিরাময়।

অনেকে শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের নিকট দুরারোগ্য রোগ চিকিৎসার্থ এবং মোকদ্দমা প্রভৃতিতে জয়লাভ করিবার জন্য পুরী পর্য্যন্ত গমন করায় তৎপ্রসঙ্গে বলিলেন, "আমি চিকিৎসক বা বৈদ্য নহি; আমি ভবব্যাধি চিকিৎসার জন্যই জগতে আসিয়াছি। অনেকে আবার মোকদ্দমায় জয়লাভার্থ আমাকে বিরক্ত করে—যেন আমি চক্রী হইয়া ভিতরে ভিতরে চক্র ঘুরাইতেছি। এ সব কিন্তু কিছুই নহে। এ সমস্তই মায়ার কাজ। আমরা মায়াধীশ। আমাদের ভিতর দিয়া একমাত্র গুরুশক্তি ক্রিয়া করিবে। এই গুরুশক্তি জীবকে একমাত্র আধ্যাত্মিক মঙ্গলের দিকে আকর্ষণ করিতেছে। আমি আমার শিষ্যবর্গের পার্থিব মঙ্গলের জন্য কোন দিনই কিছু করি না। যদি আমাকে কোন সময়ে বাধ্য হইয়া কিছু করিতে হয় তাহা হইলে আমার নিকট তাহাদের একটা বড় দাবী নষ্ট হইয়া যায়।"

শিষ্য। বৈদ্যনাথ অবস্থান কালে আমার ছেলের একশত তিন ডিগ্রী জ্বর হইয়াছিল। স্বপ্নে আপনি তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দেওয়ায় পরদিন তাহার জ্বর বন্ধ হয়। তবে কি আপনি বলিতে চান্ এই স্বপ্নের সঙ্গে আপনার কোন সম্বন্ধ নাই?

শ্রীশ্রীঠাকুর। একই শক্তি সর্ব্বত্র কার্য্য করিতেছে। আমি যখন সূক্ষ্ম অবস্থায় অবস্থান করি তখন যদি কোন ভক্ত আমাকে আহ্বান করে তাহা হইলে আমার তথায় যাইতে হয়। কিন্তু স্থূলে আসিলে আমার সূক্ষ্ম অবস্থার কার্য্যসকল সব সময় স্মরণ থাকে না। ঢাকায় আমার একটী শিষ্যা বাতব্যাধিতে শয্যাগত ছিল। অনেক প্রকার

ঔষধাদিতেও তাহার উপকার হয় নাই। পরে সিভিল সার্জন দ্বারা চিকিৎসিত হয়। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। কিছুদিন পরে একদিন প্রাতে দেখা গেল সে হাটিয়া বেড়াইতেছে। অকস্মাৎ এক রাত্রিতে তাহার রোগ উপশম হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল রাত্রে স্বপ্নে ঠাকুর আসিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিয়া গিয়াছেন। আমার এক শিষ্য এই ঘটনাটী বিবৃত করিয়া আমাকে পত্র লিখিল। পত্র দেখিয়া আমি অবাক্ হইলাম—আমার এ বিষয়ে কিছুই স্মরণ ছিল না। সংকল্পবিহীন হইয়া সূক্ষ্ম অবস্থায় যে সকল ক্রিয়া করা যায় স্থূলে বা নিম্নস্তরে নামিয়া আসিলে সেই সমস্ত স্মরণ থাকে না। তাই বলিয়া মনে করিও না যে ঠাকুর রোগ ইত্যাদি চিকিৎসা করিয়া বেড়ান। এইরূপ আরও অনেক ঘটনা আমার কাণে আসিয়াছে। আমার একটী মহারাষ্ট্রীয় ভক্ত আসাম কলিয়ারির সব্-ম্যানেজার। এক সময়ে সে আমার একখানি ফটো লইয়া পথ চলিতেছিল; অকস্মাৎ ভীষণ ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হয়। ফটোখানি বৃষ্টিপাতে নষ্ট হইয়া যাইবে, এই আশঙ্কাই তাহার মনে প্রবল হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তাহার পথ চলিবার কালে তাহার গায়ে বৃষ্টিপাত হয় নাই। বৃষ্টি সব সময়ই পাঁচ ছয় হাত দূরে ছিল।

শিষ্য। কলিকাতার গত দাঙ্গা হাঙ্গামার সময় বিশেষ প্রয়োজনে দেশে গিয়াছিলাম। ফিরিবার দিন ত্র্যহস্পর্শ, ভীষণ ঝড় বৃষ্টি; গাড়ী ছাড়িবার কিছু পূর্ব্বে ষ্টেশনে আসিতে না পারায়, আপনার স্মরণ করিলাম—ঝড় বৃষ্টি কিছুক্ষণের জন্য থামিয়া গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর। এ গুরুভাবের পরিচয়; গুরুকে মানুষভাবে ভাবিলে উহা ফুটে না।

---

[১২৫]

পুরীর সোণার গৌরাঙ্গ।

শিষ্য। ঠাকুর! আমি সোণার গৌরাঙ্গ দেখিতে গিয়াছিলাম। তথাকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া আমি বেশ তৃপ্তি বোধ করিয়াছিলাম। ঐ মন্দিরের একজন সেবককে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম এইস্থানে যে গৌরাঙ্গ আছেন তাহার প্রমাণ কি? আপনারা কি তাঁহাকে এখানে কখনও অনুভব করিয়াছেন? উত্তরে সেবকটী বলিলেন, "যদি কখনও এই মন্দিরে অনাচার হয়, যদি আমাদের কখনও কোন বিষয়ে ত্রুটি হয় তবে আমাদের মধ্যে যাহারা ভাগ্যবান তাহাদিগকে তিনি স্বপ্নে ত্রুটির বিষয় বলিয়া যান।"

শ্রীশ্রীঠাকুর। সোণার গৌরাঙ্গের রসরাজ মূর্ত্তি।

শিষ্য। রসরাজ মূর্ত্তির বিষয় কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর। 'রসরাজ প্রেমভাব দুয়ে একরূপ'। গৌরাঙ্গে রাধাভাব-কান্তি আচ্ছাদিত ছিল। গৌরাঙ্গ রাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ। সোণার গৌরাঙ্গেরই সেই রসরাজমূর্ত্তি। কিশোরানন্দ স্বামী এই সোণার গৌরাঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর হইল তিনি দেহ রাখিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে তিনিই একমাত্র প্রেমিক বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। প্রকৃত প্রেমের উদয় হইলে বাহ্য জগত প্রকৃতিপুরুষের লীলা বলিয়া বোধ হয়—ভিতরে যমুনা দর্শন হয়। বর্ত্তমানে এইরূপ প্রেমিক বৈষ্ণব বড়ই বিরল।

---

[১২৬]

গুরু কত প্রকার।

শিষ্য। গুরুকে শিষ্যগণ সাধারণতঃ কত ভাবে দেখিবে? শিষ্যদের গুরুকে যদি শাস্ত্রানুসারে দেখিতে হয় তবে অধিকারী ভেদে শিষ্যগণ তাঁহাকে চারি ভাবে দেখিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারম্ ব্যাপ্তম্ যেন চরাচরম্।
তৎপদম্ দর্শিতম্ যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতম্ যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

এই শ্লোকদ্বয় বোধ হয় গুরুকে আচার্য্যরূপে দেখিতে বলিতেছে। "দর্শিতম্" ও "উন্মীলিতম্" এই বাক্যদ্বয় অতীত বচন হওয়ায় শিষ্যের যখন তৎপদ দর্শন হইয়াছে এবং চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে তখনই সে আচার্য্য গুরুকে গুরু বলিয়া মনে করিবে ইহাই তাৎপর্য্য। গুরু অর্থে আমি সদ্গুরুই বলিতেছি। তখন তাহার গুরু সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ভাবে ধারণা হয়ঃ—

ব্রহ্মানন্দম্ পরমসুখদম্ কেবলম্ জ্ঞানমূর্ত্তিম্।
দ্বন্দ্বাতীতম্ গগনসদৃশম্ তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্॥
একম্ নিত্যম্ বিমলমলম্ সর্ব্বদাসাক্ষীভূতম্।
ভাবাতীতম্ ত্রিগুণরহিতম্ সদ্গুরুম্ তম্ নমামি॥

শিষ্য যখন গুরু সম্বন্ধে এই ভাবে উন্নীত হয় তখনই কেবল তাহার গুরুকে জগদ্গুরু বলিয়া মনে হয়। তৎপূর্ব্বে কখনই হইতে পারে না;

তখনই কেবল মনে হইতে পারে যে গুরু আর কেহই নন্—তিনিই

চৈতন্যম্ শাশ্বতম্ দিব্যম্ ব্যোমাতীতম্ নিরঞ্জনম্।
বিন্দুনাদৈকলাতীতম্ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথ মদ্গুরুঃ শ্রীজগদ্গুরুঃ।
মমত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

শ্রীশ্রীঠাকুর। শিষ্য যখন আত্মসাক্ষাৎ কর্‌বে তখনই সে গুরুকে জগদ্গুরু বলিয়া বুঝিতে পারিবে।

শিষ্য। তখন শিষ্য তাঁহাকে সম্পূর্ণ নির্গুণ ভাবেও ভাবিতে পারে কি ?

নিত্যম্শুদ্ধম্ নিরাভাসম্ নিরাকারম্ নিরঞ্জনম্
নিত্যবোধম্ চিদানন্দম্ গুরুব্রহ্ম নমাম্যহম্।

শ্রীশ্রীঠাকুর। গুরুকে নির্গুণভাবে ভাবিবার প্রয়োজন নাই। গুরু চারি প্রকার—আদর্শগুরু, আচার্য্যগুরু, সদ্গুরু ও জগদ্গুরু। আদর্শগুরুর সঙ্গে দীক্ষা, সাধন ইত্যাদি ধর্ম্ম ক্রিয়াদির কোন সম্বন্ধ নাই। যে কেহ অতি বাল্যকাল হইতে কোন ব্যক্তিকে আদর্শ রাখিয়া জীবন গঠন করিতে পারে। সেই আদর্শ স্থানীয় ব্যক্তিই তাহার আদর্শগুরু। তারপর আচার্য্যগুরু। যাহার নিকট শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করা যায় তিনিই আচার্য্য। দীক্ষাদাতা গুরুকেও আচার্য্য বলা যাইতে পারে। সেই দীক্ষাদাতা গুরু যখন তাঁহার হৃদয় মধ্যে ফুটিয়া উঠে তখনই তাহাকে সদ্গুরু বলিয়া মনে হইবে। আত্মসাক্ষাৎকারের পরে সেই সদ্গুরুকে জগদ্গুরু বলিয়া মনে হইবে।

[১২৭]

সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী প্রণাম গ্রহণ করিতে পারেন কি না ?

শিষ্য। সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ গৃহস্থের প্রণাম গ্রহণ করিতে ও তাহাদিগকে প্রসাদ দিতে পারেন কিনা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সন্ন্যাসিগণ শাস্ত্রানুসারে মৃত। শাস্ত্রানুশাসন অনুসারে শ্রাদ্ধাদি করিয়া সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং তাহাদের পক্ষে প্রণাম গ্রহণ ও প্রসাদ বিতরণ করা ঠিক নহে। ব্রহ্মচারিগণ গৃহস্থের প্রণাম গ্রহণ করিতে পারে না। তাহারা প্রকৃত অনাসক্ত গৃহস্থ অপেক্ষা উন্নত নয়। তবে পরমহংস সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিদিগের শীর্ষস্থানে অবস্থান করেন। তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা শিবস্বরূপ। তাঁহাদের দেহ পর্য্যন্ত চিন্ময়। সুতরাং তাঁহাদের অপেক্ষা জগতে শ্রেষ্ঠ কেহ নাই। তাঁহারা সর্ব্ব জাতির প্রণাম গ্রহণ ও তাঁহাদিগকে প্রসাদ দিতে পারেন।

[১২৮]

গুরুর জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি।

শিষ্য। শাস্ত্রাদিতে দেখিতে পাই গুরুর জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি মস্তকে ধ্যান করিতে হইবে। আমরা গুরুর অর্থাৎ নিজ নিজ দীক্ষাদাতার মূর্ত্তি চিন্তা করি। দীক্ষাদাতা গুরুর জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তির ধ্যান অস্বাভাবিক। ঐ অস্বাভাবিক মূর্ত্তিকে ভালবাসা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর। জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি চিন্তনীয় বটে কিন্তু উহা সবার পক্ষে নহে। গুরুর জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিও দেখা যায়। মঠে একদিন আমি দাঁড়াইয়া আছি এমন সময় আমার একটী ভক্ত আমাকে জ্যোতির্ম্ময় দেখিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। কয়েক ঘণ্টা পরে তাহার চৈতন্য সম্পাদন করি।

শিষ্য। উহা আপনার শক্তির স্ফুরণ—ভক্তের নহে।

শ্রীশ্রীঠাকুর। না, উহা ভক্তের শক্তি।

[১২৯]

বিপদেই লোকের পরীক্ষা হয়।

একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর পুরী-এক্সপ্রেস্ হইতে হাওড়া ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া কলিকাতায় আসিতেছিলেন; ঐ সময় হাওড়ার পোল খোলা থাকায় নৌকাযোগে গঙ্গা পার হইতে হইয়াছিল। নৌকায় লোকের পায়ের ধূলি থাকায় একটী তোয়ালে বিছাইয়া দেওয়া হয়। তাহাতে

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন "পায়ের ধূলা ভাল রে পায়ের ধূলা ভাল।" নদীতে তুফান হইতে ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন "বদর, বদর! এখন সশিষ্যে গঙ্গাগর্ভে উদ্ধার হইলে মন্দ হয় না। তখন কিন্তু বাপু গুরু শিষ্য সম্বন্ধ থাকিবে না। চাচা আপন বাঁচা। একদিন একটী ভক্ত আমার সহিত কথা বলিতেছিল, এমন সময় কোথা হইতে একটা বিছা আসিয়া হঠাৎ তাহার গায়ে পড়িল। সে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া বিছাটা ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করায় বিছাটা আমার গায়ে আসিয়া পড়িল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে আমার গায়ে পড়িয়া সে কোথায় চলিয়া গেল তাঁহার আর পাত্তা পাওয়া গেল না। আমার গায়ে পড়ায় ভক্তটী বিশেষ লজ্জিত হইয়া পড়িল। অবশ্য সে আর ইচ্ছা করিয়া আমার গায়ে ফেলে নাই।"

[১৩০]

কর্ম্মবীজের স্বতঃস্ফুরণ।

ঋষি বিদ্যালয়ের ব্রহ্মচারী বালকদের বর্ত্তমান জীবনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন—যে বালকের ভিতর যে বীজ নিহিত আছে তাহার ভিতর উহা ফুটিয়া উঠিবেই—ঋষি বিদ্যালয়ে থাকিলেও ফুটিবে, না থাকিলেও ফুটিবে। আমার মঠে যে সকল বালক ঋষি বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতেছে তাহাদের ভিতর কেহ বলে "ঠাকুর একটা মটর গাড়ী কেন"; আবার কেহ বলে "আমি ভাস্করানন্দ স্বামী হইব"। যার ভিতর যে বীজ নিহিত আছে তাঁহা দেশ কাল পাত্র অপেক্ষা

না করিয়া ফুটিয়া উঠিবে। নিম্ব বৃক্ষ হইতে কখন আম পাইতে পারিবে না। তবে স্থানের মাহাত্ম্যে পাতা ফুলগুলি অন্যপ্রকার হইতে পারে বটে, কিন্তু বীজের ভিতর যাহা নিহিত আছে তাহার আর ওলট পালট হইবে না। তবে জন্মান্তরের জন্য সৎসংস্কার সঞ্চিত হইবে।

[১৩১]

কাল কাহাকে বলে।

শিষ্য। কাল (time) বলিতে কি বুঝায়? কাল হইতে যদি আমি events বা ঘটনাগুলিকে বা ঘটনার পূর্ব্বাপরি ভাবকে—ইংরেজীতে যাহাকে succession বলে তাহা প্রত্যাহার (withdraw) করিয়া নেই তাহা হইলে কি অবশিষ্ট থাকে? ধরুণ যদি জগতের সমস্ত ঘটনাগুলিকে বাদ দেওয়া যায় তাহা- হইলে কি থাকে? যদি বলেন কাল অবশিষ্ট থাকে তাহা হইলে কালটা কোন নির্ব্বিশেষ সদ্বস্তু কিনা? যদি তাহাই হয় তবে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বলিয়া কোন কিছু থাকে না। সবই বর্ত্তমানে পরিণত হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর। বর্ত্তমান বলিলে অতীত ও ভবিষ্যতের ধারণা আইসে। এক অখণ্ড কাল বলা উচিৎ। এই অখণ্ড কালই সদ্বস্তু।

বৈষ্ণবেরা যে চারিটিকে সম্বস্ত বলিয়া থাকে তাহাদের মধ্যে কাল অন্যতম।

শিষ্য। এইজন্যই বুঝি আপনাদের নিকট অতীত, ভবিষ্যৎ বলিয়া কিছুই নাই—সবই প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ।

[১৩২]

সন্ন্যাসীর নূতন নাম গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা।

শিষ্য। আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে বাহ্য সন্ন্যাস গ্রহণ বা স্বামী প্রভৃতি উপাধির প্রয়োজন কি? জনক, অম্বরিষ, জয়দেব, চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ প্রভৃতি সবাই আত্মসাক্ষাৎ করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহারা কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া দণ্ড গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ বা স্বামী প্রভৃতি উপাধি কিম্বা গুরু প্রদত্ত নাম গ্রহণ করেন নাই। বর্ত্তমানে ইহার প্রয়োজন হইয়াছে কিসে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আধুনিক মানুষ বড় দুর্ব্বল। উহাদিগকে সাংসারিক আসক্তির বস্তু ও নাম-রূপ ভুলাইতে এই সমস্ত নূতন নাম প্রদান করিয়া ভাবের পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে হয়। এই যে আমি সন্ন্যাসী—পরমহংস—কত বৎসর পূর্ব্বে গৃহত্যাগ করিয়াছি তবুও কি আমার পূর্ব্বাশ্রমের ঘটনাগুলি স্মৃতিপট হইতে মুছিয়া গিয়াছে? কিন্তু আত্মীয় স্বজন এই সন্ন্যাসীকে তাহাদের দল হইতে বাদ দিয়াছে—পর করিয়া ফেলিয়াছে

কিন্তু সেই সব আত্মীয় স্বজন আমার পূর্ব্বাশ্রমের ভ্রাতাদের নিজ পরিবার মধ্যে গণ্য করে—আপন বলিয়া মনে করে। দেখ ভালর ভেলও ভাল। বৈষ্ণব গণের অতিরিক্ত ভোজন করিবার কারণ অনুসন্ধান করিয়া জগাই জানিল যে উহাদের গুরু ভোজন ও পরিপাকের কারণ হইতেছে যে উহারা উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করে—ও উন্মত্তবৎ নৃত্য করে। তখন সে মনে করিল সেও তাহাই করিবে। তাহা হইলে অতিরিক্ত ভোজনের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইবে ও বৈষ্ণবের মত তাহার দেহ হৃষ্টপুষ্ট হইবে। একদা সে খুব আহার করিয়া—সজ্যোৎস্না রাত্রে গঙ্গার তীরে গিয়া "রাধা, রাধা" বলিয়া—চীৎকার করিতে লাগিল—ও উন্মত্তবৎ নৃত্য করিতে লাগিল—উদ্দেশ্য ভুক্তদ্রব্য শীঘ্র হজম হইবে। কিন্তু প্রকৃতি অনুকুল ছিল—একে জ্যোৎস্না, তাহাতে গঙ্গাতট, হাওয়া বহিতেছিল। তাহার পর 'রাধা, রাধা" বলিয়া চিৎকার করায় অতি দ্রুত তাহার রাধা ভাবের স্ফূর্ত্তি হইয়া গেল। অবশ্য তাহার পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি ছিল—এজন্মে একটী কর্ম্মের ফলভোগ করিতে আসিয়াছিল। তাই বলি যাহা ভাল তাহার ভেলও ভাল।

[১৩৩]

নিজ অনুভূতি গোপন রাখিবার প্রয়োজনীয়তা।

" শিষ্য। নিজ সাধন ফল জনিত অনুভূতি গুলি গুরুভ্রাতাদিগকে কিম্বা গুরুকেও বলিলে সাধকের কিছু ক্ষতি হয় কিনা? শাস্ত্রে আছে অনুভূতিগুলি কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতে নাই। উহা মাতৃজারবৎ গোপনীয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর। গুরুভাইদিগকে বলা ঠিক নয়। মঠে ঐরূপ কয়েকটী ঘটনা ঘটিয়াছে। একজন কিছু অনুভূতি পাইয়াছে—সে অন্যকে উহা ব্যক্ত করিল। কিছুদিন পরে দেখা গেল যে যাহার প্রথমে অনুভূতি আসিয়াছিল তাহার তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে কিন্তু যাহার নিকট সে ব্যক্ত করিয়াছিল তাহার ঠিক ঠিক সেই অনুভূতিগুলি আসিয়াছে। গুরুকেও সব সময় বলিবার প্রয়োজন নাই কারণ তিনি ত সবই জানিতেছেন। তবে কোন সন্দেহ উপস্থিত হইলে তাঁহার নিকট হইতে মীমাংসা করিয়া লইবে।

[১৩৪]

সাধক নারীসঙ্গে শক্তিহীন হয়।

শিষ্য। সাধক যদি নিজ গৃহ ছাড়িয়া কোন স্থানে গিয়া সাধনা করে এবং সেখানে উপগত কোন রমণী তাহার অঙ্গসঙ্গ ইচ্ছা করে তবে সেই স্বেচ্ছাগতা নারীতে উপগত হইলে সেই সাধকের কিরূপ ক্ষতি হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সাময়িক ভাবে বীর্য্য হানি হয় বলিয়া সাধকের ক্ষতি হয়। কারণ বীর্য্য রক্ষিত হইলে মানসিক একাগ্রতা আইসে। এ সমস্ত সাধকের পক্ষে—কিন্তু সিদ্ধ যোগীর উহাতে কিছুই হয় না। ফল দেখিয়া কারণের ভালমন্দ বিচার করিতে হয় ইহাই ব্যবস্থা। পরাশর যোগবলে কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করিয়া মৎস্যগন্ধায় উপগত হইয়াছিলেন,—ইহা ভগবদিচ্ছা। কারণ তখন ব্যাসের ন্যায় ব্যক্তির আবির্ভাবের প্রয়োজন

হইয়াছিল। কথিত আছে "ব্যাসোনারায়ণঃ স্বয়ং"। মৎস্যগন্ধা সুক্ষেত্র —পরাশর সিদ্ধযোগী,—ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ সুতরাং উহাতে জগতের মঙ্গল বই অমঙ্গল হয় নাই।

[১৫৫]

ঋতুমতী স্ত্রী অস্পৃশ্যা কি না ?

শিষ্য। পূর্ব্বে ইহুদিগণ ঋতুমতী স্ত্রীকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিত এবং অন্ততঃ দিবসত্রয় তাহাদিগের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিত না। হিন্দুশাসন অনুসারে ঋতুমতী স্ত্রী দিবসত্রয় অস্পৃশ্যা। কিন্তু মহম্মদ ভগবদাদেশে প্রচার করিলেন যে ঋতুমতী স্ত্রীর সহিত মাত্র মৈথুন নিষিদ্ধ। তাহাদিগকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার কোনই হেতু নাই। হিন্দুধর্ম্মে তাহারা অস্পৃশ্যা বিবেচিতা হইলেও তদবস্থায় নানা প্রকার সাধনাদির ব্যবস্থা আছে কেন ? এই সাধনায় ব্রহ্মজ্ঞান পর্য্যন্ত হইতে পারে। যথা শিব বলিতেছেন :—

অহং বিন্দু রজঃ শক্তিরুভয়োর্ম্মেলনং যদা।
যোগিনাং সাধনরতাং ভবেদ্দিব্যং বপুস্তদা॥

ইত্যাদি শিবসংহিতায় সাধন সম্বন্ধে বহুল উপদেশ আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর। উহা strictness এর জন্য। কারণ ঐ সময় স্ত্রীলোক অত্যন্ত শক্তিশালিনী হয় ও তাহাদের কাম লালসা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং যদি তৎকালে তাহারা পুরুষের সংস্পর্শে আইসে তাহা হইলে উভয়ে আত্ম সংযম করিতে না পারায় অঙ্গসঙ্গের সম্ভাবনা হয়। দেহতত্ত্ববিদগণ বলেন

তৎকালে অঙ্গসঙ্গ হইলে জরায়ুতে চাপ লাগে ও তজ্জন্য বহুল পরিমাণে রক্তস্রাব হয়। ইহাতে স্ত্রীলোকের বিশেষ ক্ষতি হয়। ঐ সময়ের মৈথুন হেতু যদি সন্তান সম্ভাবনা হয় তবে সে সন্তান সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন হয় না এবং অল্পায়ু হয়। কিন্তু তান্ত্রিক সাধকের পক্ষে ঐ দিবসত্রয়ই মাত্র সাধনার প্রশস্ত কাল—অন্য সময় নিষিদ্ধ। সাধকের সাধন ব্যাপারে স্ত্রীলোকের তাদৃশ হানি হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে এ সমস্ত অধিকারী হিসাবে।

[১৩৬]

ব্রহ্মের অংশ বিচার চলে না।

শিষ্য। ভগবান বলিতেছেন "একাংশেন স্থিতো জগৎ"। এই-ক্ষণ ব্রহ্মের অংশ বিচার করিলে ব্রহ্ম সসীম হইয়া পড়েন। ব্রহ্মের অংশ বিচার কি প্রকারে চলিতে পারে? ব্রহ্মের একাংশ যদি মাপের বিষয় হইয়া পড়ে তাহা হইলে ব্রহ্মের অসীমত্বের হানি হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর। তোমরা যদি বেদের শান্তি বাক্য "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং" ইত্যাদির অর্থ জান তবে সহজেই বুঝিতে পারিবে। ব্রহ্মের অংশও পূর্ণ, ব্রহ্মের অংশ বিচার চলে না—উহা কল্পনা করা হয় বুঝাইবার জন্য। ব্রহ্ম পূর্ণ, ব্রহ্মের অংশ জীবও পূর্ণ। কিন্তু সেই জীব নিজেকে পূর্ণ বলিয়া অনুভব করে যখন আত্মজ্ঞান লাভ হয়। আত্মজ্ঞানী মানব তখন নিজেকে আর অংশ বলিয়া মনে করেন না—তাঁহার সাযুজ্য লাভ হইয়া যায়। তাই ব্রহ্মের অংশও পূর্ণ বলা হয়।

[১৩৭]

প্রারব্ধ ও সদ্‌গুরু।

শিষ্য। আপনি বলিয়াছেন "প্রারব্ধ বলবান"। কর্ম্মবিধাতাগণ, শাস্ত্রে যাহাদিগকে লিপিক বা মহারাজ বলে তাহারা যদি কাহাকেও প্রারব্ধ ফল ভোগ করান তবে পুরুষাকার অবলম্বী ব্যক্তি সেই কর্ম্ম বিধাতাগণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে কি না? দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরুণ কর্ম্মবিধাতাগণ একজনের ভাগ্যে সংসারে পুত্র কলত্রাদি বেষ্টিত হইয়া তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত বহুকষ্ট সেই ব্যক্তির ভাগ্যে বিধান করিয়াছেন। কিন্তু সহসা যদি সেই ব্যক্তি পুরুষাকার অবলম্বন করিয়া গৃহত্যাগ করে ও আত্মমুক্তির জন্য সাধনতৎপর হয় তবে কর্ম্মবিধাতাগণ তাহাকে পুনরায় গৃহে আনিতে পারেন কিনা এবং আনিয়া থাকেন কিনা?

শ্রীশ্রীঠাকুর। প্রারব্ধ বলবান। তাহাকে পুনরায় গৃহে ফিরিয়া যাইতে হইবে। কারণ সে যে সংসারিক অসুবিধার জন্য বিরক্ত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু যদি অধ্যাত্ম বিদ্যা লাভের জন্যই তাহার বৈরাগ্য উপস্থিত হয় ও সদ্‌গুরুর উপর একান্ত নির্ভরশীল হইয়া গৃহত্যাগ করে তাহা হইলে তাহাই তাহার প্রারব্ধ,—কোন কর্ম্ম বিধাতা তাহাকে আর গৃহে লইতে পারিবে না। সদ্‌গুরুই তাহাকে রক্ষা করিবেন। সদ্‌গুরু একান্ত নির্ভরশীল শিষ্যকে কি ভাবে রক্ষা করেন তাহা আমার নিজের জীবনের বহু ঘটনা হইতে একটী ঘটনা তোমাকে বলিতেছি। দ্বারকা মঠে একসময় কোন মোহান্ত ছিল না। একটী বৃদ্ধাই সেই মঠের কর্ত্রী ছিলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে আমি তখন সেই মঠে গিয়া উপস্থিত হইলাম। কিয়দ্দিবস তথায় অবস্থান করায় বৃদ্ধা আমার উপর বিশেষ আকৃষ্টা

হইলেন—আমিও তাঁহাকে মা ডাকিলাম। তিনি আমাকে পুত্রের ন্যায় বিশেষ আদর যত্ন করিতেন—তাঁহার উদ্দেশ্য কিছুদিন পরে আমি বুঝিলাম যে তিনি আমাকে দ্বারকার মঠের মোহান্ত করিবেন। তথায় কিছুদিন বেশ আরামে আছি, তখন একদিন এক ভৈরবী আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। ভৈরবীটি পূর্ণযৌবনা—হাতে ত্রিশূল। ভৈরবীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তখন হইতে ভৈরবী ক্রমশই আসা যাওয়া করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে জানিলাম সে ব্রাহ্মণ কন্যা—যশোহর জেলায় তাহার পিত্রালয় ছিল। সে আমাকে বলিল যে আমার পন্থা ভুল—তাহার পন্থাই সত্য। কলিকালে তন্ত্রোক্ত বিধানানুসারে সাধনা ব্যতীত অন্য সাধনা নিষ্ফল। সে বহু শাস্ত্র বচন উদ্ধৃত করিয়া আমার সহিত তর্ক করিতে লাগিল। আমিও মনে মনে তাহার যুক্তির সারবত্তা অনুভব করিতে লাগিলাম। তাহার অসাধারণ শাস্ত্রপাণ্ডিত্য দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইলাম ও ক্রমেই তাহার দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকিলাম। একে সে পরমা সুন্দরী— তাহাতে যুবতী, তাহার পর তাহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য—শুধু পাণ্ডিত্য বলিলেও ঠিক হয় না—সে এরূপ সংস্কৃতজ্ঞ যে তদ্রূপ দ্বিতীয় সংস্কৃতজ্ঞ ভৈরবী আমি কখন দেখি নাই। এরূপ অবস্থায় আমি ক্রমে তাহার নারীত্বে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম। তখন সে আমাকে যুক্তি দেখাইল যে তাহার সহিত আমার শৈব বিবাহ পর্য্যন্ত হইতে পারে। আমি তাহার যুক্তিই ঠিক যুক্তি মনে করিয়া তাহার সহিত বিবাহে মত দিলাম—আমি দেখিলাম মন্দ কি? মঠের মোহান্ত হওয়া যাইবে, ধর্ম্মও করা হইবে। তারপর বিবাহের দিন পর্য্যন্ত স্থির হইল। বিবাহের পূর্ব্বদিন রাত্রে মন দৃঢ় করিয়া নিদ্রিত হইলাম—নিদ্রার ভিতর স্বপ্নে দেখিতে লাগিলাম ভৈরবীর সহিত আমার বিবাহ। ভৈরবী আমার পার্শ্বে আসিয়া বসিয়াছে। তখন আমার গুরুদেব হাটিতে লাগিলে

তাঁহার হস্তস্থিত সাড়ে চারি সের ওজনের চিমটার যেরূপ ঝন্ ঝন্ শব্দ হইত আমার ভিতরে ঠিক তদ্রূপ শব্দ অনুভূত হইল। ঐ শব্দে মনের ভিতর অন্য প্রকার ভাবের উদয় হইল। তখন ভৈরবীর সর্ব্বাঙ্গ মাখনের মত গলিয়া পড়িতে লাগিল। অবশিষ্ট রহিল তাহার কঙ্কালরাশি। তাহার সেই কঙ্কাল যেন আমাকে আলিঙ্গন করিতে আসিল। এমন সময় আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম—সঙ্গে সঙ্গে অমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। আমি উঠিয়া পড়িলাম ও বিনা বিলম্বে আমার লোটা কম্বল লইয়া বাহির হইলাম। বুড়ীরও আমার চীৎকারে নিদ্রাভঙ্গ হইল ও সে আমার সম্মুখে আসিয়া পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। আমি তাহাকে সজোরে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিয়া দৌড়াইলাম। এমন দৌড় দিলাম যে কোথায় কত দূর গিয়া সে দৌড় থামিয়াছিল তাহার ইয়ত্তা ছিল না। যে অধ্যাত্ম বিদ্যালাভের জন্য বাহির হয় ও সদ্‌গুরুর উপর একান্ত নির্ভরশীল হয়, সদ্‌গুরু এইরূপ ভাবে তাহাকে রক্ষা করেন। সদ্‌গুরুর প্রভাব স্বপ্নের ভিতর দিয়াই অধিকাংশ সময় প্রকাশিত হয়।

[১৩৮]

স্বষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় স্বপ্ন।

শিষ্য। ঠাকুর! আমি একটী স্বপ্নের অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না। একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখিতেছি আপনি আমাদিগকে যোগৈশ্বর্য্য দেখাইতেছেন। তীক্ষ্ণধার ছুরিকা দ্বারা নিজ অঙ্গ কাটিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া আমাদিগকে খাইতে দিতেছেন। কোন সময় উন্মত্তবৎ ব্যবহার করিতেছেন—আর আপনার নেত্র হইতে পিচকারীর জলস্রোঁতের ন্যায় তেজ নির্গত হইতেছে। কোন সময় ধনুকের তীর নির্গত হইতেছে, কোন সময় বা ফোয়ারার ন্যায় জল* বহির্গত হইতেছে। তারপর অকস্মাৎ অনুভূত হইল কোথাও কিছু নাই—চন্দ্র, স্ূর্য্য, পৃথিবী, গ্রহ, নক্ষত্র, স্থাবর জঙ্গম কিছুই নাই। কেবল আছে স্বচ্ছ জ্যোতিঃ। সেই মহাশূন্যের কোথাও আপনি, আমি ও আর কয়েকজন গুরুভ্রাতা আধারশূন্যভাবে একত্র অবস্থান করিতেছি। ঈদৃশ অবস্থায় আমার মনে ভয় হইতেছে, কিন্তু আপনি সঙ্গে থাকায় আশ্বস্ত আছি। ইতিমধ্যে সেই মহাশূন্যে এক বিরাট শব্দ হইল—কতকগুলি কামান একত্রে দাগিলে যেরূপ ভীষণ শব্দ হয় সে শব্দ তদপেক্ষাও ভীষণ। শব্দে যেন একটা কম্পনাভিঘাত অনুভূত হইল। সেই বিরাট শব্দের সঙ্গে সঙ্গে একটী সুবর্ণময় বিরাট সিঁড়ী পড়িয়া গেল। সেই বিরাট সিঁড়ীর আদি নাই অন্ত নাই। এই স্বপ্নের যদি কিছু অর্থ থাকে আমায় তাহা বলুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর। ঐ স্বপ্নে সংক্ষেপে তোমাকে স্বষ্টিতত্ত্ব বুঝান হইয়াছে। প্রথমেই নির্ব্বিকল্প অবস্থা—যখন কিছুই নাই; তুমি বলিতে পার কেন আমি ছিলাম আপনিও ছিলেন। এঁটা দৃশ্য দ্রষ্টা ভাব। এইভাবে

ভিন্ন তোমাকে বুঝান যাইত না। আমার সহিত তোমার অবস্থান শুধু নির্ব্বিকল্পভাবটা বুঝাইবার জন্য। তারপর যে শব্দ হইল সেটা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রথম শব্দ বা প্রণব। তুমি বলিতে পার যে শব্দ দ্বারা জগৎ সৃষ্ট হয় তাহা অনুভূতিগম্য মাত্র,—শ্রোতব্য নহে। কিন্তু ইহাও তোমাকে বুঝাইবার জন্য। তারপর শব্দের কম্পন বা স্পন্দন—যে স্পন্দন হইতে জগৎ ধীরে ধীরে সৃষ্ট হয়। সুবর্ণ সিঁড়ীটা জগতের ক্রমাভিব্যক্তির প্রতীক স্বরূপ। ধাঁপে ধাঁপে সৃষ্টি—যেমন প্রথমে আকাশ—তারপর বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, তাহা হইতে অপ, সর্ব্বশেষে ক্ষিতি। সিঁড়ী দ্বারা এই জগৎ সৃজনের ক্রম বুঝান হইয়াছে।

[১৩৯]

ব্রহ্মদর্শনে শরীর নিরোগ হয় কি না।

শিষ্য। বেদে আছে ব্রহ্মদর্শন হইলে শরীর নীরোগ হয়; ইহাদ্বারা প্রমাণিত হয় যে যাহাদের দেহে রোগ আছে তাহাদের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় নাই—যথা বুদ্ধদেব, রামকৃষ্ণ, ইত্যাদি। বেদের বচনটা এই :—

"* * * ন তস্য রোগো ন জরা ন দুঃখং
প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্।"

শ্বেতাশ্বতর ২য় অধ্যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর। "প্রারব্ধ নিশ্চয়াৎ ভূঙ্‌ক্তে।" আমরা যখন দেখিতে পাইতেছি যে ব্রহ্মবিদ্‌গণের দেহে রোগ হইতেছে তখন ঐ বচন কি প্রকারে সমর্থন করা যায়? তবে যোগিগণ যে ইচ্ছা করিলে অন্যভাবে প্রারব্ধ নষ্ট না করিতে পারেন তাহা নহে। তবে জড়ের জন্য এত আর কে করে!

[১৪০]

আত্মোন্নতির পরিপন্থী আহার্য্য গ্রহণীয় নহে।

শিষ্য। মাছ মাংস ইত্যাদি খাওয়া সত্ত্বগুণের বিরোধী। কারণ উহাতে জীবহত্যা হয়। বহু পূর্ব্বে ঋষিরা যে সত্য আবিষ্কার করিয়া গিয়াছিলেন বর্ত্তমানে স্যার জগদীশ তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন যে উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে, উহারা শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে, উহাদের সুখ দুঃখ অনুভব করিবার ক্ষমতা আছে, "অন্তঃ সংজ্ঞা ভবন্তেতে" ইত্যাদি মনুর কথার প্রতিধ্বনি করিতেছেন— বলিতেছেন উদ্ভিদের বাঁচিয়া থাকিবার জন্য প্রবল চেষ্টা আছে; সর্ব্বত্রই প্রাণের স্পন্দন দেখা যাইতেছে। তখন মানুষ অন্যকে কষ্ট না দিয়া কি আহার করিতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সর্ব্বত্রই প্রাণ। খাওয়া না খাওয়া কিছুর হত্যার উপর নির্ভর করে না। জীব না হয় বাদই দিলাম। ফলমূলের ভিতরও রাজসিক, তামসিক ও সাত্ত্বিক ফলমূল আছে। মাংস ও মাছের ভিতরও তদ্রূপ গুণত্রয়ের ন্যূনাধিক্য বর্ত্তমান। খাওয়া না

খাওয়া নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি অবনতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া করিতে হইবে। জীবহত্যা বা প্রাণীহত্যার উপর লক্ষ্য রাখিয়া আহারের চেষ্টা করিলে কিছুই খাইতে পারা যাইবে না।

[১৪১]

মুক্তির পর পুনরায় আত্মবিস্মৃতির সম্ভাবনা থাকে কি না।

জনৈক গুরুভ্রাতা শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রশ্ন করিলেনঃ—"প্রণবস্তস্ত বাচকঃ।" এই প্রণব জপ করিতে করিতে তাঁকে দেখা যাবে। কিন্তু তিনি যে কিরূপ তাহা ত কোনদিন দেখি নাই। তবে তাঁহার কি রূপ ধারণা করিয়া জপ করিতে হইবে। যাঁহাকে কখন দেখি নাই এবং যিনি ধারণার বহির্ভূত তাঁহাকে কি প্রকারে প্রণবে জপ করা যাইতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমি বলি তুমি দেখেছ।

শিষ্য। আত্মবিস্মৃতি ঘটেছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ।

শিষ্য। তাই বুঝি তাঁকে পাওয়ার জন্ম এত আকাঙ্ক্ষা, কিসের যেন একটা চির অভাব!

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ।

গুরুভ্রাতা। তাহলে তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণব জপ করিলে তিনি নিজেই ধরা দিবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ।

গুরুভ্রাতাটীর সঙ্গে আর একটী যুবক শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শনার্থে আসিয়াছিলেন। তিনি প্রশ্ন করিলেনঃ—যদি ইহাই হয় যে আমি আমাকে জানিতাম তারপর আত্মবিস্মৃত হইয়াছি বা স্বরূপ বিচ্যুতি ঘটিয়াছে তাহা হইলে তো আবার একদিন আমি আমাকে জানিব এবং পুনরায় আত্মবিস্মৃতি ঘটিবে তবে মানব মুক্ত হইবে না কি? বদ্ধমুক্ত, বদ্ধমুক্ত এই ক্রমই যদি চলিতে থাকে তবে আর সাধন ভজনের প্রয়োজন কি? মুক্তির পর আবার বন্ধন—আবার মুক্তি—আবার বন্ধন, তাহা হইলে কি কেবল আত্মবিস্মৃতি ঘটিতে থাকিবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তোমার প্রশ্ন শুনিয়া আমার বহুদিন পূর্ব্বের একটী ঘটনা মনে হইতেছে। আমি তখন কাশীতে অবস্থান করিতেছিলাম। একটী যুবক তাহার মাতা ও স্ত্রীকে লইয়া দীক্ষাপ্রার্থী হইয়া আমার নিকট আসিল। যুবকটীর মাতা আমার অল্প বয়স দেখিয়া বিগড়াইয়া বসিল—বলিল সে আমার নিকট দীক্ষা লইবে না। আমি বয়সে তাহার পুত্রতুল্য। যুবকটী বড় সমস্যায় পড়িল, এদিকে তাহার স্ত্রী আমার নিকট দীক্ষা লইবেই পণ করিল। যুবক দেখিল যে মাতাকে বাদ দিয়া স্ত্রীকে লইয়া দীক্ষা লইলে লোকেই বা কি বলিবে। তখন যুবকটী কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া—সাংখ্য শাস্ত্রের বড় পণ্ডিত কাশীর একজন ব্রাহ্মণের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহাকে উহারা সব খুলিয়া বলিলে তিনি বলিলেন—বয়সে অল্প হইলে বড় বা ছোট হয় না। ছোট বড় হয় জ্ঞানে। তবে এই স্বামীজি জ্ঞানী কিনা, তাহা তিনি আলাপ করিয়া বুঝিবেন ও তাহাদের কর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ দিবেন। তাহারা সবাই পণ্ডিতের সঙ্গে আমার নিকট আসিল। পণ্ডিতটী তোমার ঐ প্রশ্নটী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বলিলেন "আত্মার চরম মুক্তি বা মোক্ষ লাভ কিপ্রকারে

হইতে পারে ? বন্ধন মুক্তি তারপর বন্ধন, আবার মুক্তি, আবার বন্ধন ইহাই ত জগতের নিয়ম, তখন একান্ত মুক্তি হইলে কি তাহার আর ফিরিয়া আসিতে হইবে না ?” আমি তাহাকে বুঝাইলাম বলিলাম—“পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি” ব্রহ্মের একপাদে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয়; বাকি তিন পাদ অমৃতস্বরূপ। একবার যে মুক্তিলাভ করিল সে সেই ত্রিপাদরূপ অমৃত সিন্ধুতে চিরতরে ডুব দিল। তাহার আর আসিবার সম্ভাবনা কোথায় ? পণ্ডিতটী বুঝিলেন, বলিলেন—সারা জীবন তিনি সাংখ্যশাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন কিন্তু এ প্রশ্নের সমাধান করিতে পারেন নাই। পরে পণ্ডিতের পরামর্শে উহারা সবাই আমার শিষ্যত্ব স্বীকার করিল।

শিষ্য। এই ত্রিপাদ অমৃতস্বরূপই বুঝি ভগবান গীতায় পরমপদ বলিয়াছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ।

[১৪২]

ঘনীভূত জ্যোতিঃ কৃষ্ণবর্ণ দেখায়।

উপরোক্ত আগন্তুকটী পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "কৃষ্ণ কাল কেন?"

শ্রীশ্রীঠাকুর। ঘনীভূত জ্যোতিঃমাত্রই কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। সূর্য্য হইতে বিচ্ছুরিত জ্যোতিঃ স্বচ্ছ, কিন্তু তোমরা সূর্য্যমণ্ডলটী কি লক্ষ্য কর নাই? উহা নীলাভ। এইজন্য কৃষ্ণ, কালী ইত্যাদি কৃষ্ণবর্ণ। কারণ ঐ সমস্ত মূর্ত্তি ঘনীভূত জ্যোতিঃ প্রাচুর্য্য মাত্র। *

[১৪৩]

তন্দ্রা যোগের বিঘ্ন।

গুরুভ্রাতা। সাধনকালে মাঝে মাঝে তন্দ্রা আসে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ইহা একটা যোগবিঘ্ন। মন যে সময় স্থির হইয়া আসিতে থাকে তখনই ঐ প্রকার তন্দ্রায় সাধক ঢলিয়া পড়ে। ঐ সময় চেষ্টা করিয়া জাগ্রত থাকিতে হইবে। ঐ ভাবটা কাটিয়া গেলে মন একাগ্র হইবে।

শিষ্য। ঐ তন্দ্রা কি তমোগুণে বা অজ্ঞানে প্রবেশ করা নয়?

কুর। হাঁ।

* (তান্ত্রিকগুরুতে কালীতত্ত্ব দ্রষ্টব্য)।

[১৪৪]

বস্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা।

শিষ্য। ভগবান যখন মানব সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন তাহাদের দেহের সর্ব্বোপরিভাগে একটী সুন্দর চর্ম্মাবরণ দিয়াছেন। যদি তিনি বস্ত্রাদির আবশ্যক মনে করিতেন এবং দেহের কোন স্থানকে আবৃত করিবার প্রয়োজন বোধ করিতেন, তাহা হইলে তাহাও করিয়া দিতে পারিতেন। তাঁহার মত শিল্পী আর কে আছে? অন্য শাস্ত্রের কথাই ধরুণ, যখন আদি মানব সৃষ্ট হইয়াছিল তখন তাহারা সবাই নগ্ন অবস্থায় ছিলেন। আমি Adam এবং Eveএর কথাই বলিতেছি,—তাঁহারা পূর্ণ মানব ছিলেন এবং মানবজাতীর পিতামাতা ছিলেন। যখন অজ্ঞানজনক ফল গ্রহণ করিয়াছিলেন তখনই তাঁহাদের অঙ্গ বিশেষ আবৃত করিবার প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন। ইহুদী মুসলমান এবং খৃষ্টানদিগের মতে এই Adam একজন Prophet। তারপরই আমরা দেখিতে পাই শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনের গোপীগণের বস্ত্র হরণ। তাহার পর উলঙ্গ শুক দেবকে দেখিতে পাই,—নাগা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে দেখিতে পাই। নরওয়েতে নগ্ন পুরুষ ও স্ত্রীগণ একই স্নানাগারে নগ্ন অবস্থায় স্নান করে। পশ্চিম ভারতেও কোথায়ও কোথায়ও এইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে। হরিদ্বারে কুম্ভ-মেলায়ও কতিপয় পাঞ্জাবী ভদ্র গৃহস্থ স্ত্রীলোককে সম্পূর্ণ নগ্ন দেহে ব্রহ্মকুণ্ডঘাটে বহুজন সমক্ষে স্নান করিতে দেখা গিয়াছিল। তাহাদের প্রতি কেহ কুভাবে দৃষ্টিপাত করে নাই। পশুর শুধু জৈব ভাব আছে। উহারা প্রাকৃতিক নিয়মে চালিত হয়। মানুষের জৈব ভাবও আছে এবং বুদ্ধি ও জ্ঞানও আছে। মানুষ জ্ঞানের

অধিকারী। তাহা যদি হয় তবে ভগবান নির্ম্মিত দেহকে বসন ভূষণে আবৃত করিবার প্রয়োজন কি? দেহে লজ্জার স্থানই বা চিহ্নিত করিবার প্রয়োজন হয় কেন? যদি বলেন উলঙ্গ থাকিলে ব্যাভিচারের আধিক্য হইতে পারে কিন্তু তাহা কি প্রকারে সম্ভব? কারণ যে জন্তুতে জৈবভাব ভিন্ন বুদ্ধি ও জ্ঞানের নাম গন্ধ পর্য্যন্ত নাই, তাহারাও বৎসরে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে স্ত্রী পুষ্পিতা বা রজঃস্বলা হইলেই একবার মাত্র তাহাতে উপগত হয়। এমন কি নরমাংস ভোজী হিংস্র ব্যাঘ্র বৎসরে একবার মাত্র ব্যাঘ্রীতে উপগত হয়। তখন মানব যাহাতে বুদ্ধি ও জ্ঞান বিদ্যমান আছে তাহারা প্রাকৃতিক নিয়ম কি জন্য উল্লঙ্ঘন করিবে? যে বিষয়টী গোপন করা যায়, যাহা ঢাকিঁয়া রাখিবার চেষ্টা করা হয়, তাহাই মানবের চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। যদি বলেন শীত গ্রীষ্মাদি হইতে দেহকে রক্ষা করিবার জন্য বস্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে; কিন্তু উহা হইতে পারে না। কারণ অভ্যাসের উপরই সমস্ত নির্ভর করিয়া থাকে। পশুগণও শীত গ্রীষ্মের কবল হইতে বাঁচিয়া থাকে। ইহার কারণ অভ্যাস। ধরুণ, আমাদের মুখমণ্ডল কি গ্রীষ্মে কি শীতে আবৃত করি না। কিন্তু মুখমণ্ডলে শীত গ্রীষ্মের আধিক্য আদৌ বোধ হয় না। ইহার হেতু অভ্যাস, কারণ প্রকৃতির সহিত মুখমণ্ডলের ত্বকের একটা সামঞ্জস্য হইয়া যায়। যদি ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য হেতু বস্ত্র ব্যবহৃত হয় তবে তাহার উত্তরে ইহাই বলিতে হইবে যে মানব পশু হইতেও নিকৃষ্ট। প্রাকৃতিক নিয়মতন্ত্রিত হওয়ায় তাহারা যখন প্রকৃতির নিয়ম উল্লঙ্ঘন করে না, তখন যাহারা জ্ঞানের অধিকারী তাঁহারা কেন সে নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিবে? বর্ত্তমানে যদি জগতের সমস্ত মানব বস্ত্র ত্যাগ করে তবে সাময়িক ভাবে একটা উচ্ছৃঙ্খলতার ভাব আসিতে পারে, কিন্তু কিছুদিন পরে সে ভাব থাকিতে পারে না। একটী বাঙ্গালীর কুলবধু

যদি রাস্তায় বাহির হয় তবে সবাই তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করে কিন্তু যদি একটী অর্দ্ধনগ্ন ব্রিটীশমহিলা তাহাদের দেশে রাস্তায় বাহির হয় তবে কোন পুরুষ তাহার দিকে ভ্রূক্ষেপও করে না। কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে তাহা হইলে সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হইবে, পুরুষ নারীর সম্বন্ধ বিচার থাকিবে না। কিন্তু তাহা হইতেই পারে না। কারণ এই জগৎ নিত্যযুগলের আদর্শে অনুপ্রাণিত, এ জগৎ নিত্যযুগলের ভাবে অনুভাবিত। এ জগৎ নিত্যযুগলের আদর্শে নিয়ন্ত্রিত; সেই অপ্রাকৃত নিত্যযুগলের আদর্শে এ প্রাকৃত জগৎ গঠিত, প্রাকৃত জীব জন্তু সমস্তই যুগলে বিহার করিতেছে; গগনবিহারী পক্ষী তাহার আরাধিকা পক্ষিনী ব্যতীত থাকিতে পারেনা জঙ্গলবিহারী হিংস্র ব্যাঘ্র তাহার আরাধিকা ব্যাঘ্রী ব্যতীত থাকিতে পারে না। ভূতলবাসী সর্প তাহার আরাধিকা সর্পিনী না হইলে থাকিতে পারে না। এক এক জনের একটী নিদৃষ্ট কেন্দ্র আছে। Positive Negative এর সহিত একত্র হইবেই। অতএব যে কোন অবস্থায়ই স্ত্রী পুরুষের পরস্পর আকর্ষণ থাকিবেই। বস্ত্র ব্যবহারের আধিক্যে বা ত্যাগে তাহার বৈপরীত্ব লক্ষিত হইবে না। জার্ম্মাণির রাজধানী বার্লিনে একটী সমিতি আছে। ঐ সমিতির সভ্য—বালক বালিকা, যুবক যুবতী, এইরূপ একটী ভাবধারা জগতে প্রবাহিত করিবার জন্য অগ্রবর্ত্তী হইয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট হইতে তাঁহারা একটী স্থান লইয়াছেন, সেই স্থানের সীমার ভিতর সমিতির নিয়মানুসারে বস্ত্র ত দূরের কথা শরীরে কোন প্রকার সূত্র ধারণ নিষিদ্ধ, কিন্তু ঐ সীমার বাহিরে আসিলে পুলিষ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবে। এইস্থানটী "করিংস ওয়েষ্টায় হোসেন" নামক হ্রদের তীরে অবস্থিত। এই হ্রদের জলেই তাহারা নগ্ন অবস্থায় স্নান করে—ক্রীড়াদি করে, তাঁহারা পরীক্ষা করিতেছেন যে ইহাতে ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পায় কি

প্রশমিত হয়। সংবাদ পত্র যতই তাহাদের নিন্দা বহন করুক না কেন কিন্তু তাহাদের সাধু উদ্দেশ্য কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। এদেশে যদি কোন নগ্ন মহিলার নৃত্য বিজ্ঞাপিত হয়, সংবাদপত্র শতমুখী হইয়া তাহাদের গালী বর্ষন করে—কিন্তু কেন? রমণীমূর্ত্তি রঙ্গীন চশমা দিয়া না দেখিলেই হয়। সত্যই প্রকৃতির যত সৌন্দর্য্য আছে তৎসমবায়ে রমণী-মূর্ত্তি গঠিত হইয়াছে। রমণী-মূর্ত্তি সৌন্দর্য্যের আকর। কিন্তু সেই সৌন্দর্য্য দেখিয়া সেই সৌন্দর্য্যের নির্ম্মাতা চিরসুন্দরের কথা কি মনে পড়ে না? যদি তার যোনিই সমস্ত দোষের খনি হয় তবে সে যোনি দৃষ্টে কি মাতৃযোনির কথা মনে পড়ে না? মানব কোথায় ছিল আর কোথা হইতে আসিয়াছে? যদি আজ জগতের সমস্ত নরনারী বাহ্য পোষাক পরিচ্ছদের দিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত না করিতেন তাহা হইলে জগতের অর্দ্ধেক দুঃখ কমিয়া যাইত। কেহ হয়ত বলিতে প্যরেন যে পূর্ণ অজ্ঞানে ও পূর্ণ জ্ঞানে মানুষ উলঙ্গ হইতে পারে। কিন্তু ইহার মধ্য অবস্থায় মানব বস্ত্র ত্যাগ করিতে পারে না। তবে তাহাদের জ্ঞানের (rationality) স্বার্থকতা কি? যদি একান্তই বস্ত্রের প্রয়োজন হইয়া পড়ে তখন মহম্মদ দর্শিত পন্থা যে পন্থা ভগবৎ নির্দ্দিষ্ট তাহাই অবলম্বন করিলে চলিবে। কটি হইতে জানু পর্য্যন্ত পুরুষের, রমণীর গলদেশ হইতে জানু পর্য্যন্ত। গৌরাঙ্গও বলিয়াছেন “ভাল না খাইবে, ভাল না পরিবে”। আমি নিজে ইহার কোন মীমাংসায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া উভয়পক্ষের যুক্তি আপনার নিকট উপস্থাপিত করিলাম। এই অভিনব চিন্তা কার্য্যে পরিণত হইলে জগতের উপকার হইবে কি অপকার হইবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মানুষকে ভগবান তৈয়ারী করিয়া তাহাদের ভিতর একটা প্রেরণা দিয়েছেন, সেই প্রেরণাবলেই মানুষ কর্ম্ম করে। মানুষের সেই

কর্ম্মশক্তির জাগরণ না হইলে মানুষের সহিত ইতর জীবের বিশেষ পার্থক্য থাকিত না। ইতর জীব স্বচ্ছন্দ জাত ফল মূল আহার করে। মানুষের তাহাতে চলে না। তাহাদের একবেলা এক মুঠা খাইতে হইলে কতটা শ্রমই না করিতে হয়! এই শ্রম করিতে হয় বলিয়াই কর্ম্ম শক্তি জেগে উঠে এবং কর্ম্মশক্তি জাগে বলিয়াই এ জগৎ এত সুন্দর হইয়াছে। তিনি সব সৌন্দর্য্যের আধার—তিনি সবার ভিতরই আছেন তাই মানুষ মাত্রেরই সৌন্দর্য্য দেখিতে এত ইচ্ছা। সৃষ্টির পর এই পৃথিবী একটা মৃৎপিণ্ড ছিল। মানুষই ইহাকে এত সুন্দর করিয়া সাজাইয়াছে। তাহারা নানা প্রকার বিদ্যা শিখিতেছে—ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করিতেছে। এই প্রকারে ক্রমেই কর্ম্মশক্তির স্ফূর্ত্তি লাভ হইতেছে। পরে এই কর্ম্ম-শক্তি একদিন স্থূল হইতে সূক্ষ্মে নিয়োজিত হইবে। এ তাঁরই ইচ্ছা।

শিষ্য। তবে কি বস্ত্র ইত্যাদি ব্যবহার জৈব ভাবের আত্যন্তিকতা দূর করিবার জন্য নহে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। না, কর্ম্মশক্তির জাগরণের উহা একটা কর্ম্ম বিভাগ। তারপর বস্ত্র ব্যবহারের আর একটা কারণ আছে। স্ত্রীতে আনন্দের আধিক্য আর পুরুষে জ্ঞানের আধিক্য। সুতরাং জ্ঞানে লজ্জা বিদূরিত হয় বটে; কিন্তু স্ত্রীগণ হ্লাদিনী শক্তির প্রাচুর্য্যে আমি ও তুমি এই দ্বৈত ভাবে স্ফূর্ত্তি লাভ করে। যেখানে দ্বৈত ভাব, সেই খানেই লজ্জা বিদ্যমান। তাই লজ্জাই স্ত্রীলোকের ভূষণ। চৈতন্যদেবের সময় কাজীর বাড়ী একটা ফকির থাকিত—সে উলঙ্গ হইয়া বেড়াইত। কেহ তাহাকে বস্ত্র ব্যবহার করিতে বলিলে সে বলিত "কেন? আমাকে শেয়াল কুকুর মনে কর না কেন?" সে কাজীর বাড়ীর অন্দর মহলেও উলঙ্গভাবে যাইতে পারিত। একদিন গৌরাঙ্গদেব সপার্ষদ হরিসংকীর্ত্তন করিতে করিতে কাজীর বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সংকীর্ত্তন যখন

কাজীর বাড়ীর খুব নিকটস্থ হইল তখন ফকিরটী সবার নিকট একখানি কাপড় ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তারপর সে অতিশয় ব্যস্ত হইয়া এক খণ্ড বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া অতিক্রত কটিদেশে সংলগ্ন করিল। সবাই তাকে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল "আজ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে প্রকৃত মানুষ আসিতেছেন, সুতরাং আজ লজ্জা উপস্থিত।" সেই ফকিরটী একটী ছদ্মবেশী মহাপুরুষ। যে সমস্ত লোকের ভিতর ফকিরটী বাস করিত সে তাহাদের মানুষ বলিয়াই মনে করিত না।

শিষ্য। ২১।১২।২৬ তারিখের ইংলিশম্যান পত্রিকায় দেখিলাম লণ্ডনে Lord Dewar একটী বক্তৃতা দিয়াছেন। তিনি Englandএর মেয়েদের বর্ত্তমান পোষাক পরিচ্ছদের সমর্থন করিয়া তাহার যুক্তি দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"You cannot blame the girl who pays 40 Shillings for a pair of silk stockings showing 28 shillings worth. We see more of women each year and doctors must be in a dilema to know where to vaccinate them. Women's dress today is the most rational and hygienic ever worn since Samson had his hair bobbed. That is why women are healthier, more handsome and more beautiful than in any other generation. If mother Eve had half as much as some of our flappers what a fool she would have made of that serpent."

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসিলেন—বলিলেন "হাঁ, তবে ব্যবহারিক জগতে খাটে না। জাপানের ব্যাপারটা বোধহয় তোমরা জান। উহারা পর্দ্দার আড়ালে ন্যাঙটা থাকে। দেশ ভেদে রুচি ভেদ। ভাস্করানন্দ

স্বামী এক সময় উলঙ্গ হইয়া বসিয়াছিলেন, এমন সময় কয়েকটী মেয়ে-ছেলে তাঁহাকে দেখিতে আসে। তখন স্বামীজি সম্মুখে উপবিষ্ট একটী শিষ্যের চাদরটী দ্রুত টানিয়া লইয়া কোমরে জড়াইয়া বসিলেন। মেয়েরা আসিয়া দেখিয়া গেলে শিষ্যটী জিজ্ঞাসা করিল "ঠাকুর! এ বিকার কেন?" স্বামীজি বলিলেন "মেয়েরা আমাকে উলঙ্গ দেখিলে ভাল করিয়া দেখিতে পারিবে না। লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া যাইবে"। লজ্জা স্ত্রীলোকের একটী গুণ। সুতরাং বস্ত্র ব্যবহার যে আবশ্যক নহে তা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে।

[১৪৩]

স্বপ্ন অবস্থায় সময়ের পরিমাণ বোধ।

শ্রীশ্রীঠাকুর আত্মসাক্ষাৎ করিবার পর সামান্য কারণে যেরূপভাবে স্থানে স্থানে ভাবান্তর উপস্থিত হওয়ায় বেসামাল হইয়া পড়িতেন তৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন:—প্রথম প্রথম সুন্দর কোন কিছু দেখিলেই আমি সমাধিস্থ হইয়া যাইতাম—সুন্দরী মেয়ে, সুন্দর বালক ও পুষ্প দেখিলে আমার সমাধি হইত। লোকে আমার প্রাণের কথা না বুঝিয়া কতই বিদ্রূপ করিত।

* * * * * *

একদা লক্ষ্মীসরাই হইতে কাশীধামে পদব্রজে রওনা হইলাম। লক্ষ্মীসরাই হইতে কাশীধাম ২১৫ মাইল ব্যবধান। কোথাও বিশ্রাম করি নাই—চক্ষে রাত্রি উপলব্ধি হয় নাই। মনে হইয়াছিল এক দিনেই কাশী আসিয়াছি। কিন্তু কার্য্যোপলক্ষে যখন পাঁজি দেখিতে হইল তখন বুঝিলাম যে দীর্ঘ তের দিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে।

কাশী উপস্থিত হইলে কোন কারণে আমার সমাধি ছুটিয়া গিয়াছিল। আমি রেললাইন ধরিয়া গিয়াছিলাম কিন্তু কেন যে কাটা পড়িলাম না, তৎসম্বন্ধে গুরুদেবকে একদা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন তুমি যে ট্রেণ আসিবার সময় নামিয়া দাঁড়াও নাই তাহার কি প্রমাণ আছে?

শিষ্য। সূক্ষ্ম ব্যাপারের মজা এই যে সময়ের দৈর্ঘ্য পরিমাণ বোধ লোপ হইয়া যায়। তের দিনও রাত্রি মাত্র একদিনের ন্যায় বোধ হইল!

শ্রীশ্রীঠাকুর। শুধু যে সব সময় সময়ের দৈর্ঘ্য পরিমাণ বোধ লোপ হইয়া যায় তাহা নহে। অনেক সময় সময়ের পরিমাণ দীর্ঘ বোধ হয়।

শিষ্য। যেমন স্বপ্নে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ। একদিন দুপুর বেলায় খেয়ে দেয়ে বসে আছি। ঘড়ি দেখিলাম ঠিক বারটা। ঘড়ি দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। আমি এ জগৎ ছাড়িয়া চলিলাম—সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিলাম, নিত্যলোকে পৌছিলাম; তথায় যাহারা পরিচিত ছিল তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম; আবার নামিয়া আসিলাম। কত ব্যাপারই না করিলাম। পুনরায় ঘড়ি দেখিলাম বারটা বাজিয়া দু' মিনিট হইয়াছে। দু' মিনিটে কত ব্যাপারই না হ'ল। সূক্ষ্ম ব্যাপারের সহিত সময়ের অল্পতা বা দৈর্ঘ্যে বিশেষ কিছু সম্বন্ধ নাই।

শিষ্য। নিত্যলোকে পরিচিত? আপনার কোন গুরু কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, "আমার আবার গুরু কে? আমিই গুরু,— সবই আমাতে প্রতিষ্ঠিত।"

[১৪৬]

আরোপ ধর্ম্ম।

শিষ্য। আপনি বলিয়াছেন আরোপ ধর্ম্ম সব চেয়ে বড় ধর্ম্ম। যাহার আত্মসাক্ষাৎকার হইয়াছে তাহাতে ভগবদ্ভাব আরোপ ঠিক্ আরোপ নহে, উহা সত্য; কিন্তু যিনি আত্মদর্শন করেন নাই, এরূপ গুরুতে যদি ভগবদ্ভাব আরোপ করা যায় তবে তাহা মায়া বা অজ্ঞানের কার্য্য নয় কি? শুক্তিতে রজত ভ্রম বা রজতে শুক্তি ভ্রম উভয়ই কি অজ্ঞানের কার্য্য নয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। দেখ, প্রেমই হইল সব চেয়ে বড়। মায়া জয় না করিলে প্রেম হয় না। সত্য যে জিনিষটী তাহা মায়ার অতীত বস্তু। সে সত্য জিনিষটী তুমি যেভাবে—যাহার ভিতরই দেখিয়া তাহাতে প্রেমার্পণ কর না কেন—তাহা মায়ার সম্বন্ধশূন্য হইতেই হইবে। তুমি যাহাকে অজ্ঞান দেখিতেছ, তাহার ভিতর আমি কিন্তু চৈতন্যমাত্রই দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং অজ্ঞান কোন ব্যক্তিতে সত্য জিনিষটী আরোপ করিলেও প্রকৃতভাবে দেখিতে গেলে—সত্য সর্ব্বত্রই সত্য—কখনই আরোপিত নহে। যে অন্যের ভিতর সত্য আরোপ করিয়া তাহাতে প্রেমার্পণ করে—তাহাকে ভালবাসে, তাহার সে নিঃস্বার্থ ভালবাসার সহিত মায়ার সম্বন্ধ হয় কি প্রকারে? প্রেমের সহিত মায়ার বিরুদ্ধ সম্বন্ধ।

[১৪৭]

সম্মোহনের অপকারিতা।

শিষ্য। সম্মোহন করিলে সম্মোহিত ব্যক্তির কোন ক্ষতি হয় কি না? গুরু যদি শিষ্যকে কোন কারণে সম্মোহন করেন তাহা হইলে গুরুর শক্তি বহুল পরিমাণে সেই শিষ্যে ক্রিয়া করে। তজ্জন্য গুরু যদি কোন কারণে শিষ্যকে সম্মোহিত করেন তাহা হইলে শিষ্যের প্রভূত উপকার হয় কি না?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সম্মোহন করিলে সম্মোহিতের ক্ষতি হয় কারণ তাহাকে medium হইতে হয়। mediumকে সম্মোহনকারীর কর্ত্তৃত্বের দ্বারা চালিত হইতে হয়। আর শিষ্যত গুরুর দ্বারা চালিত হইতেই আসিয়া থাকে; সুতরাং তাহার ইষ্ট বৈ অনিষ্টের সম্ভাবনা কোথায়?

[১৪৮]

বৃক্ষের সহিত ভাব আদান প্রদান।

শিষ্য। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনী পাঠে অবগত হওয়া যায় বৃন্দাবনের তরুরাজি তাঁহার সহিত কথা বলিত। ভাগবতেও এ সম্বন্ধে কিছু কিছু পাওয়া যায়। উদ্ভিদে যে প্রাণের স্পন্দন আছে ইহা স্যার জগদীশের আবিষ্কারের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতের

ঋষিগণ প্রচার করিয়া গিয়াছেন বটে,—কিন্তু উদ্ভিদে যে কথা বলিতে পারে এ সম্বন্ধে আপনার নিকটে জানিতে চাহি।

শ্রীশ্রীঠাকুর। যে সমস্ত মানব কর্ম্মফলে বৃক্ষ হইয়া জন্মায় ও জাতিস্মর হয়, তাহারা মহাপুরুষের সহিত কথা বলিতে বা ভাব প্রবেশ করাইতে পারে। ভাব প্রবেশ করাইলে তাহাদিগের ভিতর ভাবের আদান প্রদান চলিতে পারে। অন্য বৃক্ষ পারে না। তবে মানবের ঐকান্তিক ইচ্ছাশক্তিবলে প্রকৃতি অবশ হইয়া তাহার আদেশ পালন করে। আমার জীবনে আমি এইরূপ একটী ঘটনা দেখিয়াছি। জনৈক সাধু একটী বৃক্ষকে বড় ভালবাসিত—সে বৃক্ষটীও তাহার ভালবাসার প্রতিদান করিত। একদা দেখিলাম সাধুটী কোথা হইতে ক্লান্ত হইয়া বৃক্ষতলে আসিয়া শুইয়া পড়িল। আর অম্‌নি বৃক্ষের সেইদিকের শাখাগুলি একত্রিত হইয়া নীচু হইল ও এদিকে ওদিকে সঞ্চালিত হইয়া তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল। তখন একটুও হাওয়া ছিল না—অন্যদিকের শাখাগুলি নির্ব্বাত নিষ্পন্দ। আমি দেখিয়া অবাক্ হইলাম। সাধুটী যে আত্মজ্ঞানী, তাহাও নহে। সে ঐ বৃক্ষতলেই বাস করিত। ঐকান্তিক ভালবাসা জড়কে পর্য্যন্ত চালিত করিতে সক্ষম।

[১৪৯]

হরিনামের মাহাত্ম্য।

শিষ্য। আপনি বলিয়াছেন যে নামীর সহিত যোগ না করিয়া নাম করিলে কিছুই হইবে না। সুনীল নামে আপনার জনৈক শিষ্যপুত্র—বয়স তার ছয় বৎসর। হরিনাম করিতে করিতে তাহার চোখে জল আসে কেন? সে নাম করে—তবে নামী কি তাহা সে বুঝে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর। সেই ভাল বুঝে। তাহার স্বভাব সারল্য এখনও কলুষিত হয় নাই, এবং কতকগুলি সংস্কারও হয়ত লইয়া আসিয়াছে। আর এই হরিনাম—এতবারই আমাদের দেশে উচ্চারিত হইয়াছে যে লক্ষ পুরশ্চরণ করিলে মন্ত্রে যে শক্তি সঞ্চারিত হয়—তাহাপেক্ষা বহু সহস্র গুণ শক্তি এই হরিনামে সঞ্চারিত হইয়াছে। সুতরাং হরিনামে এত শক্তি লুকায়িত আছে যে মালিন্যবিহীন হৃদয়ে ঐ নাম গান করিলে চোখে জল আসিবে না কেন?

[১৫০]

গৌরাঙ্গদেবের দেহ কোন ঋষির?

শিষ্য। ভগবান যে দেহকে আশ্রয় করিয়া গৌরাঙ্গ নামে পরিচিত সে দেহটী কোন ঋষির?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ভগবান গৌতমঋষির দেহ আশ্রয় করিয়া গৌরাঙ্গ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

শিষ্য। আপনি বলিয়াছেন যে বুদ্ধের দেহই গৌতম ঋষির দেহ।

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ। এক ঋষি যে একবার আসিলেই তাহার শেষ হইয়া গেল—এরূপ নহে। যখন ভগবানের অবতরণের প্রয়োজন হয়, তখন যাঁহার উপর ভার পড়ে—যিনি তখনকার আধিকারিক পুরুষ হন, ততবারই তাঁহার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। বুদ্ধের এক নামই গৌতমবুদ্ধ; আর এ বুদ্ধ ত প্রথম বুদ্ধ নন—চতুর্থ বুদ্ধ।

[১৮১]

সন্ন্যাসে অধিকার।

শিষ্য। ব্রাহ্মণ ব্যতীত যদি সন্ন্যাসে অধিকার না থাকে, তবে ব্রাহ্মণ অর্থ কি? প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে প্রকৃত সন্ন্যাস হয় না। আর যদি ব্রাহ্মণ অর্থে আধুনিক সামাজিক ব্রাহ্মণই বুঝায় এবং তাহাদেরই একমাত্র সন্ন্যাসে অধিকার থাকে, তবে বিশ্বামিত্র ব্যাস, বশিষ্ঠ, কনাদ, শ্রীকৃষ্ণ, জনকরাজা, বুদ্ধ, রায় রামানন্দ ইহারা কেহই সন্ন্যাসী নহেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর। না, ইহারা কেহই সন্ন্যাসী নহেন। বর্ত্তমানে সন্ন্যাসী বলিলে শঙ্করপ্রবর্ত্তিত নিয়মানুযায়ী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে বুঝায়। শঙ্করের প্রবর্ত্তিত বিধানের পর ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত ব্যতীত কাহাকেও সন্ন্যাসে অধিকার দেওয়া হয় না। শঙ্করের পূর্ব্বে সন্ন্যাসীদিগকেও আশ্রমী বলিত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই ত্রিবর্ণ হইতেই লোক "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ" এই শাস্ত্র বাক্যানুসারে চলিত। এই শ্রেণীকেই সন্ন্যাসাশ্রমী ভিক্ষু বলিত। অতঃপর সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণেতর জাতি দুর্ব্বল হইয়া যাওয়ায় শঙ্কর একমাত্র ব্রাহ্মণকে সন্ন্যাসে অধিকার দিয়া যান। শাস্ত্রেরও বিধান তাই।

[১৩২]

আত্মসাক্ষাৎকারীর চৌদ্দপুরুষ মুক্ত হয়।

শিষ্য। যিনি আত্মসাক্ষাৎ করিয়াছেন তাঁহার ঊর্দ্ধতন সাত পুরুষ এবং নিম্নস্থ সাত পুরুষ মুক্ত হইয়া যায় আমি এইরূপই শুনিয়া আসিতেছি। ইহা সত্য কিনা? আমার পাপের ফলের জন্য যখন আমি ভিন্ন আর কেহ দায়ী নহেন তখন আমার পিতা বা পুত্র আত্মজ্ঞান লাভ করিলে আমার মুক্তিলাভ কি প্রকারে হইতে পারে? আমার অঙ্গ ময়লা সংযুক্ত হইলে আমারই স্নান করিতে হইবে। আমার বিশ্বাস যিনি আত্মমুক্তি লাভ করেন তিনি নিজেই চেষ্টা করিয়া তাঁহার চৌদ্দ পুরুষকে মুক্তির সন্ধান দিয়ে দেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর। যিনি আত্মমুক্তি লাভ করিয়াছেন তিনি নিজে চেষ্টা করিয়া তার ঊর্দ্ধ ও অধস্তন চৌদ্দপুরুষকে উদ্ধার করেন না। ধরিতে গেলে আমাদের সম্বন্ধ প্রজাপতি ব্রহ্মার সহিত। কিন্তু এই চৌদ্দ পুরুষের সহিত আমাদের সম্বন্ধ বড়ই ঘনিষ্ঠ, তাই মুক্তব্যক্তির গতির সহিত এই চৌদ্দ পুরুষ পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। একটী বেগবান চলন্ত ট্রেণের গতির অনুকূলে গাছপালা তৃণ গুল্ম পর্য্যন্ত আকর্ষণে ঝুঁকিয়া পড়ে—একান্ত স্থিতিশীল পাহাড় পর্ব্বতকে পর্য্যন্ত নাড়াইয়া দিয়া যায়। মহাপুরুষের চেষ্টা করিয়া মুক্ত করিয়া দিতে হয় না। তাঁহার গতির স্বাভাবিক আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া লোক উন্নত হইয়া যায়।

শিষ্য। তবে প্রত্যেক গৃহস্থেরই কর্ত্তব্য তাহাদের ছেলেদিগকে সন্ন্যাসে উদ্বুদ্ধ করা।

শ্রীশ্রীঠাকুর। নিশ্চয়ই। পূর্ব্বে গৃহস্থগণ তাহাই করিত। কেহ এক পুত্রকে কেহ বা দুই পুত্রকে সন্ন্যাস লইতে পাঠাইত। ইহা একটী

কর্ত্তব্য বলিয়া তাহাদের ধারণা ছিল। কেহ গৃহী হইত কেহ বা সন্ন্যাসী হইয়া আধ্যাত্ম সম্পত্তি লইয়া জীবন যাপন করিত।

---

[১৫৩]

সদ্‌গুরুর অভিশাপ।

শিষ্য। ঠাকুর! আপনার জনৈক শিষ্যের ভৃগুসংহিতার কোষ্ঠী আলোচনায় দেখা গেল সে পূর্ব্ব জন্মে ব্রাহ্মণ ছিল। গুরুর সহিত শাস্ত্রালোচনায় তাহার মতদ্বৈধ হয়, তজ্জন্য গুরু তাহাকে অভিশাপ দেন। সেই অভিশাপের ফলে সে এ জন্মে কায়স্থবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং তাহার আর্থিক অসচ্ছলতা উপস্থিত হইয়াছে। এইক্ষণ আমার জিজ্ঞাস্য এই যে গুরুর সহিত শিষ্যের মতভেদ হইতে পারে কি না এবং হইলে গুরু তাহাকে অভিশাপ দিতে পারেন কি না?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মতভেদ অবশ্যই হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে আত্মজ্ঞানী গুরু কখনও অভিশাপ দিবেন না। প্রকৃত সদ্‌গুরু যিনি তাঁহার অভিশাপও বড় মজার—সে অভিশাপেও শিষ্যের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হইবে না। সদ্‌গুরুতত্ত্ব বড় রহস্যময়; উহা তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি। এ তত্ত্ব অধিকারী ভিন্ন বলিতে নাই। গুরু যদি কোন শিষ্যকে অভিশাপ দেন, তবে সাময়িক ভাবে শিষ্য খুব দুঃখ অনুভব করিলেও উহাতে তাহার পুঞ্জীভূত প্রারব্ধ শীঘ্র ভোগ হইয়া যায়।

শিষ্য। কিন্তু ঠাকুর! অমঙ্গল যে হইতে পারে না তাহা নহে। গুরু গালাগালি দিলে অনেক সময় আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হয়। এরূপ অবস্থা আপনার শিষ্যদের জীবনেও যে না হইয়াছে তাহা নহে। এক সময় আপনার গালাগালিতে আপনার জনৈক শিষ্যের হাওড়ার

পুলের উপর হইতে গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। তাই বলিতেছি অনেক সময় খারাপও হইতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসিলেন—বলিলেন "কিন্তু হলো ত না—খারাপ কিছু ঘটেছে কি"?

শিষ্য। ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বে সে আশ্বস্ত হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর। দেখ, গুরুকে যারা ভালবাসে—তারা গুরুর গালাগালি সহ্য করিতে পারে না। উপযুক্ত শিষ্য যে, সে ত গুরু রুষ্ট হইলে আত্মহত্যা করিবেই। গৌরাঙ্গের হরিদাস নামে একজন ভক্ত ছিল—এ হরিদাস যবন হরিদাস নয়। তাহাকে কোন কারণে গৌরাঙ্গ বলিয়াছিলেন আর তার মুখ দেখিবেন না। তাহাতে সে জলে ঝাঁপ দিয়াছিল।

শিষ্য। গুরু যদি আত্মজ্ঞানী না হন তবে তাহার অভিশাপ লাগে কি প্রকারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কেন লাগিবে না? মাতা পিতা এবং গুরু আত্মজ্ঞানী না হইলেও অভিশাপ অবশ্য ফলিবে। এমন কি সাধারণ লোক উন্নত হইলে তাহার অভিশাপও ফলিতে পারে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ভগবানই ব্যবস্থা করেন।

শিষ্য। এ ত বড় ভয়ানক কথা!

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ। সদ্‌গুরু কাহাকেও অভিশাপ করেন না; তাঁহার রুষ্ট হইবার কারণ হইলেও তাহার মঙ্গল বৈ অমঙ্গল হয় না; সদ্‌গুরু হু'দিকে কাটে। আশীষ ও অভিশাপের ফল গড়ে একই দাঁড়ায়। তাই মানুষ গুরু সবচেয়ে বড়।

---

[১৩৪]

৺কাশীর অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্য।

কাশীধামের অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্যের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়ায় শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন :—

বাল্যকালে শুনিয়াছিলাম কাশীতে কেহ অভুক্ত থাকে না। রাস্তার নর্দ্দমায় যে সমস্ত উচ্ছিষ্ট নিক্ষিপ্ত হয় তদ্বারা কুকুরের সঙ্গে ক্ষুধার্ত্ত নিঃস্ব ব্যক্তিকেও উদর পূর্ত্তি করিতে দেখিয়া আমি মনে ভাবিলাম ইহা এক প্রকার অভুক্ত থাকা বই কি! আমি এ সম্বন্ধে কাশীর এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, আগন্তুক অভুক্ত থাকে না। আমি বলিলাম, বেশ আমি আগন্তুক,—অদ্য কাশীতে আসিয়াছি। দেখি কি প্রকারে আগন্তুকের নিকট আহার্য্য উপস্থিত হয়। সারাদিন আমি অনাহারে থাকিলাম, সন্ধ্যার সময় দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়া এক স্থানে বসিয়া রহিলাম; একটী অতি কদাকার বৃদ্ধা—দাঁতগুলি বিশ্রী—তার চুলগুলি কটা—একখানি ছেঁড়া কাপড় পরা —আমার নিকট আসিয়া বলিল, বাবা! আমি গঙ্গায় স্নান করিব। আমার এই খাবারের চুপড়িটী তোমার নিকট রেখে যেতে চাই, তুমি যদি একটু দেখ! আমি বলিলাম, আচ্ছা রাখ। বৃদ্ধা আমার পার্শ্বে চুপড়িটী রাখিয়া জলে নামিল। আমি অন্যমনস্ক হইলাম। একটু পরেই আমার ভাবান্তর উপস্থিত হওয়ায় আমি সমাধিস্থ হইয়া পড়িলাম। সমাধি ভাঙ্গিতে রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটা হইয়া গেল। চাহিয়া দেখি যে চুপড়িটী আমার পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু বৃদ্ধার আর সন্ধান নাই। অনেকক্ষণ চিন্তা করিলাম ব্যাপারটা কি! বৃদ্ধা কোথায় গেল! বহুক্ষণ চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলাম কিন্তু তাহাকে আর দেখিতে

পাইলাম না। এ দিকে আমি সমস্ত দিন অনাহারে,—ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর। একবার ভাবিলাম অন্নপূর্ণাও হইতে পারেন। যাহা হউক চুপড়িটা খুলিলাম, দেখিলাম আটটা বর্দ্ধমানের সীতাভোগ রহিয়াছে। বর্দ্ধমানের সীতাভোগ কাশীতে বৃদ্ধা কি প্রকারে সংগ্রহ করিল! আবার একবার চারিদিকে বৃদ্ধার অনুসন্ধান করিয়া টপাটপ্ উদরস্থ করিয়া—খুব খানিক জল পান করিয়া ঐ স্থান হইতে চম্পট দিলাম। তারপর একটা অতি পুরাতন ও পরিত্যাক্ত দালানের একটা অন্ধকারময় ও চামচিকার মলগন্ধময় স্যাঁৎসেতে ঘরে শুইয়া পড়িলাম। শুইবামাত্রই নিদ্রিত হইলাম। স্বপ্নে অন্নপূর্ণার আবির্ভাব হইল। তিনি বলিলেন, কাশীতে আগন্তক অভুক্ত থাকে না, তাই আমিই তোমাকে সীতাভোগ দিয়াছি। স্বপ্ন ভঙ্গ হইল, আমি জাগিলাম। জাগিয়া দেখি, চামচিকার গন্ধ মাত্র নাই। গৃহ অগুরুর গন্ধে ভরপুর। আমি তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া অন্নপূর্ণার মন্দিরে গিয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলাম।

শিষ্য। ঠাকুর! আত্মজ্ঞান লাভের পর কি প্রকার স্বপ্ন হইতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। এ স্বপ্ন সাধারণের স্বপ্নের ন্যায় নহে। আমাদেরও স্বপ্ন হইতে পারে। তবে এ স্বপ্নে আমিত্বের অস্তিত্ববোধের হানি হয় না,—হইতে পারে না। আমাদের অবস্থা চতুষ্টয়ে আমিত্ব ঠিক থাকে। আমাদের নিদ্রাদি সম্বন্ধেও পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি।

[১৬৩]

মঠ পরিদর্শক ইয়োরোপীয় কর্ম্মচারীর সহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের কথোপকথন।

মঠের কৃষিক্ষেত্র ইত্যাদি পরিদর্শনাভিলাষী হইয়া আসামের উচ্চপদস্থ ইয়োরোপীয় কর্ম্মচারিগণ মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকেন। তন্মধ্যে একটী সাহেবের সহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল তাহা একদিন কোন প্রসঙ্গক্রমে আমাদিগের নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন :—

এবার এক সাহেব মঠ পরিদর্শনে আসিয়া বলিল, সন্ন্যাসীরা এরূপ কৃষিকার্য্য, বস্ত্রবয়ন, প্রিন্টিং ও গার্ডেনিং করিতে পারে ইহা নূতন দেখিলাম। তারপর ছোট ছোট ঋষি বালক দেখিয়া বিস্ময়ে বলিল—মা ছাড়িয়া এ বালকগণ কি প্রকারে আছে—আর মাই বা কি প্রকারে ইহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছে? উত্তরে আমি বলিলাম "সাহেব! এ বড় মজার দেশ! এ দেশের মা, এ দেশের স্ত্রী তোমাদের দেশের আদর্শে গঠিত নয়। এ দেশের মাতা পরপুত্রের জীবন রক্ষার জন্য নিজ পুত্র বলি দেয়, এ দেশের স্ত্রী স্বামীকে আত্মজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে বনে পাঠায়। সতীত্ব রক্ষার জন্য আগুনে ঝাঁপ দেয়"। (শিষ্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন) "তোমরা বোধ হয় আমাদের যোগানন্দের কথা জান। সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে সে তাহার মাতার অনুমতি পাইল না। তখন রাত্রে পলায়নের উদ্যোগ করিল। তাহার স্ত্রী তাহার বস্ত্রাদি জানালা গলাইয়া বাহির করিয়া দিয়াছিল। বিশ্বরূপ চলিয়া গেলে মাতা শচীদেবী পথে পথে কতই কাঁদিয়া বেড়াইতেন, কিন্তু মনে মনে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন যেন তাঁহার বিশ্বরূপ গৃহে ফিরিয়া না আইসে"।

[১৫৬]

কায়স্থের সামাজিক স্থান।

শিষ্য। বঙ্গের কায়স্থগণের সমাজিক স্থান কোথায়? তাহারা প্রকৃতই শূদ্র কি না?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমি বাঙ্গলার সাহা শুঁড়ীকে পর্য্যন্ত শূদ্র বলি না। আর্য্যজাতি যাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন তাহারাই শূদ্র। তবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সমস্তই বর্ত্তমানে কর্ম্ম সম্বন্ধে ধরিতে হইবে; বর্ত্তমানে কে ব্রাহ্মণ কে শূদ্র ইহা বিচারের বিষয়। এ সমস্ত বিচারে আমাদের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। সমাজকে আমরা আঘাত করিব না,—উহা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। যে যে অবস্থায় যে সমাজে আছে, থাক্; সমাজের গণ্ডী উল্লঙ্ঘন করা আমার অনুমোদিত নহে। যে যে অবস্থায় আছে সে সেই অবস্থায় থাকিয়াই আত্মার উন্নতির চেষ্টা করুক। তারপর যখন সময় হইবে—যখন চাতুর্ব্বর্ণ্য বিভাগের প্রয়োজন হইবে, তখন যাঁহার উপর সে ভার পড়িবে তিনি আসিবেন। সে কার্য্য তাঁহার—আমার নহে।

আর আজকাল ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণেতর জাতি মোটেই আমলে আনিতে চাহিতেছে না। তাহাদের উড়াইয়া দিতে চাহিতেছে। অবশ্য অধিকাংশ ব্রাহ্মণ আজকাল বড়ই হীন হইয়া পড়িয়াছে। ব্রাহ্মণেতর জাতি ব্রাহ্মণকে মুখে না মানিলেও কার্য্যে কিন্তু মানিয়া লইতেছে। শ্রাদ্ধে, বিবাহে ব্রাহ্মণ যে প্রকারেরই হউক না কেন, সে মন্ত্র উচ্চারণ করিলে সে বিবাহ ও শ্রাদ্ধ সিদ্ধ হইতেছে বলিয়া মানিয়া লইতেছে। শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ মন্ত্র পড়িলে পিতার উদ্ধার হইল বলিয়া মানিয়া লইতেছে।

মুখে না মানিলেও কার্য্যতঃ ব্রাহ্মণের প্রাধান্য হাড়ে হাড়ে স্বীকার করিতেছে। সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থারও পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে।

[১৩৭]

শুক্রের বহির্গমন প্রাকৃতিক নিয়ম।

শিষ্য। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে চন্দ্রগ্রহণের দিনের একটা ঘটনা আমার মনে পড়িতেছে। শয়ন করিবার পূর্ব্বে সঙ্কল্প করিলাম ঠিক রাত্রি দুইটার সময় উঠিয়া গঙ্গাস্নান করিতে যাইব। যখন উঠিলাম তখন কাঁটায় কাঁটায় দু'টা। গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিবার সময় দেখিতে পাইলাম একটা ষাঁড় কামোন্মত্ত হইয়াছে। নিকটে কোন গাভী নাই অথচ ষাঁড়ের ভিতর কামভাবের জাগরণ হইয়াছে; পূর্ব্বে আমার ধারণা ছিল বিষয়ের সংস্পর্শে আসিলেই জীব তাহাতে বিচলিত হইতে পারে, কিন্তু সে রাস্তার ভিতর একটীও গাভী দেখিতে পাইলাম না; তবুও ষাঁড়টী কামের তাড়নায় অকথ্য যন্ত্রণা অনুভব করিতেছিল। সে একস্থানে দাঁড়াইয়া নানাপ্রকার অঙ্গসঞ্চালন করিয়া ভিতরে যে কি প্রকার মদনজ্বালা তাহা প্রকাশ করিতেছিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া মনে দারুণ দুঃখ উপস্থিত হইল; ষাঁড়ের প্রতি আমার সহানুভূতি হইল। ভাবিলাম ইতর জীব প্রকৃতি-নিয়ন্ত্রিত,—কিন্তু এ আবার কি? অবশেষে অসহ যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিয়া ষাঁড়ের অঙ্গসঞ্চালন জনিত তাহার শুক্র নির্গত হইল। ইহার দ্বারা বুঝিলাম যে বীর্য্যপাত প্রাকৃতিক নিয়ম। শুক্র রোধ্ করা অস্বাভাবিক - যে কোন প্রকারে হউক না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ, উহা প্রাকৃতিক নিয়ম। নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বে শুক্র যদি বিচলিত হয় তাহাতে কিছুমাত্র যায় আসে না। যে সমস্ত যোগী কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া শুক্র ধারণ করিয়া রাখে তাহাদেরও মৃত্যুকালে শুক্রপাত হয়। "জীবনং বিন্দুধারণাৎ মরণং বিন্দুপাতেন" ইহার গূঢ় অর্থ এই যে যোগিগণ—এমন কি যাহারা ঊর্দ্ধরেতা হইয়াছে তাহাদেরও মৃত্যুকালে বীর্য্যপাত হয়। উহার সাধারণ অর্থ বিন্দুধারণ করিলে দীর্ঘায়ু হয়, আর বিন্দুপাত করিলে অকালে মৃত্যু হয়। ঊর্দ্ধরেতা যোগীদেরও মৃত্যুকালে অবশ্যই বীর্য্যপাত হইবে, আর সাধারণ লোকের মলত্যাগ হয়, ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। মায়ার হাত এড়ান বড়ই কঠিন। মায়া শব্দটীর অর্থ সৃষ্টি। মায়া শব্দের "মা" অর্থে উপসংহরণ বুঝায়—"য়া" অর্থে ব্যক্তিকরণ বুঝায়। ব্যক্তিকরণ হইতেছে অধোনিয়ম বা অনুলোম আর উপসংহরণ ঊর্দ্ধনিয়ম বা বিলোম। এই নিয়ম দ্বারাই জগৎ হয়। এইজন্য জগৎকেও প্রবাহরূপে নিত্য বলা যায়। সুতরাং যোগীরা মায়াধীশ হইলেও, প্রাকৃত দেহটা যে মায়ার অধীন একথা কিপ্রকারে অস্বীকার করা যায়? মায়া অর্থ যখন সৃষ্টি তখন যোগিগণ জগতে আসিয়া ঊর্দ্ধরেতা হইলেও তাহাদের ভিতর যে সৃষ্টিশক্তি আছে তাহা উপসংহৃত করিয়া রাখিলেও মৃত্যুকালে তাহা ব্যক্ত হইয়া পড়ে। কারণ, উপসংহরণ ও ব্যক্তীকরণ জগতের নিয়ম। তবে মোটের উপর কথা এই যে শুক্র শরীর সম্বন্ধীয় জড় বস্তু, উহা অনর্থক বহির্গত করিলে শরীর সামর্থহীন হয় ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ায়।

[১৩৮]

স্বপ্ন-সিদ্ধি।

শিষ্য। স্বপ্ন-সিদ্ধি বলিয়া কিছু আছে কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আছে—স্বপ্ন অবস্থায় আত্মদর্শন।

শিষ্য। স্বপ্নে আত্মদর্শন কিরূপ ? সে ত স্বপ্ন !

শ্রীশ্রীঠাকুর। স্বপ্নই হউক আর যাহাই হউক আত্মদর্শন যে অবস্থায়ই হউক না কেন তাহার আর অজ্ঞান থাকে না। সত্য একবার যে কোন অবস্থায় প্রতিফলিত হইলেই অসত্য দূর হইয়া যায়। স্বপ্ন দুই প্রকার। জাগ্রত থাকিয়া সাধনাকালীন যে স্বপ্নের অবস্থা ইহা যৌগিক স্বপ্ন ; আর নিদ্রাবস্থায় যে সপ্ন দেখা যায় তাহাও স্বপ্ন। এইক্ষণ যে সাধক যৌগিক স্বপ্নে খুব অভ্যস্থ হইয়া যায়, তাহার নিদ্রাকালেও অবশ ভাবে যৌগিক স্বপ্নের সংস্কারের অনুভূতি হইতে থাকে। সেই অবস্থায় আত্মদর্শনকে স্বপ্ন সিদ্ধি বলে।

[১৩৯]

শ্রাদ্ধের মন্ত্রগুলি কোন্ সময় রচিত ?

শিষ্য। শ্রাদ্ধের মন্ত্রগুলি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে রচিত কি না ? "দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ"—"যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ" "কালিঞ্জরে গিরৌ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বাপর যুগের শেষে রচিত। পূর্ব্বে হিন্দুদের শ্রাদ্ধ কার্য্য কি ভাবে সম্পন্ন হইত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পূর্ব্বে বৈদিক মন্ত্রে শ্রাদ্ধ কার্য্য ইত্যাদি সম্পন্ন হইত। দ্বাপর যুগের শেষভাগে বা কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর অনেক মন্ত্র রচিত হইয়াছে, এবং তদ্বারাও লোকে ফল পাইতেছে,—সুতরাং সেগুলিও প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে।

[১৬০]

জীবন্মুক্ত ও লালসাময়ী নারী।

শিষ্য। বর্ত্তমান বর্ষের বৈশাখ মাসের "আর্য্যদর্পণে" "শ্রুতিস্মৃতিতে" একটী প্রশ্নোত্তর প্রকাশিত হইয়াছিল। যথা—"কোন জীবন্মুক্ত পুরুষকে যদি কেহ স্বামী ভাবে পেতে চায়, তাহলে তাহার বাসনা পূরণ করিবার জন্য কি আবার তাঁকে জন্ম নিতে হবে। তা কেন? সে তার কামনানুযায়ী সেই মুক্ত পুরুষেরই মত রূপগুণসম্পন্ন একটী স্বামী পাবে মাত্র—মুক্ত পুরুষকে পাবে না, কেননা তাকে ত সে স্বরূপে চায় নি। সে যেমন মনগড়া মূর্ত্তি চেয়েছে, তেমন মূর্ত্তিই পাবে"।

এইক্ষণ বিষয়টী জটিল বলিয়া আমি সম্পাদককে লিখি। তাঁহার সহিত আমার যে পত্রের আদান প্রদান হইয়াছিল, তাহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের নিমিত্ত আপনার নিকট পাঠ করিতেছি :—

শ্রীশ্রীগুরুর্জয়তি।

৬৪নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট;

১০।৬।২৭।

(১)

প্রেমানন্দেষু!

আর্য্যদর্পণে সম্পাদকের দায়িত্বে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এইক্ষণ বর্ত্তমান বর্ষের বৈশাখ মাসের সংখ্যায় "শ্রুতিস্মৃতিতে" জীবন্মুক্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তরে আমার একটু খট্‌কা হওয়ায় এই পত্র লেখার প্রয়োজন অনুভব করিতেছি। সম্পাদকের দায়িত্বে ইহা প্রকাশিত না হইলে এ পত্র লেখার কারণ ছিল না।

প্রশ্ন হইতেছে :—

"জীবন্মুক্ত পুরুষকে যদি কেহ স্বামী ভাবে পেতে চায় তা'হলে তার বাসনাপূরণের জন্য কি আবার তাঁকে জন্ম নিতে হবে?"

উত্তর হইতেছে :—

"তা কেন? সে তার কামনানুযায়ী সেই মুক্ত পুরুষেরই মত রূপগুণসম্পন্ন একটী স্বামী পাবে মাত্র—মুক্ত পুরুষকে পাবে না" ইহাই হইল আপনাদের মীমাংসা। এইক্ষণ আমার বক্তব্য এই যে উহা হইতেই পারে না। কারণ যিনি জীবন্মুক্ত তিনি চিৎস্বারূপ্য লাভ করিয়াছেন। তাঁকে কোন নারী যে ভাবে পেতে চাক্ না কেন, তার চাওয়া না চাওয়ায় কিছু আসে যায় না। সেই নারী যদি সেই বাসনাপূরণের জন্য উগ্র সাধনা করে, তবে তাহার এই জন্মেই মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। কারণ তাহা যদি না হয়, তবে শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করিতে হয়।

(১) শ্রীপরীক্ষিত উবাচ :—

কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং ন তু ব্রহ্মতয়া মুনে!
গুণপ্রবাহোপরমস্তাসাং গুণধিয়াং কথম্॥

শ্রীশুকোঽবাচ :—

* * * * *

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥

শ্রীমদ্ভাগবৎ।

(২) চৈতন্য চরিতামৃত :—

"অন্য কামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ॥
কৃষ্ণ কহে "আমায় ভজে মাগে বিষয় সুখ।
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এত বড় মূর্খ॥
আমি বিজ্ঞ এই মূর্খে বিষয় কেনে দিব।
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥"

এ কৃষ্ণ অবশ্য অসাম্প্রদায়িক কৃষ্ণ—চিন্মাত্র বুঝিতে হইবে।

(৩) ধ্রুবোঽবাচ :—

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং।
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্র গুহ্যং॥
কাচং বিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নং।
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥

হরিভক্তি-সুধোদয়

(৪) "পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ।
দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহং॥
তে সর্ব্বে স্ত্রিত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে।
হরিং সম্প্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ॥

পাদ্মোত্তরখণ্ড।

(৫) অজামিল তাহার পুত্র নারায়ণকে ডাকায় যম ও বিষ্ণুদূতের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় এবং নাম মাহাত্ম্যে অজামিল উদ্ধার পায়।

(৬) অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহং ইষ্টঃস্যামিতি মে মতিঃ॥

গীতা।

আপনারা সে দিক্ দিয়া যাইতেছেন না, অথচ নিজের কথায় নিজে ধরা পড়িতেছেন। বলিতেছেন "তা কেন? সে তার কামনানুযায়ী সেই মুক্ত পুরুষেরই মত রূপগুণযুক্ত একটী স্বামী পাবে মাত্র। মুক্ত পুরুষকে পাবে না। কেন না সে তাঁকে স্বরূপে চায় নি"। কেন চায় নাই,—অবশ্যই চাহিয়াছে। মুক্ত পুরুষের রূপও চাহিয়াছে আবার তদ্রূপ গুণও চাহিয়াছে। সে শুধু রূপ চায় নাই—সে চাহিয়াছে সেই মুক্ত পুরুষের গুণও—অর্থাৎ তদ্রূপ চৈতন্যযুক্ত পুরুষ—তদ্রূপ চৈতন্য থাকার জন্যই সে আকৃষ্ট হইয়াছে। তদ্রূপ প্রীতি ও ভাতিসম্পন্ন ব্যক্তিকে চাহিয়াছে। সুতরাং যদি "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে * * *" ইত্যাদি সূত্র অনুসারে ব্যাখ্যা করিতে চান্ তাহা হইলে যেমন দণ্ডকারণ্যের ঋষিদের ইচ্ছায় রামের দ্বাপরে কৃষ্ণবিগ্রহ হইতে হইয়াছিল তদ্রূপ যে নারী একজন্মে মুক্ত পুরুষকে স্বামীভাবে চাহিবে সে পরজন্মে

কোনও মুক্ত পুরুষকে স্বামীভাবে পাইবে। এক মুক্ত পুরুষে ও অপর মুক্ত পুরুষে কোন পার্থক্য নাই। কারণ তাহাতে দোষ আইসে।

শ্রীগুরুচরণাশ্রিত—
শ্রীশিশিরকুমার বসু।

(২) ওঁ

তন্নোধিয় প্রচোদয়াৎ—

ওঁ তৎসৎ, সারস্বত মঠ, ওঁ তৎসৎ। ৯।৩।৩৪

প্রেমানন্দেষু—

দাদা, আপনার পত্র পাইয়াছি। অবসর কম, তাই উত্তর দিতে বিলম্ব হইল। বিস্তৃত উত্তর দেওয়া সম্ভবপর হইবে না। আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি চিন্তা করিয়া দেখিবেন। হয়ত মীমাংসাও পাইবেন। আপনার উদ্ধৃত প্রমাণগুলির সহিত শ্রুতি-স্মৃতির কোনও অসামাঞ্জস্য দেখিতে পাই নাই। তবে সমস্ত যুক্তি বিস্তারিত লেখা অসম্ভব—আপনি তাহা চিন্তা করিয়া বুঝিয়া লইবেন।

(১) আমরা যেভাবে চাই ভগবান সেভাবে দেখা দেন। যদ্রূপ ভাব তদ্রূপ লাভ। ("যেভাবেই পেতে চান্ না কেন তাহার চাওয়া না চাওয়ায় কিছু আসে যায় না।")

(২) "বাসনা পুরণের উগ্র সাধনায়" অবশ্য "বাসনা" পূরণ হইবে—কিন্তু তাহাতে জীবন্মুক্তকে জড়িত হইতে হইবে না—ইহাই শ্রুতিস্মৃতির তাৎপর্য্য। কিন্তু বাসনাময়ী নারীর তাহাতে এই জন্মেই মুক্তি হইবে কিনা, তাহা সন্দেহ। তবে তার চিত্তের উন্নতি

অবশ্যই হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনে ইহা একাধিকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি—তাঁহার নিকটও এই কথাই শুনিয়াছি।

(৩) ভাগবতের "কামং ক্রোধং" ইত্যাদি প্রসিদ্ধ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের বস্তুসত্তার উপর খুব জোর দেওয়া হইয়াছে—তাহা জানি। পত্রিকাতেও একাধিকবার আমারা একথা বলিয়াছি। চিনির মিষ্টত্ব স্বাভাবিক বটে। কিন্তু পিত্তদূষিত রসনায় তাহা তিক্ত বোধ হয়—ইহা একটী প্রাকৃতবিধান। চিৎশক্তি ও মায়াশক্তি উভয়ের আকর্ষণই সত্য। কিন্তু তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিমাণ বিচার অসম্ভব। অন্যান্য শ্লোকগুলি সম্বন্ধেও ইহাই বক্তব্য।

(৪) অজামিল পুত্রকে নারায়ণ ডাকিয়া বৈকুণ্ঠে গেল—এ রকম অনেক গল্পই পুরাণে আছে। কিন্তু "ভাবগ্রাহী" জনার্দ্দন এই কথাটির যে তাহাতে সপিণ্ডীকরণ হইয়া যায়। এরূপ উপাখ্যান অনুভব বিরুদ্ধ।

(৫) গীতাও স্মরণ করুন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" ইত্যাদি। আপনি তাহা আপনার যুক্তির অনুকূলে উদ্ধার করিয়াছেন—আমিও শ্রুতিস্মৃতির অনুকূলে তাহা উদ্ধার করিতেছি। গোল হইয়াছে "যথা" শব্দ লইয়া।

(৬) "রূপগুণসম্পন্ন"—এখানে গুণ বলিতে চৈতন্য বুঝায় নাই। চৈতন্যের সাম্যই যদি সেখানে লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে রূপের প্রসঙ্গ বা গুণের প্রসঙ্গ করা অসমীচীন হইত।

(৭) অপর জন্মে যে কোন মুক্ত পুরুষকে স্বামীভাবে পাইয়া সেই নারীর বাসনা চরিতার্থ হইবে—এ কথার সঙ্গে ত মুক্ত পুরুষকে জড়াইয়া কোনও লাভ নাই—কারণ শেষ পর্য্যন্ত তো

তাহাকে বাসনানুরূপ স্বামীই পাইতে হইল—শ্রুতিস্মৃতিতে তাহাই বলিতেছেন।

দাদা! আমার সবিনয় নিবেদন—এই যুক্তিগুলিকে খণ্ডন বুদ্ধি প্রণোদিত মনে করিবেন না। যদি ইহা সংশয় অপনোদক না মনে করেন, তাহাতে দুঃখ করি না। কিন্তু যদি আমাকে তার্কিক মনে করেন, তাহা হইলে দুঃখ পাইব।

আর শেষ কথা এই—শ্রুতিস্মৃতিগুলি শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখের কথা। উহা আমারা একটু গভীরভাবে তলাইয়া প্রাণ দিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিলেই ভাল হয়। যে কথাটির সম্বন্ধে আপনি আপত্তি করিয়াছেন—সে কথাটি একাধিকবার তাঁহার মুখে শুনিয়াছি—এই সেদিনও আমাকে তিনি ঠিক এই প্রশ্নই করেছিলেন এবং নিজেও এই জবাব দিয়েছিলেন।

তবে যে যে রকম ভাবে বুঝিয়া সুখ পায় তাহাতে কোনও আপত্তি হইতে পারে না, এ কথা ঠিক। সব দিককার কথাই বলিলাম। এখন আপনার যেরূপ অভিরুচি। ভাল আছেন তো? আসি।

বরদা ব্রহ্মচারী। *

পুনশ্চ :—অবতার ও জীবন্মুক্তে পার্থক্য আছে—শ্রুতিস্মৃতিতেই তাহা একবার বাহির হইয়াছিল। আর্য্যদর্পণেও বাহির হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টান্ত অবতারের পক্ষে নিশ্চয়ই।

* শ্রীমৎ স্বামী নির্ব্বাণানন্দ সরস্বতী (এম, এ) সারস্বত মঠের বর্ত্তমান মোহান্ত।

(৩) শ্রীশ্রীগুরুর্জয়তি।

৬৪নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট,

৩০।৬।২৭।

প্রেমাস্পদেষ্,

দাদা! আপনার পত্র পাইলাম। শ্রুতি-স্মৃতির সহিত যখন শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম বিজড়িত আছে তখন পুনরায় এই পত্র লিখিয়া আপনাকে বিরক্ত না করিতে পারিলেই নিজেকে ধন্য মনে করিতাম। কিন্তু আমাদের দোষ এই যে আমরা সব জিনিষই যুক্তিতে ফেলিয়া বিচার করিতে চাই। সুতরাং আমি পুনরায় আপনার সময় নষ্ট করিতে উদ্যত হইতেছি। ভরসা করি তজ্জন্য আমার উপর বিরক্ত হইবেন না। কারণ যতক্ষণ না আমি convinced হইব ততক্ষণ বিরক্ত করিব। ইহাতে বিরক্ত হইলে আমরা দাঁড়াই কোথায়? শ্রীশ্রীঠাকুর ত আমাদিগকে boycott করিয়াছেন। সুতরাং বর্ত্তমানে ভারটা আপনার উপর। এই ভরসায় পুনরায় লিখি। আশা করি সত্বর উত্তর দিয়া আমার সন্দেহ দূর করিতে দ্বিধাবোধ করিবেন না।

(১) "যদ্রূপ ভাব তদ্রূপ লাভ" ইহা আমি অস্বীকার করি না। কারণ যোগশাস্ত্রের প্রথম সূত্রই "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

(২) "জীবন্মুক্তকে জড়িত হইতে হইবে না," ইহাও আমি অস্বীকার করি না।

(৩) জীবন্মুক্তে ও অবতারে যে প্রভেদ নাই তাহা নহে। একথাও আমি বলি নাই। আমি একটী তত্ত্বের কথা বলিতেছি, সেটী এই—আমি বলিতেছি যে স্বয়ং ভগবানের উপাসনা ও জীবন্মুক্তের

উপাসনা স্বরূপতঃ এক। কারণ ভগবানের পরাশক্তির দ্বিবিধগুণ—এক জ্ঞানশক্তি অপর বলক্রিয়া। যাঁহারা সাধন ইত্যাদির দ্বারা ভগবানের জ্ঞানাংশের সহিত মিলিত হইতে পারিয়াছেন তাঁহারা গুরুশক্তি অর্থাৎ জ্ঞানাংশের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার সারূপ্য লাভ করেন, কিন্তু সৃষ্টি-শক্তি ইত্যাদি যাহা বল-ক্রিয়ামধ্যে গণ্য তাহা লাভ হয় না, সুতরাং স্বয়ং ভগবানের উপাসনা ও জীবন্মুক্তের উপাসনা—জ্ঞানের দিক দিয়া এক ধরণের। আর ভগবদ্বিভূতি যথা জনার্দ্দন, নারায়ণ—যিনি ভগবানের বিলাস মূর্ত্তি, রুদ্র, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, কালী, দুর্গা, গণপতি, সূর্য্য, বাসুদেব ইত্যাদির উপাসনা অন্য। এই সমস্ত ভগবদ্বিভূতির উপাসনায় "যদ্রূপ ভাব তদ্রূপ লাভ" হইতে পারে সন্দেহ নাই। ইঁহারা সাধারণ সকাম উপাসনায় ফল দান করিতে সক্ষম,—তদধিক নহে।

কিন্তু আমি বলিতে চাহিতেছি যে সকাম উপাসনা লইয়া স্বয়ং ভগবানের কাছ থেকে প্রেম বা দাস্য ব্যতীত কেহ বাসনা পূরণ করিয়া ফিরিয়া আসে না। একান্ত আসিলেও জীবন্মুক্তের উপাসনায় তাহা হইতেই পারে না। যিনি প্রকৃত জীবন্মুক্ত তিনি কখন কামনা বাসনা পূরণ করেন না বা ঐশ্বর্য্য দ্বারা শিষ্যকে মুগ্ধ করেন না,—তিনি ভগবানের জ্ঞান বিস্তারের সহায় হইয়া দেহ ধারণ করিয়া থাকেন মাত্র। সুতরাং এ পর্য্যন্ত কেহ দেখাইতে পারে না যে প্রকৃত জীবন্মুক্তের নিকট হইতে কেহ বাসনা কামনা লইয়া ধাক্কা না খাইয়া আসিয়াছে। জীবন্মুক্তকে স্বামী ভাবে উপাসনা করা বা স্বামীভাবে পাইতে চাওয়া একটা বড় জিনিষ। উপনিষদ কি বলেন? ইহা অবশ্য ভগবান সম্বন্ধে। সাধনা বিষয়ে জীবন্মুক্তেও প্রযোজ্য। সূক্ষ্মভাবে—স্থূলভাবে নহে "তদ্ যথা প্রিয়য়া

স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরমেবায়াং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরং তদ্‌বা অস্যৈতদাপ্তকামমাত্মকামমকামং রূপং শোকান্তরম্।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজমুখে বলিয়াছেন যে আত্মজ্ঞানী পুরুষে পুরুষের অর্থাৎ চৈতন্যের বিকাশাধিক্যে হ্লাদিনীবহুল সতী স্ত্রীলোক বিশেষ আসক্ত হইয়া পড়ে। ইহা বৈজ্ঞানিক যুক্তিতেও সত্য। এতদ্ভিন্ন এইরূপ ভালবাসা লইয়া সাধারণতঃ স্ত্রীলোক বা তদভাবাপন্ন পুরুষ সাধনা করিতে গিয়া জীবন্মুক্তের চিদালোকে তাঁহাদের জ্ঞাননেত্র বিকসিত হইয়া যায়। ভগবানকে বা জীবন্মুক্তকে স্বামীভাবে পাইবার জন্য তাহার চিন্তা করিতে করিতে হৃদয়ের মালিন্য অর্থাৎ বাসনা কামনা নাশ হইয়া সাধকের হৃদয় নির্ম্মল হইয়া সত্য প্রকাশিত হয়। ভগবানের বা জীবন্মুক্তের জড়িত হওয়া কোন অবস্থায়ই যুক্তি বিরুদ্ধ। সাধক তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া তাঁহার সারূপ্য লাভ করে। তবে যদি নারী উগ্র তপস্যা না করিতে পারে তবে পরজন্মে সে অন্য কোন জীবন্মুক্ত পুরুষকে স্বামী ভাবে পাইতে পারে ইহা যুক্তি বিরুদ্ধ হইতে পারে না। আপনারা বলিতেছেন যে "তদ্রূপ রূপ ও গুণযুক্ত একটী স্বামী পাবে মাত্র জীবন্মুক্তকে পাবে না।" ইহা যুক্তি বিরুদ্ধ কারণ জগতে দুইটী লোক রূপ ও গুণে এক প্রকার হইতেই পারে না। তাহা হইলে ভগবানের সৃষ্টিবৈচিত্র্য নষ্ট হইয়া যায়—"বহু স্যাম্‌" কথা মিথ্যা হইয়া যায়। পরজন্মে অন্য জীবন্মুক্তকে স্বামী ভাবে পাইলে তাহার সাধনানুযায়ী ফল লাভ হয়। কারণ মুক্তাত্মায় ও জীবন্মুক্তে বস্তুতঃ কিছু ভেদ নাই।

দেবতারা গুণময়—তাঁহাদের উপাসনায় যদ্রূপ ভাব তদ্রূপ লাভ হইতে পারে। কিন্তু জীবন্মুক্তের বা স্বয়ং ভগবানের উপাসনায় তাহার

চাওয়া জিনিস অপেক্ষা বড় জিনিস পায়, ইহা বস্তুর গুণ। "পিত্ত দূষিত রসনায় চিনির মিষ্টত্ব বোধ" না হইলেও কিন্তু চিনি খাওয়ার ফলে পিত্ত নাশ হয়, শরীর স্নিগ্ধ হয় ও শরীরে বলাধান হয়। ইহা বস্তুরই শক্তি। আমার নাবালক পুত্র আমার নিকট সুরাপানের ইচ্ছা জানাইলে তাহা কখনও পূরণ করি না, তৎপরিবর্ত্তে ভাল জিনিসই দেই।

সুতরাং স্বয়ং ভগবানের বা জীবন্মুক্তের নিকটে সকাম প্রার্থনা পূরণের সম্ভাবনা কোথায়? আপনি "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন" কথাটার সাপিণ্ডীকরণ হইবে বলিয়া এত দুঃখিত হইতেছেন কিন্তু আপনার লিখিত মতে যে সমস্ত বৈষ্ণব-দর্শন ও অজামিল উপাখ্যান লেখক ব্যাসের ও সঙ্গে সঙ্গে উক্ত উপাখ্যান উদ্ধারকারী শ্রীধর স্বামীর সপিণ্ডীকরণ হইয়া গেল তাহাদের পক্ষে বলিবার কি কেহ নাই? ভরসা করি সদুত্তরে আমার সংশয় অপনোদন করিবেন নিবেদন ইতি।—

শ্রীশ্রীগুরুচরণাশ্রিত,

শিশিরকুমার বসু।

১। আমি কদাচ আপনাকে তার্কিক মনে করি না।

২। জনার্দ্দন শব্দের চারি প্রকার অর্থ হয়। উহার ভিতর যে অর্থে স্বয়ং ভগবানকে বুঝাইতেছে, তিনিই ভাবগ্রাহী বটেন। ভাব অর্থে "বিষয়বিষদুষ্ট ভাব" নহে। জনার্দ্দন যে ভাব গ্রহণ করেন তাহা "অপ্রাকৃত ভাব"।

শিশির

(৪)

জয়গুরু।

আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ

পোঃ কোকিলামুখ
যোড়হাট, আসাম
তাং ২৮।৩

প্রেমানন্দেষু—

দাদা! আপনার বিস্তৃত পত্র পাইলাম। এবারকার পত্রে আপনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে আপনার সহিত মতভেদ হইবার কোন কারণ দেখিতে পাইতেছি না। দেখিতেছি একই বচনের ব্যাখ্যা পদ্ধতি নিয়া আমাদের গোল হইতেছে। আমি পূর্ব্ব পত্রে ক্রমের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম। শ্রুতিস্মৃতিতে মনে হয় ঘটনার সদ্য ফলের প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে। আপনি তাহার দূরান্তবর্ত্তী ফলের কথা তুলিতেছেন। সুতরাং বিষয় ভেদ থাকাতে উভয়ে বিরোধ কোথায়?

অজামিল জাতীয় উপন্যাস-প্রামাণ্যে আমার আস্থা নাই, কেন না কিছুতেই ভাবের সহিত তাহাকে খাপ্ খাওয়াইতে পারিতেছি না। এই জন্য ব্যাসদেব ও মহাত্মা শ্রীধরের কাছে ক্ষমা চাহিতেছি।

আমার বিস্তৃত পত্র লেখার সময়াভাব। আশা করি অনুভবে প্রাণের কথা বুঝিয়া লইবেন। আপনার বক্তব্য বুঝিয়াছি বলিয়া মনে হয় এবং তাহার সহিত আমার ধারণারও কোন অসঙ্গতি দেখিতে পাইতেছি না। কেবল দুই একস্থানে একটু আপত্তি আছে—তাহা নগণ্য। পত্রিকা পাঠাইলাম। ভাল আছেন ত? আসি।

আপনাদের—বরদা ব্রহ্মচারী।

শ্রীশ্রীঠাকুর। যদি নারী জীবন্মুক্তের স্বরূপ না জানে অর্থাৎ সে ব্যক্তি যে জীবন্মুক্ত—তাহা না জানিয়া তাঁহার দৈহিকরূপ লাবণ্যের লোভী হইয়া তাঁহাকে স্বামীভাবে পাইতে চায় তবে তাহার বেশী কখন পাইতে পারে না। তবে পূর্ব্বাপেক্ষা তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ হয়।

আর যদি কোন নারী জীবন্মুক্তের স্বরূপ জানে অর্থাৎ সে যাহাকে পাইতে চাহিতেছে তাহাকে জীবন্মুক্ত বলিয়া জানে ও তাহার রূপে মাত্র আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে স্বামী ভাবে পাইতে উগ্র তপস্যা করে তবে সে সেই জীবন্মুক্তের আধ্যাত্মিকতা বাদ দিয়াও শুধু রূপাকৃষ্ট হইয়া স্বামীভাবে পাইতে চাহিলেও সে অবশ্যই মুক্তি লাভ করিবে।

মতিদা—তাহা হইলে "কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহং" এই শ্লোকের ভাবের ব্যতিক্রম হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেই ভাগবত হইতেই আমি দেখাইতে পারি যে সব গোপীই তাঁহাকে পায় নাই। গোপীগণও তাঁহার মায়ায় মুগ্ধ ছিল।

রুক্মিনীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্য যথা—

যে মাং ভজন্তি দাম্পত্যে তপসা ব্রতচর্য্যয়া।
কামাত্মানোঽপবর্গেশং মোহিতা মম মায়য়া॥

শিষ্য। উভয় শ্লোকই কতকটা পরস্পর বিরোধী। আমাদের মনে হয় বস্তুগুণ ভাব নিরপেক্ষ। চৈতন্যদেবের সমক্ষে ব্যাঘ্র, গণ্ডার প্রভৃতির স্বভাবসুলভ হিংস্রভাব অন্তর্হিত হইয়া সাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ হইতে দেখা গিয়াছিল। যবন-হরিদাসের সমক্ষে বেশ্যারও ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। এইরূপ ভূরি ভূরি উদাহরণ দেখান যাইতে পারে যে বস্তুগুণ ভাব-নিরপেক্ষ। বৈষ্ণবদের "হরের্দাস্যং" প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শ্লোকে জীবন্মুক্তের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। এরূপ জীবন্মুক্ত

প্রেমের আধার হইয়া শ্রীভগবানের একরূপ পরিবারভুক্ত হইয়াছেন। এরূপ ভগবজ্জন সর্ব্বদা ভগবৎ কার্য্য লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। সুতরাং তাদৃশ মহাপুরুষের চিন্তায় সেই লালসাময়ী নারীর ভাব পরিবর্ত্তন হইবে না ইহাও ধারণার বহির্ভূত।

শ্রীশ্রীঠাকুর। চৈতন্যদেবের প্রবল সাত্বিকগুণের প্রভাবে মোহিত হইয়া ব্যাঘ্র প্রভৃতির সাময়িকভাবে হিংস্র প্রবৃত্তির লোপ হইয়াছিল মাত্র; তাই বলিয়া তাহারা সাধু হইয়া যায় নাই—তাহারা পুনরায় তাহাদের প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়াছিল। হরিদাসের সহিত বেশ্যার সংযোগ যে পূর্ব্বজন্মের প্রারব্ধবশতঃ হয় নাই ইহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে। হরিদাসের রূপগুণে মুগ্ধ হইয়া সে আসে নাই। সে অন্যের দ্বারা তথায় প্রেরিত হইয়াছিল এবং তজ্জন্য সে কিছু অর্থও পাইয়াছিল কিন্তু যোগাযোগ এমনই ছিল যে তাহার হৃদয়ের সুপ্তভাব জাগিয়া গেল।

[১৬১]

হিন্দুধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য

শিষ্য। সর্ব্ব ধর্ম্মই মূলে যখন এক তখন হিন্দুধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সর্ব্ব ধর্ম্মই মূলে এক—তবে হিন্দুধর্ম্মের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। এক চৈতন্যেরই বিভিন্ন অবস্থাকে নানা ধর্ম্মাবলম্বিগণ নানাভাবে উপাসনা করে। Trinity (ত্রিতত্ত্ব) সব ধর্ম্মের ভিতরই

বিদ্যমান। চৈতন্যের তিন অবস্থা বা ত্রিতত্ত্ব (trinity) সব ধর্ম্মেই নিহিত আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চৈতন্যের চারিভাবে প্রকাশ। যথা—(১) ব্রহ্ম-চৈতন্য, (২) ঈশ্বর-চৈতন্য, (৩) কূটস্থ-চৈতন্য ও (৪) জীব-চৈতন্য। হিন্দুরা ত্রিতত্ত্ব উপাসনা করিলেও তাহারা ব্রহ্ম-চৈতন্যের উপাসনা করে। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য:—

	খৃষ্টধর্ম্ম	বৌদ্ধধর্ম্ম	ইসলামধর্ম্ম	হিন্দুধর্ম্ম
(১) ব্রহ্ম-চৈতন্য	—			ব্রহ্ম
(২) ঈশ্বর-চৈতন্য	God	বোধিসত্ত্ব	খোদা	ভগবান
(৩) কূটস্থ-চৈতন্য	Christ	বুদ্ধদেব	রসুল	অবতার
(৪) জীব-চৈতন্য	Holy Ghost	প্রত্যেক বুদ্ধ	পয়গম্বর	সদ্‌গুরু

হিন্দুধর্ম্মের ভিতর সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ই এই ব্রহ্মচৈতন্যের উপাসক। ঈশ্বর-চৈতন্যের ভিতরও আবার সূক্ষ্মভাবে ত্রিতত্ত্ব নিহিত আছে, যথা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব। সুতরাং দেখা যায় সমস্ত ধর্ম্মেই এক চৈতন্যের বিভিন্ন অবস্থার উপাসনা হইলেও হিন্দুধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য ব্রহ্ম-চৈতন্যের উপাসনায়।

পুরাণেও আবার আমরা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভিতরও এই ব্রহ্ম-চৈতন্যের উপাসনাও সূক্ষ্মভাবে নিহিত আছে দেখিতে পাই, যথা—গর্ভোদশায়ী, ক্ষীরোদশায়ী, কারণবারিশায়ী ও নারায়ণ উপাসনা। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি।

[১৬২]

এক সময় একাধিক সদ্গুরুর আবির্ভাব হয় কি না ?

শিষ্য। শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু মৈত্র প্রণীত প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবন চরিতে নিম্নলিখিত কথাগুলি মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নিজ মুখের বাক্য বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। "সদ্গুরু সর্ব্বদা পৃথিবীতে আগমন করেন না, আর এক সময় একজনের অধিক সদ্গুরু অবতীর্ণ হন না। ভগবানের অবতার গ্রহণ সম্বন্ধে যে নিয়ম অর্থাৎ এক সময় পৃথিবীতে ভগবানের এক ভিন্ন অনেক অবতার হয় না; সদ্গুরুর মর্ত্তধামে আগমনও তদ্রূপ। সিদ্ধ বা মহাপুরুষ হইলেই সদ্গুরু হয় না। সিদ্ধ বা মহাপুরুষগণ জীবকোটি,—ভগবানের আবেশ। তাঁহাদিগের দেহ ও দেহী ভিন্ন। সদ্গুরু ব্রহ্মকোটি, স্বয়ং ভগবান। তাঁহার দেহ ও দেহী অভিন্ন। গুরুগীতাতে সদ্গুরুর যে প্রণাম আছে তাহাতে তাঁহাকে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।"

শ্রীশ্রীঠাকুর। দেবতাগণ এক সময় ব্রহ্মার নিকট উপদেশপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা বলিলেন "দ"। দেবতাগণ স্বভাবতই **ভোগী** সুতরাং তাঁহারা মনে করিলেন, ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে ভোগস্পৃহা **"দমন"** করিতে বলিয়াছেন। তারপর অসুরগণ উপদেশপ্রার্থী হইয়া উপনীত হইলে ব্রহ্মা বলিলেন "দ"। অসুরগণের হৃদয় অতিশয় **নির্ম্মম** সুতরাং তাঁহারা মনে করিলেন ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে **"দয়ার্দ্র"** হইতে উপদেশ দিয়াছেন। অতঃপর মানবগণ তাঁহার নিকট উপদেশপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা বলিলেন "দ"। মানুষ স্বভাবতঃ **স্বার্থপর ও কৃপণ** সুতরাং তাহারা মনে করিল ব্রহ্মা তাহাদিগকে **"দান"** করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

অতএব দেখা যায় একই উপদেশ বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ভাবে গ্রহণ করে। বিজয় গোঁসাই যাহা বলিয়াছিলেন তাহা ঠিকই বলিয়াছিলেন, তবে তাহা যে যেভাবে গ্রহণ করিয়াছে সে সেইভাবেই প্রকাশ করিয়াছে।

"সদ্‌গুরু সব সময় আসেন না বা এক সময় একাধিক সদ্‌গুরু আসেন না" ইহা ঠিক নহে। বৈষ্ণবেরা বলেন গৌরাঙ্গদেবের সহিত ছয়জন গুরুর আবির্ভাব হইয়াছিল। এক সময় বহু গুরুও আবির্ভূত হইয়া থাকেন কারণ এক গুরুর নিকট সব ভাব থাকে না। এক ভগবানের বহুবিধ ভাব। সুতরাং এক এক ভাব ধারা জগতে অক্ষুণ্ণ রাখিতে এক একজন গুরু আবির্ভূত হন। তজ্জন্য বহু গুরুও একসময় দেখিতে পাইয়াছি ও এখনও পাইতেছি! আবার দেশভেদে একাধিক গুরুও দেখা যাইতেছে।

[১৬৩]

জীবন্মুক্তের দয়া আছে কি না ?

শিষ্য। সিদ্ধ কত প্রকার ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পাঁচ প্রকার, যথা—নিত্যসিদ্ধ, সাধনসিদ্ধ, ভাবসিদ্ধ, কৃপাসিদ্ধ ও স্বপ্নসিদ্ধ। এই সমস্ত সিদ্ধির চরম পরিণতি জীবন্মুক্তিতে।

শিষ্য। জীবন্মুক্ত যাঁহারা—বিশেষতঃ যাঁহারা যোগী—তাঁহারা স্বভাবতঃ বোধ হয় খুব কৃপণ হন। করুণা বিতরণে তুলা-দণ্ডে বিচার। তাঁহাদিগের দয়া দেখি না। বিজয় গোসাইএর কাঁছে সাধনা বিষয়ে যে যে অবস্থা প্রাপ্তির প্রার্থনা জানাইত তিনি তাহাকে সেই অবস্থা তৎক্ষণাৎ খুলিয়া দিতেন। আজকাল আর সেরূপটী দেখি না। কেহ কিছুই দিতে চান না। বিজয় গোসাই দয়ার অবতার ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথার তাৎপর্য্য বুঝিয়া হাসিলেন, বলিলেন "দয়াটা মায়িক বৃত্তি।"

শিষ্য। দয়াটা যদি মায়িক বৃত্তি হয় এবং জীবন্মুক্তের যদি সে মায়িক বৃত্তি না থাকে তবে জীবন্মুক্ত ব্যক্তির শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া লাভ কি হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। স্বরূপ অবস্থায় কেহ দয়া করিতে পারে না। দয়া করিতে হইলে তাহাকে স্বরূপ অবস্থা হইতে অনেক নিম্নে নামিয়া আসিতে হয়। নতুবা কৃপা প্রদর্শন করা যায় না। তবে গুরুর সংস্পর্শে আসিয়া শিষ্য যদি সাধনা বিষয়ে উদ্বুদ্ধ না হয় এবং গুরুরই যদি দয়া করিয়া মুক্তির বিধান করিয়া দিতে হয় তবে জগতের ধারায়

প্রতিরোধ করা হয়। কারণ তাহাতে তাহার বহুজন্ম-সঞ্চিত প্রারব্ধ ভোগের বাধা হয়, এবং তাহার সহিত যে সমস্ত আত্মীয়স্বজন জড়িত থাকে সঙ্গে সঙ্গে তাহাদেরও কর্ম্মধারার প্রতিরোধ হইয়া যায়। তবে যে সমস্ত জীবন্মুক্ত ব্যক্তি গুরু হইয়াছেন তাঁহাদেরও দয়া করিতে হয়—তাঁহারা খুব দয়ালু—তাঁহারাও দয়া করেন।

শিষ্য। কিন্তু দেখি না ঠাকুর! বিজয়কৃষ্ণ ত জীবন্মুক্ত ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ। তিনিও জীবন্মুক্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁহাতে "সহজ" অবস্থা ফুটে নাই। তিনি "সহজ" মানুষ ছিলেন না। জীবন্মুক্তের পরের অবস্থা "সহজ" মানুষ।

শিষ্য। "সহজ" অবস্থা কিরূপ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সমাধি থাকিতে থাকিতে যখন "বিকিরণের" অবস্থা হইতে সঙ্কোচ ও সঞ্চয়ের অবস্থায় যায় তখন কেহ তাঁহাকে সাধু বলিয়া বুঝিতে পারে না। তাঁহাকে একজন সাধারণ মানুষ বলিয়া বোধ হয়। যে যেমন তাঁহার সহিত তিনি ঠিক তদ্রূপ ব্যবহার করেন।

শিষ্য। কাঠিয়াবাবা তাহা হইলে "সহজ" মানুষ ছিলেন। তিনি যে কি প্রকারের সাধু ছিলেন তাহা কেহ বুঝিতে পারিত না। একজন একটী পয়সা দিলে তিনি হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন। গরু হারাইয়া গেলে সামান্য রাখালের ন্যায় গরুর নাম ধরিয়া ডাকিয়া বনে বনে ফিরিতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ। আমার ঠাকুরও ঐ প্রকার ছিলেন। একবার তিনি একটী মুসলমানের সহিত বিবাদ বাধাইয়াছিলেন। মুসলমানটীকে

"যবন" বলায় সে ভয়ানক উত্তেজিত হইয়াছিল। তখন আমি গুরুর সম্মুখেই গুরুনিন্দা আরম্ভ করিলাম,—বলিলাম "ও একটা ভণ্ড। তুমি উহার কথা গ্রাহ্য করিও না।"

[১৬৫]

দেহান্তে জনৈক গুরুভ্রাতার গতি।

শিষ্য। জনৈক বিশিষ্ট গৃহস্থ গুরুভ্রাতার মৃত্যুর পর পরলোকে তাহার কিপ্রকার গতি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করায় শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন "শুনিয়া কি লাভ?"

শিষ্য। গৃহস্থ ভক্তগণের সাধারণতঃ কি প্রকার গতি হয় তাহা জানিবার একটা কৌতূহল হইয়াছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন—দেবযানে গতি হইয়াছে। মহর্লোকেই তাহার জাগরণ হইবে ও ক্রম-মুক্তির পথে গমন করিবে।

শিষ্য। জাগরণ হইবে বলিতেছেন, তবে কি এখনও জাগরণ হয় নাই?

শ্রীশ্রীঠাকুর। না। অনেক দিন রোগে ভুগিয়াছিল কাজেই জাগরণ হইতে একটু বিলম্ব হইবে। ক্রম-মুক্তির পথে আমার আরও তিনটী শিষ্য গমন করিতেছে।

শিষ্য। স্বামী স্বরূপানন্দেরও ত ক্রম-মুক্তির পথে গমন হইয়াছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর। স্বরূপানন্দ ক্রম-মুক্তির পথে গমন করিলেও সে অন্তভাবে।

শিষ্য। তিনি ত মুক্তপুরুষ ছিলেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর। না। ঠিক মুক্ত ছিল না। তবে সে অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

শিষ্য। উচ্চগতির সহিত কি কুণ্ডলিনী-জাগরণের কোন সম্বন্ধ নাই?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কুণ্ডলিনীর জাগরণ হইল কিনা তাহা অনেকে বুঝিতেও পারে না। আধ্যাত্মিক উন্নতির অর্থই কুণ্ডলিনীর কিছু না কিছু জাগরণ। কুণ্ডলিনীর জাগরণ হইল কিনা তাহা যোগপথেই প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়।

[১৬৮]

কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের অর্থ।

শিষ্য। ঠাকুর! "কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগ" কথাটীর প্রকৃত অর্থ কি? শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের যে আদর্শটী দেখাইয়া গিয়াছেন, সাধারণে তাহার প্রকৃত মর্ম্ম অবগত না হইয়া ও তাঁহার জীবনী আলোচনা না করিয়া একটী ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া রাখিয়াছে; যে স্ত্রীলোকদিগকে আধ্যাত্মিক জগৎ হইতে দূরে রাখিতে হইবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর। "কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ, কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ"—ত্যাগের প্রকৃত অর্থ আসক্তি বর্জ্জন। কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ কথাটা রামকৃষ্ণের নয়। কথাটা শঙ্করের। "তিনি মনিরত্নমালায়" লিখিয়াছিলেন "কিমত্র হেয়ং? কনকঞ্চ কান্তা।" কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের প্রসঙ্গে সবাই রামকৃষ্ণের দোহাই দেয়। তাহারা রামকৃষ্ণের জীবনী পর্য্যন্ত জানে না—"কথামৃত" গ্রন্থটা পর্যন্ত পড়ে নাই। কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ অর্থ কামিনীকাঞ্চনকে দূরে রাখা নয়, তাহাতে আসক্তি বর্জ্জন। আমি দেখাইতে পারি, রামকৃষ্ণ কামিনীকাঞ্চনের মধ্যে বসিয়া থাকিতেন। একদা দুর্গোৎসবান্তে বিজয়ার দিন প্রতিমা বরণের সময় বহু স্ত্রীলোক প্রতিমা বরণ করিতেছিল এমন সময় বাড়ীর কর্ত্তা তাঁহার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সবাইকে চিনিতেছি কিন্তু ও মেয়েটী কে?" স্ত্রী বলিলেন "চিনিলে না! উনি যে আমাদের ঠাকুর!" পুরানাদিতেও দেখা যায়, দুর্ব্বাসা ইন্দ্রের সভায় উর্ব্বশীর নৃত্য দেখিতে যাইতেছেন। রায় রামানন্দের যুবতী নারী খেলার সঙ্গী ছিল। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শয্যার পরিপাটী দেখিয়া, মুকুন্দ "হরি! হরি!" বলিয়া বিস্ময় প্রকাশ

করিয়াছিল। সেই "হরি" শব্দ শুনিয়া পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ভাবে মূৰ্চ্ছিত হইয়া শয্যা হইতে ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। মুকুন্দ তার পর তাঁকেই গুরুপদে বরণ করে।

ভোগ! ভোগ! সাধুদের ভোগের কথা এই সমালোচকগণই বা কি জানে? আমি স্বচক্ষে ভাস্করানন্দ স্বামীকে সোণার থালায় আহার করিতে দেখিয়াছি। ত্যাগ অর্থ আসক্তি বর্জ্জন। কা'ল একটী ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন, তিনি সমস্ত প্রাতঃকালটা মাটি করিলেন। তিনি শরৎ মহারাজের নাম করিয়া বলিলেন—এই শ্রেণীর সাধুগণ গড়গড়ায় ধূম পান, শ্বেত পাথরের পেয়ালা ও প্লেটে চা পান, রাজসিক খাদ্য গ্রহণ ও দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করেন কেন? অবশ্যই তিনি ইহার অনেকগুলি কথা আমাকেই লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন। আমি বলিলাম "অন্য সাধুরা কি করে না করে, তাহার সংবাদ আমি রাখি না। তবে আমার নিজের কথা আমি বলিতে পারি। ভক্তেরা খাওয়াইয়া ও শোওয়াইয়া আনন্দ পায় তাই খাই ও শুই। আর ভাল খাই, কতটা খাই! ঠাকুর কতটুকু খায়! যাহারা দেখে তাহারাই জানে। অনাহারে থাকিলে যদি সাধু হওয়া যাইত তাহা হইলে কত লোকেই জগতে অনাহারে থাকে। আর না খাইয়া যে থাকিতে পারি না তাহাও নহে। সেবার পুরীতে পনর দিন শুধু এক চামচ্ করিয়া গরম জল খাইয়া ছিলাম। খাওয়া 'না খাওয়া সাধকের পক্ষে। তাহাকে বলিলাম, কে সাধু কে অসাধু তাহা কিছুদিন সঙ্গে না থাকিলে বোঝা যায় না। আর আমরা ত ঢোল পিটাইতেছি না, যে তোমরা আমার কাছে এস—এরা না এলে পারে।

এদের আর একটী যুক্তি আছে। বলে এই সব সাধুরা শিষ্যদিগকে সম্মোহিত করিয়া রাখে। এরা এত অজ্ঞ যে জানে না যে সম্মোহনের

শক্তি কয়েক ঘণ্টা মাত্র—বড় জোর দুই এক দিনের বেশী থাকে না। যখন সম্মোহনের ক্রিয়া অন্তর্হিত হয়, তখন সম্মোহিত ব্যক্তিতে প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়, এবং সম্মোহনকারীর উপর তাহার আক্রোশ হয়। ভগবানের রাজ্যে অবিচার নাই। বিশ বৎসর যাবৎ সম্মোহন বা বশীকরণ করিয়া কাহাকেও রাখা যায় না। সম্মোহন অবিদ্যার শক্তি; অবিদ্যার শক্তি ক্ষণস্থায়ী আর সদ্গুরুর শক্তি চিচ্ছক্তি, ইহা চিরস্থায়ী। এ শক্তি যাহাতে জাগে তাহার নিকট লোক আপনি আসিয়া জুটে—যেমন পতঙ্গ অগ্নিতে ঝাঁপ দেয়।

ক্ষেপাদা *। ঠাকুর আপনাকে এরা কি জান্‌বে! জানে নেপালী বাবা, জান্‌ত গম্ভীরানাথ, জান্‌ত ঠাকুরদাস বাবা। দ্বিপদ দ্বিহস্ত বিশিষ্ট হইলেই মানুষ হয় না।

* শ্রীযুক্ত ক্ষেপাদাস ভট্টাচার্য্য, চব্বিশ পরগণা।

[১৬৬]

নির্ভরতা।

শিষ্য। আত্মনির্ভরতা, ভগবন্নির্ভরতা এবং সদ্‌গুরুর উপর নির্ভরতার ভিতর প্রার্থক্য ও বিশেষত্ব কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আত্মনির্ভরতা ও ভগবন্নির্ভরতা প্রায় এক। ভগবন্নির্ভরতা অনেকটা হইতেছে এইরূপ—ভগবান আমা হইতে বাহিরে, এবং সর্ব্ববিষয়ে তাঁহারই উপর একান্ত নির্ভরশীলতা। আর আত্ম-নির্ভরতা এই যে, ভগবান যখন সর্ব্বত্র বিদ্যমান তখন তিনি আমার ভিতরও আছেন। অতএব আমার ভিতর যিনি সত্যস্বরূপ তাঁহার উপর নির্ভরতা। কিন্তু এই আত্ম নির্ভরতায় একটু আশঙ্কা আছে। আত্ম-নির্ভরতায় "অহং"এর ভাব আসিতে পারে, এবং অসত্যকে বিবেকের বাণী বলিয়া অনেক সময়ে মনে হইতে পারে। কিন্তু সদ্‌গুরুর উপর নির্ভরতায় সে আশঙ্কা নাই।

শিষ্য। ভগবন্নির্ভরতা ও সদ্‌গুরুর উপর নির্ভরতা অনেকটা কি এক প্রকার নহে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। না! অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্" ভগবানের প্রসাদে তুমি শান্তি লাভ করিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু তাঁহার উপর নির্ভর করিতে যদি তুমি অক্ষম হও তবে 'মামেকং শরণং ব্রজ" তাহা হইলে আমার উপর নির্ভর কর, তাহাতেই মোক্ষ লাভে সমর্থ হইবে।

শিষ্য। কৃষ্ণ অর্জ্জুনের গুরুরূপে এই কথা বলিলেন কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ। সদ্‌গুরুর উপর নির্ভরতায় যে সুবিধা ভগবানের উপর নির্ভরতায় সে সুবিধা নাই। কারণ ভগবান ত আর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আদেশ দিতে আসেন না। আর সদ্‌গুরু শিষ্যকে "এটা কর—এটা করো না" এইভাবে পথ চালিয়ে নিয়ে গিয়ে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া দেন।

[১৩৭]

বেদান্ত আলোচনা সম্বন্ধে মতামত।

শিষ্য। যাহারা সদ্‌গুরুর আশ্রয় লইয়াছে, তাহাদের কি বেদান্ত পাঠের প্রয়োজন আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ। বেদান্তের আলোচনা একটু আবশ্যক বই কি? তবে সে আলোচনা পুস্তক পাঠেই হউক বা গুরুমুখেই হউক। পরোক্ষ জ্ঞানও একটা সম্পদ। উহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের সহায়তা করে। বেদান্ত সাধনা জ্ঞানপথ। এটা সন্ন্যাসীর পক্ষে; আর ভক্তিপথটা গৃহস্থের পক্ষে। * * সন্ন্যাসীদিগের মোক্ষলাভ হয় [illegible]।

শিষ্য। সন্ন্যাসীদিগের চরম অবস্থায় তবে কি লাভ হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পরমহংসত্ব। এইরূপ অবস্থাকে জীবন্মুক্ত অবস্থা বলে।

শিষ্য। আর দেহান্তে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ব্রহ্মনির্ব্বাণ।

শিষ্য। আর গৃহস্থের ভক্তিপথে চরমে কি অবস্থা লাভ হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর। ভাবদেহ লাভ হয়। এই ভাবদেহই আনন্দঘন দেহ এই দেহ স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ বিবর্জ্জিত। সন্ন্যাসীদের উৎক্রান্তি হয় না, আর ভক্তদের উৎক্রান্তি হয়।

শিষ্য। এই উভয় অবস্থার প্রভেদ বা তারতম্য কি প্রকার?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ব্রহ্মনির্ব্বাণ ও ভাবলোকের অবস্থা প্রায় একরূপ। তবে ব্রহ্মনির্ব্বাণই চরম অবস্থা।

শিষ্য। সেই সত্য বস্তুকে যাহারা ভক্তিপথে দ্বৈতভাবে জানিতে চাহিতেছে—অর্থাৎ যাহারা বেদান্তের পরিণাম-বাদ-তত্ত্বের উপাসনা করিতেছে—তাহারা যদি বেদান্তের শঙ্করের মায়াবাদের আলোচনা করে—তাহাদের কিছু হানি হয় কিনা?

শ্রীশ্রীঠাকুর। না। মূলে বস্তু এক। দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত; অদ্বৈত গর্ভস্থ দ্বৈত ইত্যাদি নানা বাদই এক বস্তুকে বিভিন্নভাবে উপলব্ধি করা মাত্র।

[১৬৮]

আশ্রম স্থাপনে শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দেশ্য।

শিষ্য। শুনিলাম গত খড়কুসুমার ভক্তসম্মিলনীতে আপনি শিষ্য ভক্তদের সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, "তোমরা মনে ভাবিয়াছ সাধন ভজন করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিবে! সাধন ভজন এত সহজ নহে। সাধন ভজন করিয়া কত মুনি ঋষির নাক কাণ কীটদষ্ট হইয়াছে, গায়ে উঁইয়ের ঢিবি হইয়াছে। সাধন এত সহজ নয়। একজন আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া সেই জ্ঞান বিলিয়ে দিয়ে থাকেন। তোমরা জানিও যে একজন মহাপুরুষের এমন শক্তি আছে যে তিনি ইচ্ছা করিলে মুহূর্ত্তে পাঁচ শত আত্মাকে মুক্ত করিয়া দিতে পারেন। গুরুর উপর নির্ভরতা চাই, বিশ্বাস চাই। তিনি যে উদ্দেশ্য লইয়া আসিয়াছেন সেই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য চেষ্টা কর,—সেই তোমাদের সাধন ভজন"।

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ। মহাপুরুষের এমন ক্ষমতা আছে।

শিষ্য। আপনি কি একজন মহাপুরুষেরও নাম করিতে পারেন—যিনি পাঁচশত আত্মাকে মুক্ত করিয়া দিয়া গিয়াছেন!

শ্রীশ্রীঠাকুর। পারি।

শিষ্য। ধরুণ রামকৃষ্ণের কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর। তিনি জ্ঞাত ও অজ্ঞাতভাবে পাঁচশত আত্মারও অনেক বেশী মুক্ত করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

শিষ্য। আপনার কার্য্য করাই যদি সাধন ভজন হয়, তবে জিজ্ঞাসা করি কোনটী আপনার কাজ এবং কোনটী আপনার নহে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। গুরু সম্বন্ধে যে জগদ্‌গুরু ভাব তাহা সবাই ধারণা ও উপলব্ধি করিতে পারে না। জগদ্‌গুরুভাবে দেখিতে গেলে অবশ্যই সব তাঁহারই কার্য্য বটে। কিন্তু যাহারা তাহা পারে না তাহাদের সেভাব ছাড়িয়া দিতে হইবে। আমি মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়াছি—মানুষভাবে যে কার্য্যগুলি সফল করিতে চেষ্টা করিতেছি তাহাই সাফল্যমণ্ডিত করিতে যে চেষ্টা তাহাই শিষ্যদের সাধন ভজন। অবশ্য ইহাতে শিষ্যদের গুরুতে বিশ্বাস ও নির্ভরতা চাই।

*　　*　　*　　*

মতিদা। যাহারা গৃহস্থ তাহাদের সময় কম। উদারান্নের সংস্থানের জন্য সর্ব্বদা বিব্রত। এই সমস্ত কার্য্য করিতে হইলে সময়ের প্রয়োজন। সুতরাং ইহাতে আত্মনিয়োগ করিতে হইলে সংসার ত্যাগ করিতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর। ত্যাগ করিবার প্রয়োজন কি? আন্তরিকতার সহিত অধ্যাত্ম বিষয়ের সম্বন্ধ। সংসারে থাকিয়া যত্ন সত্ত্বেও যদি কেহ একান্ত অপারগ হয় ক্ষতি নাই। একজন ধনী রাস্তায় ভিক্ষুক দেখিয়া পকেটে হাত দিল—পকেটে টাকা, পয়সা, নোট যাহা হাতে উঠিল তাহাই ভিক্ষুককে দান করিল। আর একজন দরিদ্র সেও সেই ভিক্ষুকের নিকট আসিয়া একটু দাঁড়াইয়া দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলিয়া

সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেল। ফল কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তিরই অধিক হইল। আর যে কায়িক পরিশ্রম ইত্যাদি করিতে না পারে—এবং তাহার আর্থিক অবস্থা যদি সচ্ছল হয় তবে আর্থিক সাহায্যও করিতে পারে। তাহাতেও তাহার কাজ হয়।

* * * *

শিষ্য। আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে আপনার কার্য্য করাই সাধন ভজন, কিন্তু মঠের অন্তর্গত বিভাগীয় আশ্রমগুলিকে গড়িয়া তোলা যদি আপনার কার্য্য হয় তবে আপনার কিছুদিন কলিকাতায় অবস্থান প্রয়োজন। কারণ কলিকাতাই কর্ম্মক্ষেত্রের কেন্দ্র; কিন্তু আপনি কিছুতেই রাজী নন্।

শ্রীশ্রীঠাকুর। বুঝিয়াছি,—প্রচারের জন্য! সাধুকে কলিকাতায় রাখিয়া প্রচার করাও এক প্রকার ব্যবসায়। উহা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। যদি তদ্রূপভাবে আশ্রম গড়িয়া তোলাই আমার উদ্দেশ্য হইত তবে অতি অল্প সময়েই আমি শত শত আশ্রম গড়িয়া তুলিতে পারিতাম। যোগৈশ্বর্য্য দ্বারা কোন ধনীকে আকর্ষণ করিয়া তাহা দ্বারা সব করাইতে পারি। আর এরূপ ধনীও স্বেচ্ছায় অর্থ ও সম্পত্তি দিতে চাহিয়াছে, কিন্তু আমি তাহাতে রাজি হই নাই। কারণ উহাতে ফল স্থায়ী হয় না এবং জগতের উপকারও হয় না। দু' দিন জ্বল্ জ্বল্ করিয়া—পরে নিবিয়া যায়। আর উহাতে জগতের কর্ম্মধারা জোর করিয়া প্রতিরোধ করায় সুফল হয় না। আর আকৃষ্ট ব্যক্তিরও বিশেষ আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় না। কলিকাতার মত স্থানে আমি থাকিতে পছন্দ করি না। লোকে আমাকে ঝালাপালা করিয়া দিবে। উহাতে গুরুশক্তিরও হানি হয়। আমি চাই, তোমাদের ধীরে ধীরে তিলে তিলে

গড়ে নিতে—ছোট থেকে বড় করতে। জগতে যাহা কিছু বড় সমস্তই ছোট হইতে বড় হয়, এবং তাহাই টিকিয়া যায়। তোমাদের বেশী প্রচারের প্রয়োজন নাই। তোমরা নিজেরা শুদ্ধাত্মা হও, যে গ্রামে তিনজন গুরুভাই আছ তাহাদের বাড়ীতে মুষ্টিভিক্ষা কর। একস্থানে মাঝে মাঝে একত্রিত হও। এতেই কাজ হইবে। এমন একদিন আসিবে যখন বড় বড় লোক তোমাদের আশ্রম মঠ ইত্যাদিতে আকৃষ্ট হইবে। সত্যের আদর চিরদিনই সমান।

শিষ্য। ভারতে যত মঠ ও তদন্তর্গত আশ্রম দেখি তাহাদের ভিতর বহিঃকর্ম্মটাই বেশী লক্ষিত হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর। তোমাদের অন্তঃকর্ম্ম অর্থাৎ আত্মোন্নতি আগে; ভিতর ভাল না হইলে, নিজে দৃঢ় না হইলে, নিজেকে জানিতে না পারিলে, আত্মশুদ্ধিকরণরূপ নিজের সেবা করিতে না পারিলে পরের সেবায় তাহার অধিকার কি? কোন অবস্থায়েই অন্তঃসারশূন্য হওয়া উচিৎ নহে। যে আশ্রমই শুধু বহিঃকর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত থাকিবে, তাহা অন্তঃসারশূন্য হওয়ায় কিছুদিন পরে নষ্ট হইয়া যাইবে।

* * * *

ঠাকুরকে কেহ চিনে না—ঠাকুরের উদ্দেশ্য কেহ জানে না—আশ্রমগুলিকে গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজনীয়তার মধ্যে যে কি সত্য নিহিত আছে তাহা কেহ বুঝে না। তোমরা জেনে রাখ বড়লোকের অর্থদ্বারা আশ্রম প্রভৃতির উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয় না। আশ্রমের উদ্দেশ্য লোক তৈয়ার করা। একজন ধনী যদি একটী আশ্রম তৈয়ার করিয়া দেয় ও তাহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বিপুল অর্থ দান করে তাহাতে তাহার বিশেষ কিছু উপকার হয় না, কারণ হয়ত তাহার এককোটী টাকার সম্পত্তি আছে—দশ বিশ হাজার টাকা দিয়া একটী আশ্রম তৈয়ার করিয়া দিলে তাহাতে তাহার বিশেষ কিছু ত্যাগ স্বীকার করা হয় না। অন্যেরও কিছু উন্নতি হয় না। শুধুহাতে দশজন মিলে যদি একটী প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে ও তিলে তিলে তাহাকে গড়িয়া তোলা যায়, তবে সেই দশজন হয়ত দশহাজার লোকের নিকট ভিক্ষার্থে যায়, সেই দশহাজার লোককে আশ্রমের উদ্দেশ্য বুঝায়। তাহারাও আশ্রম ইত্যাদির উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া ত্যাগ স্বীকার করিতে শিক্ষা করে। এইরূপে দশহাজার লোক উন্নত হয়। তোমরা আশ্রমের জন্য ভিক্ষা কর। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে তোমরা আশ্রমের জন্য ভিক্ষা করিতেছ কেন? আশ্রমের জন্য ভিক্ষা করিয়া লাভ কি? তোমরা বলিও—সেবাসহায়ে চিত্তশুদ্ধি আমাদের উদ্দেশ্য। তোমরা যাহারা গৃহী, তাহারা এইভাবে এই সব সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী কর্ম্মীদিগকে সাহায্য কর, গৃহে থাকিয়া নিঃস্বার্থতা শিক্ষা কর। আমি বলছি—গৃহীদের এইই পথ—নান্যপন্থা। মঠের সেবকগণ আসামের দারুণ শীতে নৌকাযোগে ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে কাঠ কাটিতে যায়। বর্ষা ও রৌদ্রে তাহারা মঠের কৃষিক্ষেত্রে হল চালনা করে। লোকে হয়তো বলে এ ক'রে লাভ কি? ঠাকুরের কি উদ্দেশ্য কে

জানে? পূরাকালের পঞ্চতপা সন্ন্যাসীদের কথা বোধ হয় জান। উহা সাধনার একটী অঙ্গ। ঠাকুর কাকে কিভাবে চালিত করিতেছেন কে জানে—! (বলিয়া নিস্তব্ধ হইলেন, পরে নিম্নস্বরে বলিলেন,) "ঠাকুরকে যদি চিন্‌তে।!"

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

প্রথম খণ্ড

সমাপ্ত

শ্রীশ্রীগুরবে অর্পণমস্তু।